উপদেশ-সংগ্রহ

পণ্ডিত কুল-তিলক মহাত্মা শেখ শাহাবুদ্দীন এবন
হজর মিসরী আস্কোলানী কৃত আরবী
"মোনাব্বেহাত"
ও
অন্যান্য গ্রন্থ
খাদেমুল মুমেনীন
আলাউদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক
অনুবাদিত ও সংগৃহীত।

ইস্‌লাম-প্রচারক সম্পাদক
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

"নসিহত গোশকুন জানাঁ কে আজ্ জাঁ দোস্ততর দারান্দ;
জওয়ানানে সাআদৎ মন্দ্ পন্দে পীরে দানারা"
(হাফেজ)

উপদেশ শুন প্রিয়, যাহারা সৌভাগ্যশালী
প্রাণাধিক ভালবাসে, জ্ঞানিজন-বাক্যাবলী।

কলিকাতা।
৪ নং কড়েয়া গোরস্থান রোড্।
রেয়াজ-উল্-ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল; শ্রাবণ

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৬	৯	আমস	আমশ
৭	১	রছুল	রসুল
„	৯	শক্তিলাভ	মুক্তিলাভ
৮	৪	চেনেনা	চিনেনা
„	৯	চল্লিশ	চল্লিশ
„	১০	প্রসংশা	প্রশংসা
৯	৮	চয়ণের	চরণের
„	১৫	যেন	তখন যেন
১০	২১	অহঙ্কার	অহঙ্কারী
১৫	১৬	তরখঞ্জী	তেরমিঞ্জী
১৬	৯	দারিদ্রে	দারিদ্র্যে
„	২৩	সরির	সররী
„	২৯	হওরা	হওয়ায়
১৭	২০,২২	শফিক	শকিক
১৮	১৮	সন্নাফ	মন্নাফ
১৯	৯	দ্বয়ের	দুইয়ের
২০	১৯	করিয়াছেন	করিয়াছে
„	২৭	মার্গ	মার্গে
২১	২১	হন	হয়
২২	১৩	বাদবারী	রূদবারী
২৪	২২	হউক জীবিত	জীবিত
২৫	১২	আছে	আছে যে,
২৯	২১	লফফফ	লফ্‌ফাফ
৩১	১	যাহাতে	তাহাতে
৩৫	৮	করেন	করে
৩৭	৬	(ঈশ্বরকে পূজা)	(ঈশ্বরকে) পূজা
৪০	১	অররাক	অররাক
„	১৩	বিরাদে	বিষাদে
৪২	৬	সান্নিধ্যে	সান্নিধ্য
৪৬	১৮	প্রাথনা	প্রার্থনা

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪৭	১৮	পাফ্‌কারী	গাফ্‌কারী
৪৮	১	জ্ঞানীবা	জ্ঞানিরা
৫২	৯	সসর্গ	সংসর্গ
৫৩	১	কথও	কথনও
৫৩	২৮	দারিদ্রের	দারিদ্র্যের
৫৪	১৪	মৃত্যু	মৃত্ত
"	২৩	পব	পর
৫৫	২২	ছাড়েনা	ছাড়েন না
৫৬	৫	গোপানে	সোপানে
৬২	৪	থাকে	থাকা
৬৪	২৫	(সান)	(সল)
"	২৬	ব্যতিত	ব্যতীত
৬৭	১৮	করিতে হয়;-ঈশ্বর	করিতে হয়;-ধন সংগ্রহে পরিশ্রম করা, ঈশ্বর
৬৮	১১	ব্যতিত	ব্যতীত
"	২০	করিবে, (২)	করিবে (১),
"	২১	করিবে এবং	করিবে; কবরে স্থিতি পরিমাণে সম্বল প্রস্তুত করিবে; এবং
৬৯	১৮, ২১, ২৭	পাথিব, প্রাথনা, নিশ্মল	পার্থিব, প্রার্থনা, নির্ম্মল
৭০	২৩	বালক গ্রহণ হও	বালক হও
৭৭	১৫	নিয়ত্তি	নিযুক্ত থাকা
৮৩	২৭	জাতোল	জাতোল জম্ব
৮৬	৩	(রাঞ্জী)	(রাজ্ঞঃ)
৯৯	৩	হুম্মাফতাহু আওয়াবা	হুম্মাফ্‌তাহ্‌ আব্‌ওয়াবা
"	৭	অ আল্লা	অ আম্না
"	১১	আল্লা লায়েলাহা	আল্লায়েলাহা
১১০	২৭	হয়	হন
১১১	৭	বিদ্যায়ই	বিদ্যাই
১১২	২০	ভিত্তায়াদ্দোদেল	কি ভায়াদ্দোদ্দেল

উৎসর্গ পত্র

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তি ভাজন——

শ্রীল শ্রীযুক্ত জনাব মৌলবী গোলাম সরওর সাহেব,

'অধ্যাপক-করটিয়া মাদ্রাসা'

শ্রীচরণ কমলেষু—

গুরো !

যদি আমার কোন জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে তবে তাহা আপনার যত্নে ; যদি কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়া থাকে তবে তাহা আপনার অনুগ্রহে। আপনার ঋণের এক বিন্দুমাত্র পরিশোধ করাও আমার জীবনে হইবে না। আপনার শ্রীচরণে এই ক্ষুদ্র উপহার উৎসর্গ করিলাম। দীন সেবককে যেরূপ ভালবাসিয়া থাকেন, যেরূপ স্নেহ-নয়নে দর্শন করিয়া থাকেন, তাহাতে ভরসা করি এই সামান্য উপহার গ্রহণ করিয়া চিরকৃতার্থ করিবেন।

স্নেহানুগত——

আলা উদ্দীন আহ্‌মদ।

ভূমিকা।

এত দিন বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে মুসলমান সাহিত্য ও ইস্লাম ধর্ম জ্যোতিঃ বিকাশের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। কেন না মুসলমান সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থ সকল বৈদেশিক পারস্য বা আরব্য ভাষায় লিখিত। অধুনা কতিপয় ধর্ম্মপরায়ণ, ন্যায়-অনুসন্ধিৎসু মহাত্মার প্রাণপণ যত্ন এবং অদম্য চেষ্টায় ইস্লাম সাহিত্য ও ধর্ম্মজ্যোতির পূর্ণ বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। তাহারই ফলস্বরূপ আজ কাল পবিত্র কোরাণ শরিফ, ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, তাজকেরাতল আওলিয়া, কিমিয়ায় সাআদত, গোলেস্তাঁ, বোস্তাঁ প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, ঘরে ঘরে বিরাজমান থাকিয়া ইস্লাম-মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র ঘোষণা ও প্রচার করিতেছে। এই সকল গ্রন্থ যে কেবল মাত্র মুসলমান সমাজে আদরণীয় এমত নহে, বরং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ন্যায়দর্শী চরিত্রবান্ ব্রাহ্ম ও হিন্দু ভ্রাতাগণের হৃদয়পটেও ইস্লামের সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করিতেছে। গভীর চিন্তাপূর্ণ উপদেশ সংগ্রহ, সংসার-বিরাগী ঈশ্বর-প্রেমিক তপস্বীগণের পবিত্র উক্তি সমূহ, ধর্ম্মগতপ্রাণ পবিত্র মহাপুরুষগণের হৃদয়গ্রাহী বাক্যাবলী, এবং পরমার্থ জ্ঞানালঙ্কৃত ঈশ্বরপ্রিয় তাপসগণের নির্ম্মল জীবনী সকল, সংসার জালাবদ্ধ পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত এবং ধর্ম্মপথ-ভ্রষ্ট বিপথগামীর তিমিরাচ্ছন্ন অন্তঃকরণকেও সৎপথ ও আলোকের দিকে ধাবিত করে।

অদ্য আমরা একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। ইহা আমার ন্যায় জনৈক নগণ্য মুসলমান কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইল এজন্য নহে—কিন্তু মহর্ষি হাসান বসরী, হাতেম আসম, ইয়াহ্ইয়া (রাজীঃ) প্রভৃতি মহাত্মাগণের, সর্ব্বোপরি আমাদের শেষ পয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দরুদ) এবং তদীয় খোল্ফায়ে রাশেদীন দিগের সুমধুর রচনাবলী হইতে সংগৃহীত, জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত মহাত্মা এব্নে হাজর আস্কোলানী সঙ্কলিত, আদি আরব্য মোনাব্বেহাত গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া যে চিন্তাশীল ভাবুকগণের নিকট আদরণীয় হইবে, এমত আশা করিতে পারি।

অবিকল অনুবাদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা গিয়াছে, ভাষার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে ত্রুটি হয় নাই; তবে যত্ন কতদূর সফল হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।

আরব্য গ্রন্থ অনুবাদ বা তাহা প্রকাশ করা আমার ন্যায় শক্তি সামর্থ্য হীন, দীনজনের চেষ্টায় হইতে পারে না। তবে আমাদের সমাজের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু, ধর্ম্মগতপ্রাণ, অত্রত্য সুযোগ্য মোক্তার মুন্‌শী আবদুল গণী সাহেবের অনুরোধে ও তাঁহারই সাহায্যে এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। পরম করুণাময় খোদাতালা তাঁহার যত্ন সফল এবং তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করেন ইহাই প্রার্থনা।

প্রকাশ থাকে যে, অত্রত্য গবর্ণমেন্ট স্কুলের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও রাজবাড়ী রাজ-স্কুলের পারস্যাপক শ্রীযুক্ত মৌলবী কাজী নওয়াব উদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব গ্রন্থ রচনায় অনেক সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

ফরিদপুর।
২রা ভাদ্র।

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

প্রায় পাঁচ বৎসর গত হইতে চলিল, উপদেশ-সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। নানা প্রকার সাংসারিক গোলযোগে ব্যাপৃত থাকায় পাঠকগণের আগ্রহ স্বত্বেও ইহার দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত করিতে পারি নাই। সর্ব্ব নিয়ন্তা খোদাতালার অসীম কৃপায় এবার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে মুদ্রিত করিলাম। পূর্ব্বাপেক্ষা কতিপয় উপদেশ ইহাতে বৃদ্ধি করা হইল। প্রকাশ থাকে যে, সর্ব্বজন পরিচিত, মুসলমান সমাজের উজ্জ্বলনক্ষত্র, ভূতপূর্ব্ব সুধাকর সম্পাদক ও বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত মৌলবী রেয়াজ উদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব এবার এই গ্রন্থ প্রকাশে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। বলিতে কি, এবার তাঁহার সাহায্য ও যত্নেই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

ফরিদপুর।
১৩০৫ সাল; ৫ ফাল্গুন।

গ্রন্থকার।

بســم الله الرحمن الرحيم

উপদেশ-সংগ্রহ।

পরম দয়াময় আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করিতেছি

প্রথম অধ্যায়।

দ্বি-বিষয়ক।

১। আল্লাহ তাআলার প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (সল) বলিয়াছেন, "ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন ও মুসলমানের হিত সাধন, এই দুইটীর ন্যায় ভাল কার্য্য, এবং ঈশ্বরের অংশী নির্দ্ধারণ ও মুসলমানের (প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসীর) অনিষ্ট সাধন, এই দুইটীর ন্যায় মন্দ কার্য্য আর নাই।

২। তিনিই অন্যত্র বলিয়াছেন "সকল মানুষেরই উচিত যে জ্ঞানী লোকের সংসর্গে বাস করে ও তাহাদের সদালাপ শ্রবণ করে; কারণ যেমন মেঘের জলে শুষ্ক ক্ষেত্র জীবিত ও উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঈশ্বর সেই জ্ঞান-গর্ভ সদালাপ-রসে জীবন (ধর্ম্মজ্ঞান) শূন্য শুষ্ক হৃদয়কে জীবিত করেন।"

৩। মহাত্মা হজরত আবুবাকার সিদ্দিক [রাজিঃ (১)] বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি বিনা সম্বলে (পুণ্য সঞ্চয়ে) কবরস্থ হইল, সে যেন বিনা নৌকায় সাগর পার হইতে চলিল।"

৪। মহাত্মা হজরত ওমর ফারুক [রাজিঃ (২)] বলিয়াছেন, "ঐহিক সম্মান হয় ধনে, আর পারলৌকিক সম্মান হয় সৎকার্য্যে।"

(১) প্রেরিত মহাপুরুষের প্রধানতম শিষ্য ও তদীয় স্থলাভিষিক্ত (খোল্‌ফায়ে রাশেদীন) অর্থাৎ মোসলেম-সম্প্রদায়ের সর্ব্ব প্রথম খলিফা, আবদুল্লা-বিন-আবু কোহাফা-হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তাআলা আনহু। ইঁনি ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে অদ্বিতীয় ছিলেন।

(২) প্রেরিত মহাপুরুষের প্রধানতম শিষ্য চতুষ্টয়ের অন্যতম হজরত ওমর-বিন্-খাত্তাব রাজি আল্লাহ্ তালা আন্হু—দ্বিতীয় খোল্‌ফায়ে রাশেদীন। ইঁহারই খেলাফত সময়ে (আধিপত্য কালে) সুরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইরাক, পারস্য, মেসের, বার্কা প্রভৃতি দেশ সমূহে, ইসলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্‌ডীন হয়। ইঁনি তেজবীর্য্য, সদ্বিচার ও ন্যায় পরায়ণ-তার জন্য জগদ্বিখ্যাত। গ্রন্থকার প্রণীত "ওমর চরিতে" ইঁহার দিগ্বিজয়-বৃত্তান্ত অলঙ্ক ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৫। মহাত্মা হজরত ওসমান [রাজিঃ (১)] বলিয়াছেন, "ঐহিক চিন্তা হৃদয়ের অন্ধকার স্বরূপ এবং পারলৌকিক চিন্তা মনের আলোক স্বরূপ।"

৬। মহাত্মা হজরত আলী [ক (২)] বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি জ্ঞানোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন, স্বর্গ তাহার অন্বেষণ করিয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি পাপার্জ্জনে রত, নরক তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়।"

৭। মহাত্মা ইয়াহ্ইয়া (মায়াজের পুত্র) বলিয়াছেন "মহৎ ব্যক্তি কখনও পাপে লিপ্ত হননা এবং জ্ঞানী লোক কখনও ইহকালের জন্ম পরকাল পরিত্যাগ করেন না।"

৮। মহর্ষি আনস (রাজিঃ) বলিয়াছেন "সদনুষ্ঠান যাহার মূলধন, রসনা তাহার লাভের বর্ণনা শেষ করিতে পারেনা; এবং অর্থ চিন্তা যাহার মূলধন, রসনা তাহার ক্ষতির বর্ণনায় অক্ষম হয়।"

৯। মহর্ষি সুফিয়ান সৌরী (রাজিঃ) বলিয়াছেন, "যে পাপ কেবল পাশব বৃত্তির উত্তেজনায় অনুষ্ঠিত হয়, ঈশ্বর তাহা মার্জ্জনা করিবেন এমন আশা করা যায়। কিন্তু যে পাপ অহঙ্কার দ্বারা অর্জ্জিত হয়, তাহার আর মার্জ্জনার আশা করা যায় না। কারণ শয়তানের পাপ অহঙ্কার জনিত ও আদি পিতা মহাপুরুষ হজরত আদমের (আলাঃ) অপরাধ প্রবৃত্তির উত্তেজনা সম্ভূত। (৩)

১০। জ্ঞানীরা বলেন "পাপ লঘু হইলেও অবহেলা করিওনা, কারণ তাহা হইতে গুরু পাপ সমুদ্ভূত হয়।"

(১) হজরত-ওসমান বিন্-আফ্‌ফাণ রাজি আল্লাহ তাআলা আন্হ—প্রেরিত মহাপুরুষের জামাতা, প্রধান শিষ্য চতুষ্টয়ের অন্যতম শিষ্য এবং তৃতীয় খোল্‌ফায়ে রাশেদীন। ইঁনি পবিত্র কোরাণ শরিফকে সুশৃঙ্খলরূপে লিপিবদ্ধ করেন। প্রথমাবস্থায় ইঁনি যেরূপ ঐশ্বর্য্যশালী, সেইরূপ দাতা ছিলেন।

(২) হজরত আলী-বিন্ আবিতালেব রাজি আল্লাহ তাআলা আন হু। প্রেরিত মহাপুরুষের প্রধানতম শিষ্য চতুষ্টয়ের অন্যতম—পক্ষান্তরে তাঁহার পিতৃব্য পুত্র এবং জামাতা। ইঁনি ইস্‌লাম মণ্ডলীর চতুর্থ খোল্‌ফায়ে রাশেদীন। এই মহাত্মা মুসলমানদিগের আধ্যাত্মিক মহাধর্ম্ম-গুরু। প্রেরিত মহাপুরুষ ইঁহাকেই পারমার্থিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত করতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া ছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সমুদায় মুসলমান তাপস মণ্ডলীই ইঁহার পদানুসরণ করিয়া, পরমার্থ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। ইঁনি অদ্বিতীয় বীর পুরুষ বলিয়া 'শেরে খোদা' (ঈশ্বরের ব্যাঘ্র) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

(৩) এইজন্যই ঈশ্বর শয়তানকে ক্ষমা করেন নাই, ও হজরত আদমের (আলাঃ) অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন।

১১। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত রছুলে করিম (সল) বলিয়াছেন, "অনুতাপে মহাপাপও থাকেনা, এবং হঠকারিতায় ক্ষুদ্রতমও মহাপাপে পরিণত হয়।"

১২। কোন মহাজ্ঞানী বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি হাসিতে হাসিতে পাপ করে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে নরকগামী হয়; এবং যে ব্যক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে সৎকার্য্য করে, সে হাসিতে হাসিতে স্বর্গে যায়।"

১৩। কোন ঈশ্বর প্রেমিক বলিয়াছেন "প্রেমিকের চেষ্টা ঈশ্বরের গুণানুবাদ করা, আর ধার্ম্মিকের চেষ্টা প্রার্থনা করা। কারণ প্রেমিকের উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি ও ধার্ম্মিকের উদ্দেশ্য শক্তিলাভ।"

১৪। জ্ঞানীরা বলেন "যে ব্যক্তি বিবেচনা করে যে ঈশ্বর হইতেও জগতে উত্তম বন্ধু আছে, তাহার অন্তঃকরণ ঈশ্বর পরিচয়ে অক্ষম; এবং যে ব্যক্তি বোধ করে যে স্বীয় কুপ্রবৃত্তি অপেক্ষা আরও ঘোরতর শত্রু আছে; সে তাহার নিজ কুপ্রবৃত্তি চিনিতে অসমর্থ।"

১৫। মহাত্মা হজরত আবুবাকার সিদ্দিক (রাজিঃ) "জলে স্থলে দোষ সঙ্ঘটন হইয়াছে" এই কোরাণোক্ত বচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "রসনা স্থল এবং অন্তর জল স্বরূপ। রসনা নষ্ট বা দূষিত হইলে লোকে দুঃখিত হয়, এবং মন নষ্ট হইলে স্বর্গীয় দূতগণ (ফেরেস্তারা) দুঃখিত হন।

১৬। কোনও সাধুপুরুষ বলিয়াছেন "ধৈর্য্যগুণে দীন-দরিদ্রকে রাজ সিংহাসনের অধিকারী করে, আর দুরাকাঙ্ক্ষায় রাজাকেও পথের ভিখারী করিয়া তুলে। ইউসফ (আলাঃ) ও জেলেখার ইতিবৃত্ত ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।"

১৭। কথিত আছে "যে ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করে, তাহার অন্তর কোমল হয়; এবং যে ব্যক্তি অবৈধ খাদ্য পরিত্যাগ করে ও বৈধ বস্তু ভক্ষণ করে, তাহার অন্তর পরিষ্কার হয়। যেহেতু, কোন মহাপুরুষের প্রতি ঈশ্বর বাণী হয় "আমি যাহা আদেশ করিয়াছি তাহা কার্য্যে পরিণত কর এবং যাহা নিষেধ করিয়াছি তাহা পরিত্যাগ কর।"

১৮। জ্ঞানীরা বলেন "জ্ঞান যাঁহার অধিপতি এবং কুপ্রবৃত্তি অধীন তাঁহাকে ধন্যবাদ; এবং কুপ্রবৃত্তি যাহার পরিচালক ও জ্ঞান আজ্ঞানুবর্ত্তী, তাহাকে ধিক্।"

১৯। কথিত আছে যে "ঈশ্বরের কার্য্যে সন্তুষ্ট থাকা ও তাঁহার ক্রোধে ভয় রাখাই প্রকৃত জ্ঞান।"

২০। উক্ত হইয়াছে "বিদ্বান্ ব্যক্তি বিদেশে ও গৃহবাসী এবং মূর্খ লোক স্বদেশে ও প্রবাসী।" (১)

২১। "যে ব্যক্তি ধর্ম্মকার্য্যে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করে, সে জনমানব হইতে দূরে পড়িয়া থাকে (কেহ তাহাকে চেনেনা)।

২২। "ঈশ্বরোপাসনার্থে শরীর মন পরিচালন ঈশ্বরাশক্তির লক্ষণ, যেমন শিরার স্পন্দন জীবনের নিদর্শন।"

২৩। প্রেরিত মহাপুরুষ (সল) বলিয়াছেন "সংসারাসক্তি সমুদয় পাপের মূল এবং বৈধ দান ('ওসর'—শস্যের দশমাংশ দান ও 'জাকাত'—সঞ্চিত ধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দান) না করা যাবতীয় অশান্তির মূল।"

২৪। উক্ত হইয়াছে "দোষ স্বীকারকারী সর্ব্বদাই প্রসংশা-ভাজন এবং অপরাধ স্বীকার করা ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার লক্ষণ।"

২৫। কথিত আছে যে, "অকৃতজ্ঞতাই কৃপণতা, এবং মূর্খের সংসর্গই দুরদৃষ্ট।"

২৬। মহাত্মা জাফর সাদেক (রাজিঃ) বলিয়াছেন "যে পাপের আরম্ভে ভয়, পশ্চাতে ক্ষমা প্রার্থনা, তাহা সাধককে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করে, এবং যে তপস্যার আরম্ভে নিঃশঙ্কতা ও পশ্চাতে আত্ম-গৌরব, তাহা তপস্বীকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখে।"

(ক) তিনিই বলিয়াছেন "অহঙ্কারী সাধককে সাধক বলা যায়না—সে অপরাধী এবং প্রার্থনাশীল পাপী সাধকের মধ্যে গণ্য।"

২৭। তিনি আরও বলিয়াছেন "যে বক্তি জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করেন, তিনি ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারেন এবং যিনি ঈশ্বরের জন্য জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করেন, তিনি ঈশ্বরকে লাভ করিয়া থাকেন।"

২৮। তাপস আবু মোর্ত্তাদ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি মনে করে যে আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান, আমাকে নরকাগ্নি হইতে রক্ষা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবে, সে বিপদ শূন্য নহে; কিন্তু যিনি ঈশ্বরের করুণার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন।"

---

(১) কারণ বিদ্বান্ ব্যক্তি বিদ্যাগুণে সর্ব্বত্রই পরিচিত ও আদরণীয়; সুতরাং তাঁহার প্রবাস ও গৃহবাস; আর মূর্খ লোক অজিজ্ঞাস্য ও নগণ্য; সুতরাং সে গৃহে থাকিলেও প্রবাসী স্বরূপ।

২৯। মহাত্মা জোন্নুন মিসরী বলিয়াছেন "প্রায়শ্চিত্ত দুই প্রকার ;— পাপ করিয়া ঈশ্বর হইতে শাস্তি লাভের ভয়ে প্রায়শ্চিত্ত এবং ঈশ্বর হইতে লজ্জা বশতঃ প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তের অর্থ চিত্তের বা জীবনের পরিবর্ত্তন। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্ত প্রায়শ্চিত্ত আছে, যথা—অবৈধ চিন্তা ত্যাগের সঙ্কল্প করা মনের প্রায়শ্চিত্ত ; অবৈধ দর্শনে বিরত থাকা চক্ষুর প্রায়শ্চিত্ত ; অসত্য শ্রবণে ক্ষান্ত থাকা কর্ণের প্রায়শ্চিত্ত ; নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণে বিরত হওয়া হস্তের প্রায়শ্চিত্ত এবং নিষিদ্ধ স্থানে গমনে বিরত থাকা চরণের প্রায়শ্চিত্ত।"

৩০। তিনিই বলিয়াছেন "প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ দুইটী—(১) স্তুতি নিন্দা তুল্য হওয়া ; (২) অনুষ্ঠানের পুরস্কার পরকালে প্রাপ্য মনে করা।"

৩১। তিনি আরও বলিয়াছেন "বিপদাক্রান্ত হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; তদবস্থায় সন্তোষ রক্ষা করাই আশ্চর্য্য।"

৩২। আরও বলিয়াছেন "ঈশ্বরানুগত লোকেরা যখন প্রেমরসে আপ্লুত হন, তখন যেন ইহারা জ্যোতির্ম্ময় বাক্যে স্বর্গলোকের বর্ণনা করেন, এবং যখন ভয় সাগরে নিমগ্ন হন, যেন অগ্নিময় বাক্যে নরকের বর্ণনা করেন।"

৩৩। মহর্ষি আবু মোর্ত্তাশ বলিয়াছেন "ঈশ্বরের অপ্রিয় বস্তুতে মন স্থাপন করা ও ঈশ্বরের শাস্তি গ্রহণে অগ্রসর হওয়া একই কথা।"

৩৪। তিনিই বলিয়াছেন "ব্যবহার শুদ্ধ করিবার দুইটী উপায়— ধৈর্য্য ও প্রেম।"

৩৫। তাপস আবুল্ আব্বাছ নওহান্দি বলিয়াছেন "নিজের ভাব গোপন করা ও ভ্রাতাকে সম্মান দান করাই ঋষিত্ব। আরও বলিয়াছেন প্রথমে ধর্ম্ম জ্ঞান পরে বৈরাগ্য।"

৩৬। মহাত্মা শাহ সুজা বলিয়াছেন "যে মহাজন নিজের মহত্ত্ব রক্ষা করেননা, সর্ব্বোপরি তাঁহারই প্রেমের গৌরব। স্বীয় প্রেমের প্রতি যাহার দৃষ্টি, তাহার প্রেম নষ্ট হয়।"

৩৭। তাপস আবু ওছমান হায়রী বলিয়াছেন "কেহ আপনার দোষ দেখিতে পায়না। নিজের যাহা কিছু সকলই ভাল দেখে। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্ব্বাবস্থায় আপনাকে অধম মনে করে, সেই আত্ম-দোষ দর্শন করিয়া থাকে।"

৩৮। তিনিই বলিয়াছেন "মান অপমান অনুগ্রহ নিগ্রহ তুল্য মনে না করিলে মনুষ্যের পূর্ণতা হয় না।"

৩৯। মহর্ষি হাতেম আসম্ (রা) বলিয়াছেন "দুইটী বিষয়ে সাবধান হইও; অহঙ্কার ও লোভ। ঈশ্বর যত দিন অহঙ্কারীকে তাহার পরিবারস্থ নিকৃষ্ট লোক দ্বারা দুর্গতি না করেন, তত দিন তাহাকে ইহলোক হইতে গ্রহণ করেননা। লোভীর কণ্ঠ যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবরুদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর তাহাদিগকে এই সংসার হইতে গ্রহণ করেন না।"

৪০। তাপস প্রবর এব্রাহিম আদহাম বলিয়াছেন "স্বীয় প্রভুকে স্মরণ রাখ এবং মনুষ্যকে ছাড়িয়া দাও।"

৪১। তিনিই বলিয়াছেন "বদ্ধকে মুক্ত কর এবং মুক্তকে বদ্ধ কর। অর্থাৎ বদ্ধ মুদ্রাধার উন্মুক্ত করিয়া দান বিতরণ কর; এবং অযথা ভাষী উন্মুক্ত জিহ্বাকে বদ্ধ কর।"

৪২। তাপস প্রবর ইয়াহইয়া (রাজ) বলিয়াছেন "সংসারী ব্যক্তির সংসারে শোক ও চিন্তা এবং পরকালে শাস্তি ও যাতনা। তাহার শান্তি কোথায়?"

৪৩। তিনিই বলিয়াছেন "উপাসনা ঈশ্বরের ভাণ্ডার, প্রার্থনা তাহার কুঞ্চিকা।"

৪৪। তিনি আরও বলিয়াছেন "সাধক যখন বহু ভোজনে প্রবৃত্ত হয়, তখন দেবগণ ক্রন্দন করেন। লোভ, যাহাকে আহারে প্রবৃত্ত করে, সত্বরই সে প্রবৃত্তির অনলে দগ্ধ হয়।"

৪৫। আরও বলিয়াছেন "যে সৎকর্ম্ম লোককে অহঙ্কার করে, তাহা অপেক্ষা যে পাপ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল করে তাহাই শ্রেষ্ঠ।"

৪৬। মহাত্মা ফজিল আয়াজ বলিয়াছেন "লোকের অনুরোধে সৎকার্য্য করাকে ভালবাসা কপটতা; এবং লোকরঞ্জন জন্য সৎকার্য্য করা পৌত্তলিকতা। এই ভাব হইতে তোমাকে ঈশ্বর রক্ষা করিলে তোমাতে বিশুদ্ধ প্রেম উৎপন্ন হইবে।"

৪৭। তিনিই বলিয়াছেন "স্বর্গে কাহার রোদন করা যেমন আশ্চর্য্যের বিষয়, সংসারে কাহারও হাস্য করা তেমনই বিস্ময়জনক।"

৪৮। তিনি আরও বলিয়াছেন "ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার প্রতি

আশা স্থাপন না করা, ও ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় না করা প্রকৃত নির্ভর।"

৪৯। আরও বলিয়াছেন "অনেক লোক অশুদ্ধ স্থানে যাইয়া শুদ্ধ হইয়া বাহির হয়। আবার অনেক লোক মক্কা তীর্থে যাইয়া অশুদ্ধ হইয়া আইসে।"

৫০। আরও বলিয়াছেন "সুকোমল পরিচ্ছদ ও সুখাদ্য সামগ্রী ভোগে আসক্ত হইলে স্বর্গীয় অন্ন বস্ত্রে বঞ্চিত হইতে হয়।"

৫১। মহাত্মা হাসন বসোরী বলিয়াছেন "যিনি ঈশ্বরকে চিনিয়াছেন তিনি, তাঁহার প্রতি প্রেম স্থাপন করিয়াছেন। এবং যে ব্যক্তি সংসারকে চিনিয়াছে, সে ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা করিয়াছে।"

৫২। মহর্ষি জোনেদ, বোগ্‌দাদী (রাজ) বলিয়াছেন "প্রেরিত পুরুষ-দিগের উক্তি, প্রত্যক্ষ সংবাদ এবং সাধুদিগের উক্তি দর্শনের আভাষ।"

৫৩। তিনিই বলিয়াছেন "নিজের ভার অন্যের উপর অর্পণ ও অকা-তরে দান করা পুরুষত্ব।"

৫৪। আরও বলিয়াছেন "সাধু ব্যক্তির প্রত্যহ চল্লিশ বার ভাবান্তর হয়; এবং অসাধু চল্লিশ বৎসর এক ভাবে জীবন যাপন করে।"

৫৫। মহর্ষি বায়েজিদ বস্তামি বলিয়াছেন "সাধু যখন মৌনভাবে থাকেন, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন এবং যখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকেন, তখন ঈশ্বরের রূপ দেখেন।"

৫৬। তিনিই বলিয়াছেন "হাজী লোকেরা শরীর দ্বারা কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করে ও মক্কা-বাস করে, কিন্তু প্রেমিকগণ হৃদয় যোগে স্বর্গ লোক প্রদক্ষিণ করেন ও ঈশ্বরের দর্শন অভিলাষ করেন।"

৫৭। আরও বলিয়াছেন "বিদ্যার মধ্যে এমন বিদ্যা আছে যাহা বিদ্বান্ লোকেরা জানেন না; এবং বৈরাগ্যের মধ্যে এমন বৈরাগ্য আছে যাহা বৈরাগীরা জানেন না।"

৫৮। "সাধু কার্য্য অপেক্ষা সাধু লোকের সহবাস শ্রেষ্ঠ, এবং অসৎ কর্ম্ম অপেক্ষা অসৎ লোকের সহবাস মন্দ।"

৫৯। আরও বলিয়াছেন "এই সকল কথোপকথন শব্দাড়ম্বর ও অস্থিরতা যবনিকার বাহিরে; কিন্তু যবনিকার ভিতরে নিস্তব্ধতা, স্থিরতা ও শান্তি।"

৬০। আরও বলিয়াছেন "যিনি ঈশ্বর-জ্ঞানী বলিয়া আপনাকে পরিচিত করেন, তিনি মূর্খ; যিনি বলেন 'আমি তাঁহাকে জানিনা' তিনি জ্ঞানী।"

৬১। আরও বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াভিলাষের প্রাবল্যে আপন হৃদয়কে হত করে, তাহাকে গ্লানির কাফণে আবৃত করিয়া অপমানের ভূমিতে গোর দিও এবং যে ব্যক্তি উপভোগ করিতে না দিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে নিস্তব্ধ করেন, তাঁহাকে সম্মানের পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া শান্তি-নিকেতনে অবস্থিত করাইও।"

৬২। আরও বলিয়াছেন "যিনি আপনার মান বাড়াইতে গিয়াছেন, তিনি, ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিতে পারেন নাই। যিনি সম্মান হারা হইয়া সংসারে পতিত হইয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের পথে পতিত হন নাই।"

৬৩। আরও বলিয়াছেন "দুইটী বিষয় মনুষ্যের পক্ষে মৃত্যু; এক নর নারীর অপমান করা, দ্বিতীয় ঈশ্বরের আনুগত্য অস্বীকার করা।"

৬৪। আরও বলিয়াছেন "আমার হৃদয়কে সমুদায় স্বর্গ-ধাম ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, হৃদয় তুমি কি আনিয়াছ?" বলিল "প্রেম আর প্রসন্নতা।"

৬৫। আরও বলিয়াছেন "শরীরের পক্ষে কঠিন শাস্তি কি তাহা জানিতে চাহিলাম। জানিলাম যে আলস্যের ন্যায় কঠিন শাস্তি আর কিছুই নাই; এক বিন্দু আলস্য যদ্রূপ কষ্ট দায়ক, নরকের অগ্নিও তদ্রূপ নয়।"

৬৬। তাপস ইউসফ হোসেন রয়ি বলিয়াছেন "নিভৃতে প্রেম করা এবং সাধনাকে গুপ্ত রাখা এই দুইটী সাধুতার লক্ষণ।"

৬৭। তিনিই বলিয়াছেন "লোভী মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধম এবং নির্লোভী সাধু সর্ব্বোত্তম।"

৬৮। "যাহাদের বন্ধনে কোন বস্তু নাই ও যাঁহারা কোন বস্তুর বন্ধনে নহেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুফি।" (আবুল হোসেন নুরী বোগদাদী)

৬৯। মহাত্মা হোসেন মনসুর বলিয়াছেন "সংসারে যাঁহার বীতরাগ ও ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি, তিনিই প্রকৃত দরবেশ।"

৭০। মহাত্মা আবুল হোসেন খর্কানী বলিয়াছেন (প্রার্থনায়) "হে ঈশ্বর, তুমি যখন আমাকে স্মরণ করিতেছ, তখন আমার প্রাণ তোমার

প্রশংসা-বাদে উৎসর্গীকৃত হউক। আমার মন যখন তোমাকে স্মরণ করে তখন আমার শরীর ও জীবন মনের জন্ম উৎসর্গ হউক।"

৭১। তিনিই বলিয়াছেন "জ্ঞানের দুই বিভাগ; বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক। বাহ্যিকভাগ বাহ্য জ্ঞানীরা প্রকাশ করেন। আধ্যাত্মিক ভাগ আধ্যাত্ম জ্ঞানীরা ব্যক্ত করেন।"

৭২। আরও বলিয়াছেন "তুমি সংসারকে অন্বেষণ করিলে সংসার তোমার উপর পরাক্রান্ত হইবে; এবং তুমি সংসার হইতে বিমুখ হইলে তুমি সংসারের উপর পরাক্রান্ত হইবে।"

৭৩। আরও বলিয়াছেন "যখন সাধু লোকের প্রসঙ্গ করিবে শুভ্র মেঘ উদিত হইবে, অনুগ্রহের বারি বর্ষণ করিবে। এবং যখন ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করিবে, হরিদ্বর্ণের মেঘ প্রকাশ পাইবে—প্রেম বর্ষণ করিবে।"

৭৪। আরও বলিয়াছেন "পথ দুইটী; একটী সৎপথ, আর একটী অসৎ পথ। বিপথ, দাস হইতে প্রভুর দিকে প্রসারিত। সৎপথ প্রভু হইতে দাসের দিকে বিস্তৃত। যে ব্যক্তি বলে যে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছি সে উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু যিনি বলেন যে আমি উপস্থিত হই নাই, হয় ত তিনি উপস্থিত হইয়াছেন।"

৭৫। আরও বলিয়াছেন "যিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন তিনি মরিয়াছেন; যিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন তিনি নাই।"

৭৭। আরও বলিয়াছেন "যাহা তুমি ঈশ্বরের কর তাহা সার; যাহা লোকের কর তাহা অসার।"

৭৭। আরও বলিয়াছেন "ঈশ্বর আপনার সুকোমল প্রেম তাঁহার প্রেমের জন্ম এবং আপনার দয়া পাপীর জন্ম রক্ষা করেন।"

৭৮। আরও বলিয়াছেন "যে শ্রোতা স্বীয় প্রভুকে দর্শন করেনা, তাহার সঙ্গে কথা কহিওনা এবং যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুকে দর্শন করেনা, তাহার বাক্য শ্রবণ করিওনা।"

৭৯। আরও বলিয়াছেন "অনেক লোক ভূমির উপর বিচরণ করে; কিন্তু তাহারা মৃত। আর অনেক লোক ভূমি গর্ভে শয়ান; কিন্তু তাঁহারা জীবিত।"

৮০। আরও বলিয়াছেন "যেমন তোমার গৃহিণীকে অন্তরঙ্গ লোক

ব্যতীত অন্য লোক দেখিতে পায়না, তদ্রূপ মহাজনদিগকে সকল লোকে দেখিতে পায়না; কেবল অন্তরঙ্গ লোকেরাই তাঁহার দর্শন পায়। শিষ্য যত গুরুকে শ্রদ্ধা করে, তত গুরুর প্রতি তাহার দৃষ্টি হয়।"

৮১। আরও বলিয়াছেন "ইহলোকের সহস্র প্রার্থনীয় বস্তু পরিত্যাগ করিলে পরকালে একটী প্রার্থনীয় বস্তু প্রাপ্ত হইবে। সহস্র পাত্র বিষ-শরবত পান করিলে এক পাত্র সুধার শরবত লাভ করিতে পাইবে।"

৮২। আরও বলিয়াছেন "কর্ম্ম কর্ত্তা অনেক আছেন গ্রহণকারী নাই; গ্রহণকারী অনেক আছেন সমর্পণকারী নাই। তিনিই সাধু—যিনি, কার্য্য করেন, গ্রহণ করেন ও সমর্পণ করেন।"

৮৩। আরও বলিয়াছেন "যাহারা বলে প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর পরিচয় লাভ হয়, তাহাদের কথায় হাস্য সংবরণ করা যায়না। ঈশ্বরকে ঈশ্বর দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়; সৃষ্ট বস্তুর প্রমাণ দ্বারা কেমন করিয়া জানিবে?"

৮৪। আরও বলিয়াছেন, "যিনি প্রেমিক হইয়াছেন তিনি ঈশ্বরকে পাইয়াছেন; যিনি ঈশ্বরকে পাইয়াছেন তিনি আপনাকে ভুলিয়াছেন ও হারাইয়াছেন।"

৮৫। আরও বলিয়াছেন "লোকে কোরাণের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত; কিন্তু সাধু লোকেরা আত্ম ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত।"

৮৬। আরও বলিয়াছেন, "অনুতাপের তরু রোপণ কর; পরিণামে ফল প্রসব করিবে; এবং বসিয়া ক্রন্দন কর, তাহাতে সম্পদ লাভ হইবে।"

৮৭। আরও বলিয়াছেন "যে পর্য্যন্ত লোকের নিকট গুপ্ত থাকা যায়, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম পথে সুখ। বিখ্যাত হইলে লোকে জানিলে লবণ শূন্য ব্যঞ্জনের ন্যায় বিরত হইতে হয়।"

৮৮। আরও বলিয়াছেন "বিশ্বাস কখন একটী মক্ষিকার পদাঘাত সহ্য করিতে পারেনা। আবার কখন নেত্র রোমের অগ্রভাগে সপ্ত ভুবন ধারণ করে।"

৮৯। মহাত্মা আবুবাকার শিবলি (রাজ) বলিয়াছেন "সম্পদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না; দাতার প্রতি দৃষ্টি করিবে। ইহাই বৈরাগ্য।"

৯০। আরও বলিয়াছেন "যদি সমুদয় সংসার আমার হয়, আমি তাহা একজন য়ীহুদিকে দান করিব; যদি সে আমা হইতে গ্রহণ করে, আমি নিজের সম্বন্ধে তৎকৃত উপকার বলিয়া স্বীকার করিব।"

৯১। তাপস আবু এব্রাহিম পারোজানী বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি রাজ্যাধিপতিকে অমান্য করে, তাহার সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে; এবং যে ব্যক্তি সাধু পুরুষদিগকে অমান্য করে ও তাহাদের বিরুদ্ধাচারী হয়, তাহার মূলধন নষ্ট হয়।"

৯২। মহাত্মা আবতুল্লা খফিফ পারসী বলিয়াছেন "আনুগত্য দ্বিবিধ; এক আনুগত্য চেষ্টা ও যত্নের অন্তর্গত, অপর আনুগত্য প্রমুক্ত। যেমন ঈশ্বরের বিধি উহা তাহারই অন্তর্ভূত।"

৯৩। তিনিই বলিয়াছেন "সকল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সখার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া, তাহা ব্যতীত সমুদায় পদার্থের অন্তর্ধান হওয়া, যোগের প্রকৃত অবস্থা।"

৯৪। তিনি আরও বলিয়াছেন "ধনাভাবে ও গুণত্যাগে দীনতা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিগূঢ় উপলব্ধি প্রকৃত বিশ্বাস।"

৯৫। আরও বলিয়াছেন "যখন নিজের সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরে উৎসর্গ করা যায় এবং বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা হয়, তখন দাসত্ব খাঁটি হইয়া থাকে।"

৯৬। তাপস মোহাম্মদ আলি হাকিম তরখজি বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি বৈরাগ্য হীন হইয়া জ্ঞানের কথা বলিতে ভাল বাসে, সে অবিশ্বাসী হয়; যে জন নিবৃত্তি বিহীন দীনতাকে ভাল বাসে, সে পাপে পতিত হয়।"

৯৭। তিনিই বলিয়াছেন "ধর্ম্ম বিরোধী লোকদিগের সহিত বন্ধুতা ও কার্য্যে কর্তৃত্ব এই দুইটী অত্যন্ত নিকৃষ্ট আচার।"

৯৮। তাপস আবু হেফ্জ খোরাসানী বলিয়াছেন "যাহা কিছু তোমার, তাহা পরিত্যাগ করিবে; যাহা তিনি আদেশ করিবেন, তাহাই পালন করিবে। ইহাই বাধ্যতা।"

৯৯। তিনিই বলিয়াছেন "সেবাতে শরীরের জ্যোতিঃ আর বিশ্বাসে প্রাণের জ্যোতিঃ।"

১০০। তিনি আরও বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি বিষয়ের প্রার্থী, তাহার উদ্দেশ্য তোমার বিষয় উৎসর্গ করা এবং ঈশ্বরাভিমুখে তোমার গতি হওয়া মহত্ত্ব।"

১০১। যে ব্যক্তি সকল সময় আপনাকে কলঙ্কিত না দেখে এবং

নিজের বিপক্ষ না হয়, সে অহঙ্কারী হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রসন্নতার দৃষ্টিতে আপনাকে দেখে, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।"

১০২। মহাত্মা আবুবাকার ওয়াস্তি বলিয়াছেন "যখন তুমি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিবে তখন যোগ হইবে। যখন নিজের প্রতি দৃষ্টি করিবে তখন বিচ্ছেদ হইবে।"

১০৩। তিনিই বলিয়াছেন "সাধুর লক্ষণ এই যে ভ্রাতৃগণের সহিত সম্মিলিত হন এবং অন্তরে ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী থাকেন।"

১০৪। মহাত্মা সহল তস্তরী বলিয়াছেন "দুইটী বিষয় মানুষকে বিনাশ করে; মান অন্বেষণ, দারিদ্রে ভীতি।"

১০৫। তিনিই বরিয়াছেন "যে ব্যক্তি শিল্পাদি অর্থকরী ব্যবসায়ে দোষারোপ করিয়া থাকে এবং যেজন নির্ভর স্থাপন বিষয়ে দোষার্পণ করিয়া থাকে, সে বিশ্বাসে দোষার্পণ করিয়া থাকে।"

১০৬। তিনি আরও বলিয়াছেন "বিরুদ্ধাচার হইতে নিবৃত্ত হওয়া ও আনুগত্যে হস্তার্পণ করায় ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া থাকে।"

১০৭। আরও বলিয়াছেন "নিষিদ্ধ ব্যাপার হইতে দূরে থাকা ভয়ের কার্য্য, আদেশ পালনে সত্বর হওয়া আশার কার্য্য, ভয়শীল না হইলে আশা বিষয়ে জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।"

১০৮। মহাত্মা মারুফ্ কারখি বলিয়াছেন "ভ্রমনিদ্রা হইতে চৈতন্য লাভ করা এবং বাহুল্য ও অনিষ্টকর বিষয় হইতে চিন্তায় নিবৃত্ত হওয়া প্রকৃত মানসিক উন্নতি।"

১০৯। তিনিই বলিয়াছেন "জিহ্বাকে যেমন লোক নিন্দা হইতে বিরত রাখিবে, তদ্রূপ লোকস্তুতি হইতেও বিরত থাকিবে।"

১১০। মহাত্মা সরির সকৃতি বলিয়াছেন "বহুসংখ্যক লোক আছে যাহাদের উক্তি, কার্য্যের অনুরূপ নহে; এরূপ অল্প লোক আছে যাহাদের কার্য্য তাহাদের বাক্যের অনুরূপ।"

১১১। তিনিই বলিয়াছেন "তোমার বাসনা তোমার অন্তরের অনুবাদক; তোমার মুখ-মণ্ডল তোমার হৃদয়ের দর্পণ।"

১১২। তিনি আরও বলিয়াছেন "সাধনার মূল সংসারে, পুরস্কারের মূল সংসারের প্রতি বিমুখ হওয়া।"

১১৩। তাপস আবু সোলেমান দারানী বলিয়াছেন "সরলতাকে বাহন কর এবং সত্যকে করবাল কর ও পথ চলিতে থাক। জানিও ঈশ্বর তোমার প্রার্থী হইবেন।"

১১৪। তিনিই বলিয়াছেন "তুমি ঈশ্বরের নিকট স্বর্গ কামনা করিবে না, নরক হইতে রক্ষা পাইবার প্রার্থী হইবেনা, ইহাই স্বীকৃতি।"

১১৫। তিনি আরও বলিয়াছেন "সাংসারিক চিন্তা পরলোক সম্বন্ধে আবরণ এবং পারলৌকিক চিন্তায় বিশুদ্ধ জ্ঞানের ফল ও অন্তরের সজীবতা হয়।"

১১৬। আরও বলিয়াছেন "পাপের প্রতিফল প্রাপ্তিতে জ্ঞান বৃদ্ধি ও চিন্তার ভয় বৃদ্ধি হয়।"

১১৭। আরও বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি দিবাভাগে সৎকর্ম্ম করে, রজনীতে সে ফল প্রাপ্ত হয় এবং যেমন নিশায় সৎকার্য্য করে, সে দিবাভাগে পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে।"

১১৮। আরও বলিয়াছেন "এই কালে আমাদের ধৈর্য্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। ধৈর্য্য দ্বিবিধ;—যাহা তুমি ইচ্ছা করনা তাহা সঙ্ঘটনে এক প্রকার ধৈর্য্য, এবং তুমি যাহার প্রার্থী, তাহা না পাওয়ায় ধৈর্য্য ধারণ, উহা অন্য প্রকার ধৈর্য্য।"

১১৯। আরও বলিয়াছেন "কৃতজ্ঞতা নির্দ্দোষ সম্পদে হয়; ধৈর্য্য বিপদে হইয়া থাকে।"

১২০। মহাত্মা আবু আলী শফিক বলিয়াছেন "পরমেশ্বর সাধু লোকদিগকে মৃত্যুতে জীবিত করেন এবং পাপীদিগকে জীবদ্দশায় মৃত করিয়া রাখেন।"

১২১। মহর্ষি হাতেম আসম, মহাত্মা সফিকের নিকট সদুপদেশ চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন "যদি সাধারণ উপদেশ চাও তবে বাসনাকে সংযত রাখিও, কাহারও কথায় উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম না হইলে কথা কহিও না। যদি বিশেষ উপদেশ চাও, তবে এই কথা না কহিলে কষ্ট হইবে যে পর্য্যন্ত আপনাকে এরূপাবস্থাপন্ন মনে না কর, সে পর্য্যন্ত কথা কহিওনা, প্রতীক্ষা করিতে থাক।"

১২২। মহাত্মা সুফিয়ান সুরি বলিয়াছেন "এক্ষণে এরূপ সময় উপস্থিত যে মৌনাবলম্বন [illegible] এবং গৃহ আশ্রয় করাই বিধেয়।"

১২৩। তিনিই বলিয়াছেন "সংসার কে দেহের জন্ত এবং পর-লোককে আত্মার জন্ত আশ্রয় কর।"

১২৪। হজরত এমাম সাফেয়ী বলিয়াছেন "সংসারে যে ব্যক্তি অযোগ্য লোককে তত্বজ্ঞানের উপদেশ দান করে, সে সেই জ্ঞানের মহত্ব নষ্ট করিয়া থাকে এবং যে জন যোগ্য লোককে জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করে, সে অত্যাচার করিয়া থাকে।"

১২৫। মহাত্মা বশর হাফী বলিয়াছেন "যিনি ধরাতলে প্রিয় হইতে চাহেন, তিনি যেন কোন সৃষ্ট বস্তুর নিকট প্রার্থী না হন, এবং কাহারও প্রতি কুদৃষ্টি না করেন।"

১২৬। তিনিই বলিয়াছেন "প্রত্যেক নিমিষে আত্ম জীবনের পুঙ্খানু-পুঙ্খ রূপে বিচার করা এবং সন্দেহ জনক বস্তু হইতে পরিষ্কার রূপে নির্লিপ্ত থাকা, ইহাই পুণ্যানুরাগের লক্ষণ।"

১২৭। তাপস মোহাম্মদ এবনে মোস্রাফ বলিয়াছেন "লোক কণ্ঠে শৃঙ্খল, পদে বন্ধন তাহা পরিত্যাগ করিলে মুক্ত হইবে।"

১২৮। তিনিই বলিয়াছেন "এক্ষণ যেমন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠাতার পক্ষে দুষ্কর কার্য্য, এক সময়ে উপদেশ দান উপদেষ্টার পক্ষে তদ্রূপ কষ্টকর ব্যাপার ছিল। এক্ষণে যেমন অনুষ্ঠাতা অল্প, এক সময়ে উপদেষ্টা অল্প ছিল।"

১২৯। মহাত্মা আবু মোহাম্মদ সন্নাফ বলিয়াছেন "তাঁহার প্রেমের অনুরোধে স্বীয় প্রবৃত্তি হইতে নির্ব্বাণ লাভ করা এবং তাঁহার অঙ্গীকারের পূর্ণতায় স্বীয় অবাধ্যতা হইতে নিবৃত্ত থাকা প্রকৃত একাত্মতা। তাহাতেই সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাণ লাভ হয়।"

১৩০। তিনিই বলিয়াছেন "অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে যে এক প্রকার আন্তরিক আনন্দ হয়, তাহাই প্রেম এবং ঈশ্বর ভিন্ন পদার্থ হইতে নিবৃত্তি ঈশ্বর প্রীতি।"

১৩১। তিনিই আরও বলিয়াছেন "প্রেম ভিন্ন উচ্চাকাঙ্খা স্থিরতা লাভ করেনা; আমিত্বের বিচ্ছেদে ভিন্ন শিষ্যত্ব স্থিরতা লাভ করেনা।"

১৩২। আরও বলিয়াছেন "সংসার কে তুচ্ছ বোধকরা ও অন্তর হইতে তাহার চিহ্ন দূর করিয়া ফেলা বৈরাগ্য।"

১৩৩। তাপস এব্‌নে আতা বলিয়াছেন "তাহাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য, যাহা কৃত হইয়াছে; এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, যাহা প্রচার করা গিয়াছে।"

১৩৪। তিনিই বলিয়াছেন "ঈশ্বর অন্তরে এবং লোকে বহির্ভাগে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। লোকের দর্শনীয় ভূমি অপেক্ষা ঈশ্বরের দর্শনীয় ভূমি সমধিক পবিত্র রাখা আবশ্যক।"

১৩৫। তিনি আরও বলিয়াছেন "জীবন ও তাহার অবস্থার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং কার্য্যের পুরস্কার প্রত্যাশা করা ঈশ্বর পথে গমনে বিঘ্ন।"

১৩৬। আরও বলিয়াছেন "কপট লোকদিগের ভোজ্য, পান ভোজন; ও বিশ্বাসী লোকদিগের ভোজ্য, সাধনা ও গুণানুকীর্ত্তন।"

১৩৭। আরও বলিয়াছেন "মনুষ্য নির্জ্জিত, জীবনের কার্য্য নির্দ্ধারিত; মানব এই দ্বয়ের মধ্যে আবদ্ধ।"

১৩৮। আরও বলিয়াছেন "তাহাই প্রকৃত উচ্চাভিলাষ——যাহা কোন প্রতিবন্ধকতায় ব্যর্থ হয় না, এবং তাহাই উচ্চাভিলাষ, সংসারের সহিত যাহার যোগ নাই।"

১৩৯। আরও বলিয়াছেন "উত্তমরূপে ঈশ্বরের আশ্রিত হওয়া ও তাঁহার নিকটে বিশুদ্ধ দীনতা রক্ষা করা নির্ভর।"

১৪০। আরও বলিয়াছেন "অন্তরে এই দুইটী বিষয়ে দৃষ্টি করাই বাধ্যতা—যাহা যথা সময়ে আমার নিকটে পঁহুছিয়াছে, তাহা আদিতেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং যাহা আমার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা শ্রেষ্ঠ ও অত্যুত্তম।"

১৪১। আরও বলিয়াছেন "নিবৃত্তির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দুইটী বিভাগ আছে; বিশুদ্ধ প্রেম ও নিষ্ঠা, তাহার আভ্যন্তরিক ভাগ এবং সীমা রক্ষা করা, তাহার বাহ্যিক ভাগ।

১৪২। তাপস এব্রাহিম এব্‌নে দাউদ বরকি বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি কামনা পরাজয় করিতে অসমর্থ, সে অতি দুর্ব্বল এবং যে ব্যক্তি তাহা বর্জ্জনে সমর্থ, সে মহাবলী।"

১৪৩। তিনি আরও বলিয়াছেন "প্রার্থনা না করাতেই আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ পায়; প্রার্থনার প্রাচুর্য্য সন্তোষের বহির্ভূত।"

১৪৪। তিনি আরও বলিয়াছেন "ভূমণ্ডলে আমি দুইটী বিষয় মনোনীত করিয়াছি; দীনাত্মাদিগের সঙ্গ করা, এবং ঈশ্বরগত প্রাণ সাধুদিগের সম্মান করে।"

১৪৫। তাপস আবদুল্লা মোহাম্মদ ফজল বলিয়াছেন "কোন বস্তু তোমার

অধিকারে নাই; এবং তুমিও কোন বস্তুর অধিকারে নও—ইহাই ধর্ম্ম।"

১৪৬। তাপস আবুল হাসন বোশকী বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি আপনাকে অবনত করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাকে উন্নমিত করিয়াছেন; এবং যেজন আপনাকে উন্নমিত করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাকে অবনত করিয়াছেন।"

১৪৭। মহাত্মা আবুবাকার অরারাক বলিয়াছেন "আদি পিতা আদমের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত লোকের পরস্পর ঘনিষ্টতা ব্যতীত কোন আপদ সঙ্ঘটিত হয় নাই; এবং সেই কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সেই ঘনিষ্ট সংসর্গ হইতে নিবৃত্ত হওয়া ব্যতীত কেহ নিরাপদ হয় নাই।"

১৪৮। তিনিই বলিয়াছেন "তোমার ও ঈশ্বরের মধ্যে যাহা আছে তৎসম্বন্ধে বিশুদ্ধতা রক্ষা কর; এবং তাঁহার ও তোমার প্রবৃত্তির মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎসম্বন্ধে সহিষ্ণুতা রক্ষা কর।"

১৪৯। তিনি আরও বলিয়াছেন "যেজন, কার্য্য সকলের কারণ স্বর্গে দর্শন করেন, তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকেন; যে ব্যক্তি পৃথিবীকে তাহার কারণ রূপ দেখে, সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়ে।"

১৫০। আরও বলিয়াছেন "যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া রসনাকে ঈশ্বর নাম কীর্ত্তন, গুণানুবাদ এবং প্রার্থনায় নিযুক্ত করেন, তিনি, বৈধ ভোজ্য ভোজন করিয়াছেন এরূপ জানিও এবং যে ব্যক্তি প্রভাতে জাগরিত হইয়া রসনাকে অনর্থ ভাষা, পর দোষ চর্চ্চা ও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণে লিপ্ত করে, সে অবৈধ ভোজ্য ভোজন করিয়াছেন।"

১৫১। তাপস আবদুল্লা মনাজেল বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি স্বর্গীয় ব্যাপারে দুর্ব্বল হইয়া উপস্থিত হয়, সে সবল হইয়া থাকে, আর যেজন সবল হইয়া আইসে, সে হীনবল ও লাঞ্ছিত হয়।"

১৫২। তাপস আহম্মদ মশরূক বলিয়াছেন "সাংসারিক সুখের প্রতি কটাক্ষপাত না করা, অন্তরে ও তদ্বিষয়ে আলোচনা না করা নিবৃত্তি।"

১৫৩। তিনিই বলিয়াছেন "ঈশ্বরকে সম্মান করাতে বিশ্বাসী সাধু পুরুষকে সম্মান করা হয় এবং ঈশ্বর কিঙ্কর সাধুকে সম্মান করিলে ঈশ্বর সম্মান হয় এবং প্রকৃত নিবৃত্তি মার্গ উপনীত হওয়া যায়।"

১৫৪। তাপস আবু আলা জরজানী বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচরণ করে ও পরে বিস্মৃত হয়, সে হতভাগ্য।"

১৫৫। তিনিই বলিয়াছেন "যিনি আপনার সমগ্র হৃদয় প্রভুকে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং লোকের সেবাতে দেহকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞ।"

১৫৬। পুরুষোত্তম আবু বাকার কেত্তানী বলিয়াছেন "তুমি দেহ যোগে সংসারে বাস ও অন্তর যোগে পরলোকে স্থিতি কর।"

১৫৭। তিনিই বলিয়াছেন "ক্ষমা প্রার্থনা স্থলে কৃতজ্ঞতা দান এবং কৃতজ্ঞতার স্থলে ক্ষমা প্রার্থনা অপরাধ।"

১৫৮। নরোত্তম আবুল আব্বাস কাসসাব বলিয়াছেন "দুইটী বিষয়ে আমার ঈশ্বরানুরাগত্ব ও অপরাধ হয়। আমি যখন বিষয় ভোগ করি, তখন নিজের মধ্যে অপরাধের মূল দর্শন করি; এবং যখন ভোগ বিরত থাকি ও ভোগ্য বস্তুতে হস্ত প্রসারণে নিবৃত্ত হই, তখন আমি নিজের মধ্যে সমুদায় আনুগত্যের মূল পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকি।"

১৫৯। তিনিই বলিয়াছেন "সংসার অপবিত্র, যাহার অন্তর সংসারে অনুরক্ত, সে সংসার অপেক্ষা অধিক অপবিত্র।"

১৬০। তিনি আরও বলিয়াছেন "যাঁহার প্রতি শুভ জীবনের উদয় হইয়াছে, সকল অবস্থাতে তাঁহার প্রবৃত্তি সত্যের দিকে উন্মুখ থাকে, এবং তত্ত্বজ্ঞানের জীবন যাহাতে অবতীর্ণ হয়, তিনি ক্রিয়া সকলের প্রকাশ ও উৎপত্তির ভূমি উপলব্ধি করেন।"

১৬১। তাপস ফতেহ মওসেলী বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরকে গ্রহণ করে, ঈশ্বর প্রেম তাহার অন্তরে সঞ্চারিত হয়; এবং যেজন ঈশ্বর কামী হয়, সে তদ্ভিন্ন অন্য সমুদয় বস্তুর প্রতি বিমুখ হন।"

১৬২। তাপস মমশাদ দানয়রী বলিয়াছেন "ঈশ্বরের পথ সুদূর; এবং তাহাতে ধৈর্য্য ধারণ সুদুরূহ।"

১৬৩। তিনিই বলিয়াছেন "একত্ববাদে লোকদিগকে যে সংযুক্ত করা গিয়াছে, তাহাই যোগ; এবং বিধি প্রণালীতে তাহাদিগকে যে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত বিচ্ছেদ।"

১৬৪। তাপস আবুল কক্ষর আকতা বলিয়াছেন "ঈশ্বরের সঙ্গে শুদ্ধ সঙ্কল্প না হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না এবং সাধু পুরুষদিগকে সেবা না করিলে দেহ শুদ্ধ হয় না।"

১৬৫। তাপস আবু আবদুল্লা মোহাম্মদ বলিয়াছেন "নির্ম্মলাত্মা ঋষি, প্রভুর সঙ্গে বাস করেন; এবং বিরাগী পুরুষ প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে রত থাকেন।"

১৬৬। তিনিই বলিয়াছেন "পদার্থ প্রমুক্ত ও অর্থ গুপ্ত।"

১৬৭। তাপস আবু আব্বাস সেয়ারী বলিয়াছেন "ঈশ্বর যাহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি করেন, অবস্থাগত অসাধুতা হইতে তাহাকে লুকাইয়া রাখেন, এবং যাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাকে এমন অবস্থায় ফেলেন যে, সকল লোকে তাহা হইতে পলায়ন করে।"

১৬৮। তাপস আবুল ফজল হাসন সরখসী বলিয়াছেন "ভূত কালকে স্মরণ করিওনা, ভবিষ্যতের ও প্রতীক্ষা করিওনা, তুমি বর্ত্তমানের হইয়া থাক।"

১৬৯। তিনিই বলিয়াছেন "প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগত্ব দুইটী বিষয়ে, ঈশ্বর সম্বন্ধে দীনতা, ইহা ঈশ্বরানুরাগত্বের মূল।' (২) উত্তম রূপে প্রেরিত মহাপুরুষের অনুসরণ করা।"

১৭০। তাপস আবু আলি আহ্মদ বাদবারী বলিয়াছেন "ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত যিনি নিজের জন্য কিছু চাহেন না, তিনি সাধক; ইহ পরকালে যিনি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই চাহেন না, তিনিই প্রকৃত বীরপুরুষ।"

১৭১। তিনিই বলিয়াছেন "অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া সাধু মণ্ডলীর যোগ সম্পাদন হয় না; পরামর্শানুসারে তাহাদের বিয়োগ ঘটে না।"

১৭২। তাপস আবুবাকার সিদলানী বলিয়াছেন "ঈশ্বরের সঙ্গে বহুক্ষণ ও লোকের সঙ্গে অল্পক্ষণ থাকিও।"

১৭৩। তিনিই বলিয়াছেন "সাধকের লক্ষণ এই যে, বিজাতীয় লোক সম্বন্ধে তাহার বিরোধ হয় না। তিনি সজাতীয় কে অর্থাৎ সম সাধককে অনুসন্ধান করেন।"

১৭৪। আরও বলিয়াছেন "যিনি প্রয়োজন মতে কথা কহেন এবং অতিরিক্ত কথা কহিতে নিবৃত্ত থাকেন, তিনিই বুদ্ধিমান।"

১৭৫। তাপস আবুনসর সেরাজ বলিয়াছেন "স্বীয় জীবনকে অধম বলিয়া স্বীকার করা ও বিশ্বাসী ভ্রাতাদিগকে সম্মান করা পুরস্কার।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ত্রি-বিষয়ক।

১। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি প্রত্যূষে অসচ্ছলতার চর্চ্চা করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করে, সে যেন ঈশ্বরের গ্লানি করিতে প্রবৃত্ত হয়; যে ব্যক্তি সংসার চিন্তা লইয়া নিশি প্রভাত করে, সে যেন ঈশ্বরের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে; এবং যে ব্যক্তি ধনের জন্য ধনীর তোষামোদ করে, তাহার ধর্ম্মের দুই তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হইয়া যায়।" *

২। মহাত্মা আবুবকর সিদ্দিক (রা) বলিয়াছেন "তিন বস্তু তিন বস্তুতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না—ঐশ্বর্য্য আশায়, যৌবন কলপে এবং স্বাস্থ্য, ঔষধে।" §

৩। মহাত্মা ওমর ফারুক (রা) বলিয়াছেন "লোকের সহিত সদ্ভাব রাখা অর্দ্ধেক জ্ঞান, উত্তমরূপে প্রশ্ন করা অর্দ্ধেক উত্তর এবং উপযুক্ত যত্ন করা অর্দ্ধেক অর্জ্জন।"

৪। মহাত্মা ওসমান (রা) বলিয়াছেন "যেব্যক্তি সংসার পরিত্যাগ করে তাহাকে ঈশ্বর ভাল বাসেন; যেব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করে তাহাকে স্বর্গীয় দূত ভাল বাসেন; এবং যে ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করে তাহাকে লোকে ভাল বাসে।"

৫। মহাত্মা আলী (ক) বলিয়াছেন "পার্থিব ধন সম্পত্তির মধ্যে ইসলাম ‡ ধর্ম্মই যথেষ্ট ধন, কার্য্য কলাপের মধ্যে উপাসনাই প্রকৃত কার্য্য এবং উপদেশের মধ্যে মৃত্যুই সার উপদেশ।"

---

* কারণ অন্তরে ঈশ্বর বিশ্বাস মুখে তাঁহারই প্রশংসা করা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তাঁহারই কার্য্য করা এই তিনটীই প্রকৃত কর্ম্ম। সুতরাং ধনের জন্য ধনীর তোষামোদ করিলে ধর্ম্মের দুই তৃতীয়াংশ অবশ্য বিনষ্ট হইবে, কেননা এই তোষামোদ মুখের প্রশংসা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্য ব্যতীত হইতে পারেনা।

§ কারণ ঈশ্বর প্রকৃত স্বাস্থ্যদাতা। ঔষধ কেবল চেষ্টা মাত্র।

‡ ইসলাম অর্থ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ।

৬। মহাত্মা আবদুল্লা (মসয়ুদের পুত্র) বলিয়াছেন "অনেক পাপী আছে, যাহারা ধনের অধিকারী হইয়া পাপে লিপ্ত হয়; অনেক বিপদগ্রস্থ লোক আছে, যাহারা আত্ম প্রশংসায় বিপদে পতিত হয়; এবং অনেক লোক এমন আছে, যাহারা স্বীয় দোষ গোপন করিয়া প্রবঞ্চিত হয়।"

৭। মহাপুরুষ দাউদ (আলা) বলিয়াছেন "জ্ঞানীর উচিত যে তিন কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন; পর কালের আয়োজন করা, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পরিশ্রম করা এবং বৈধ জীবিকা অন্বেষণ করা।

৮। মহাত্মা আবু হোরেরা (রা) বলিয়াছেন "আমি প্রেরিত মহাপুরুষকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে—তিন কার্য্য উদ্ধারকারী, তিন কার্য্য বিনাশক, তিন কার্য্য সম্মান বর্দ্ধক এবং তিন কার্য্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত। উদ্ধার কারী তিন কার্য্য এই—প্রকাশ্যে ও গোপনে ঈশ্বরকে ভয় করা, দরিদ্রতা ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মধ্যম চলন রক্ষা করা ও শান্ত ভাব এবং ক্রোধের মধ্যে সমতা রক্ষা করা। বিনাশক তিন কার্য্য এই—অতি কৃপণতা, কু প্রবৃত্তির অধীনতা ও আত্মম্ভরিতা। সন্মান বর্দ্ধক তিন কার্য্য এই—(পরিচিত হউক আর না হউক) মুসলমান দেখিলেই তাঁহাকে সালাম জানান, অন্নদান করা ও নিশি যোগে (সকলে যখন নিদ্রিত থাকে তখন) কায়মনে নামাজ পড়া। পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিন কার্য্য এই—শীত কালের প্রাতে পূর্ণ অজু (অঙ্গ শুদ্ধি) করা, জমাতে (এক সঙ্গে) নামাজ পড়িবার নিমিত্ত অন্যত্র গমন করা, এক নমাজান্তে অন্য নমাজের প্রতীক্ষা করা।"

৯। স্বর্গীয় দূত জিব্রিল বলিয়াছেন "হে মোহাম্মদ (সল) যত কালই হউক জীবিত থাক, কিন্তু তুমি একবার মরিবে; যাহার সহিত ইচ্ছা বন্ধুত্ব কর, কিন্তু তুমি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে; এবং যে কার্য্য ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু তুমি তাহার প্রতিফল পাইবে।"

১০। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন "যে দিন ছায়া একেবারেই থাকিবেনা সেই (কেয়ামতের) দিন ঈশ্বর, তিন প্রকার লোককে স্বীয় সিংহাসনের ছায়ায় স্থান দান করিবেন। প্রথম যাহারা কষ্ট ভোগ করিয়া ও অজু করে। দ্বিতীয় যাহারা প্রপীড়িত হইয়াও মসজিদে (নমাজার্থ) গমন করে। তৃতীয় যাহারা ক্ষুধার্ত্তদিগকে অন্ন দান করে।"

১১। "ঈশ্বর আপনাকে কি বলিয়া গ্রহণ করেন" এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপুরুষ এব্রাহিম (আলা) বলিয়াছেন "তিন কার্য্যের জন্ত আমি অন্ত কার্য্য ছাড়িয়া ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকি, ঈশ্বর যাহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন তাহা রক্ষার জন্ত কোন চিন্তা করিনা; এবং অতিথি ছাড়া কখনও আহার করিনা।" *

১২। কোনও জ্ঞানী বলিয়াছেন "তিন কার্য্যে কষ্ট দূর করে। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ করা, তাঁহার প্রিয় তপস্বীগণের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং জ্ঞানী লোকের কথা শ্রবণ করা।"

১৩। তাপস শ্রেষ্ঠ মহর্ষি হাসন বসরী বলিয়াছেন "যাহার আদব (সৌজন্ত) নাই, তাহার বিদ্যা নাই; যাহার সহিষ্ণুতা নাই, তাহার ধর্ম্ম নাই; এবং যাহার ধর্ম্মোপাসনা নাই, তাহার ঈশ্বর প্রাপ্তি নাই।"

১৪। কথিত আছে বনি এস্রাইল বংশের এক ব্যক্তি বিদ্যার্জ্জন মানসে দেশান্তরে যাইতে বহির্গত হয়। তদানীন্তন পয়গাম্বর (প্রেরিত পুরুষ) এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনেন এবং বলেন যে তোমাকে তিনটী উপদেশ দিতেছি; ইহাতে ভূত ও ভবিষ্যতের সকল অভিজ্ঞতাই লাভ হইবে। "প্রকাশ্যে ও গোপনে ঈশ্বরকে ভয় করিও, পর-নিন্দা হইতে স্বীয় জিহ্বাকে সংযত রাখিও এবং অন্যের ভাল ভিন্ন মন্দ কথা মুখে আনিওনা।" আরও বলি "আহার করিবার সময় দৃষ্টি রাখিও যেন তাহা হারাম (অবৈধ) না হয়।" সে ব্যক্তি পয়গাম্বরের এই কথাই যথেষ্ট মনে করিয়া, বিদেশে গমন হইতে বিরত রহিল।

১৪। কথিত আছে যে বনি এস্রাইল বংশের এক ব্যক্তি অশীতি সিন্দুক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও তাহার কোন আস্বাদ প্রাপ্ত হননা। তাহাতে তদানীন্তন পয়গাম্বরের প্রতি ঈশ্বর-বাণী হয় "হে নবী, তুমি ঐ ব্যক্তিকে সংবাদ দাও যে, সে যদি তাহার উপার্জ্জিত বিদ্যা হইতে আরও অধিক বিদ্যা অধ্যয়ন করে, তত্রাচ তাহাতে কোন ফল পাইবে না, যাবৎ এই তিন কথানুসারে কার্য্য না করে; শয়তানের সংসর্গে না যায়, কারণ সে বিশ্বাসীদিগের বন্ধু নহে; সংসারকে মিত্র না জানে, কেননা তাহা বিশ্বাসী

* মহাপুরুষ এব্রাহিমকে ঈশ্বর, "খলিল" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; খলিল শব্দের অর্থ বন্ধু।

দিগের স্থান নহে; এবং কাহাকেও কষ্ট না দেয়; কেননা তাহা বিশ্বাসী দিগের কার্য্য নহে।

১৬। ঋষি প্রবর সোলেমান দারানী প্রার্থনায় এরূপ বলিতেন "হে প্রভো! তুমি যদি আমার পাপানুসন্ধান কর, আমি তোমার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিব; তুমি যদি আমার কৃপণতা অন্বেষণ কর, আমি তোমার বদান্যতা অন্বেষণ করিব; এবং তুমি যদি আমাকে নরকে নিক্ষেপ কর, তবে আমি নরক বাসিদিগকে সংবাদ দিব যে, আমি ঈশ্বরকে ভাল বাসি।" *

১৭। জ্ঞানীরা বলেন "যাহার অন্তর জ্ঞান পূর্ণ; শরীর কষ্ট সহিষ্ণু এবং নিজের যাহা আছে তাহাতেই তুষ্ট; তাহা হইতে ভাগ্যবান আর নাই।"

১৮। তাপসবর এব্রাহিম নখয়ী বলিয়াছেন "হে মানব! তোমার পূর্ব্বে যাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহারা এই তিন কারণে হইয়াছে; বহু ভাষিতা, অপরিমিত ভোজন এবং অতি নিদ্রা।"

১৯। মুনিবর ইয়াহ্‌ইয়া রাজি (মায়াজের পুত্র) বলিয়াছেন "যিনি সংসার হইতে পরিত্যক্ত হইবার পূর্ব্বেই সংসারকে পরিত্যাগ করেন, কবরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহার আয়োজন করিয়া রাখেন, এবং সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ।"

২০। মহাত্মা আলি (রাজ) বলিয়াছেন "যাহার নিকট ঈশ্বরের, তাঁহার প্রেরিত পুরুষের ও তাপসদিগের সুন্নত (নিয়মাবলী) নাই, তাহার কিছুই নাই।" অনন্তর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন যে "মর্ম্ম কথা গোপন রাখা ঈশ্বরের সুন্নত; লোকের সহিত সদ্ভাব রাখা প্রেরিত পুরুষের সুন্নত; আর লোকে কষ্ট দিলে তাহা সহিয়া থাকা তাপস দিগের সুন্নত।"

(ক) আরও বলিয়াছেন "আমাদের পূর্ব্বে জ্ঞানীরা এই তিনটী উপদেশ দিতেন ও লিখিয়া রাখিতেন "যে ব্যক্তি পরকালের কার্য্য করে,

* অর্থাৎ তোমরা নরক যন্ত্রণায় অধৈর্য্য হইয়া আক্ষেপ করিওনা, এবং ঈশ্বরের প্রতি বিরক্ত হইও না। আমি ঈশ্বরকে ভালবাসিয়াও নরক যন্ত্রণা ভোগে অধৈর্য্য হইতেছি না, বরং তাহাতে সন্তুষ্ট আছি ও ঈশ্বরকে এখনও ভাল বাসি।

ঈশ্বর তাহার ইহকাল ও পরকাল সাধন করেন; যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তরকে সজ্জিত করে, ঈশ্বর তাহার বাহ্যিক দৃশ্য সজ্জিত করিয়া দেন; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাহার নিজের মধ্যস্থিত কার্য্য সকল পরিষ্কার রাখে, ঈশ্বর তাহার ও অন্যান্য লোকের মধ্যস্থিত কার্য্য সকল পরিষ্কার রাখেন। *

২১। তিনিই বলিয়াছেন "হে মানব! তুমি ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট হও; নিজের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হও, এবং সমাজের নিকট তাহাদের ন্যায় এক জন হও।"

২২। কথিত আছে ওজের পয়গাম্বরের প্রতি এইরূপ স্বর্গীয় আদেশ হয় "হে ওজের! পাপ অতি ক্ষুদ্র হইলেও সে ক্ষুদ্রতার দিকে দৃষ্টি করিওনা, যাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ তাহাকে দেখ। সামান্য অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইলেও সে অল্পতার দিকে লক্ষ্য করিওনা; যিনি তোমার অনুগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাকে দেখ। এবং কোন বিপদে পতিত হইলেও ঈশ্বরের নিন্দা করিওনা। কেননা ঈশ্বর তোমার পাপ দেখিয়াও ফেরেস্তাদিগের নিকট তোমার নিন্দাবাদ করেন না।"

২৩। তাপসকুলশ্রেষ্ঠ মহাত্মা হাতেম আসেম বলিয়াছেন "কোন দিন আমার এমন প্রভাত হয়না যে দুরাচার, শয়তান আমাকে "কি খাইবে, কি পরিবে এবং কোথায় থাকিবে?" এই তিন কথা জিজ্ঞাসা না করে। আমি কিন্তু "মৃত্যু খাইব, কাফন (শবাচ্ছাদন বস্ত্র) পরিব এবং কবরে বাস করিব" এই বলিয়া উত্তর দিয়া থাকি।"

২৪। প্রেরিত মহাপুরুষ (স) বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি পাপরূপ অধঃপতন হইতে মুক্ত থাকে এবং উপাসনার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়, ঈশ্বর তাহাকে বিনা সৈন্যে জয়ী করেন, বিনা ধনে ধনী করেন এবং আত্মীয় স্বজন যথেষ্ট না থাকিলেও সম্মানিত করেন।"

২৫। কথিত আছে, একদা প্রভু মোহাম্মদ (সল) তাঁহার অনুচর বর্গকে জিজ্ঞাসা করেন "কিরূপে তোমাদের প্রভাত হয়?" তাঁহারা উত্তর দেন "ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের সহিত।" পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের ঈশ্বর বিশ্বাসের লক্ষণ কি?" তাঁহারা বলিলেন "আমরা বিপদে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করি, সচ্ছলতা হইলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, এবং ঈশ্বর আমাদের

* লোক কর্ত্তৃক তাহার কোন অনিষ্ট সংঘটিত হইবে না।

অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকি।" হজরত কহিলেন "ধন্য তোমরা; আমি পবিত্র মক্কার প্রতিপালক ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমরাই প্রকৃত বিশ্বাসী।"

২৬। কোন মহাপুরুষের প্রতি এইরূপ অদৃশ্য-বাণী হয় "যে ব্যক্তি ভালবাসার চক্ষে আমাকে দেখিবে তাহাকে স্বর্গে স্থান দান করিব; যে ব্যক্তি ভয়ের সহিত আমাকে দেখিবে, তাহাকে নরকাগ্নি হইতে বাঁচাইয়া রাখিব; এবং যে ব্যক্তি লজ্জা সহকারে আমাকে দেখিবে, তাহার পাপ সংগ্রাহক ফেরেস্তাকে পাপের হিসাব ভুলাইয়া দিব।"

২৭। মহাত্মা আবদুল্লা (মসয়ুদের পুত্র) বলিয়াছেন "ঈশ্বর যাহা আদেশ করিয়াছেন, তুমি তাহার আদর কর; তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসক হইবে। তিনি যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিরত থাক; তুমি প্রধান ধার্ম্মিক হইবে। এবং তিনি যাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক, তুমি প্রধান ধনী হইবে।"

২৮। তাপস সালেহ্ ময়কান্দী একবার কোন ভগ্ন গৃহ দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন "হে গৃহ! কোথায় তোমার পূর্ব্ব সংস্থাপকগণ, কোথায় তোমার পূর্ব্ব নির্ম্মাতাগণ, এবং কোথায় তোমার পূর্ব্ব অধিবাসিগণ?" আকাশ-বাণী হইল "তাহাদের অস্থি মাংস মাটির তলে পচিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের কার্য্যাবলী গলায় শিকল স্বরূপ অদ্যাপি অবশিষ্ট আছে।"

২৯। মহাত্মা আলি বলিয়াছেন "যাহার ইচ্ছা তাহার হিত সাধন কর, তুমি তাহার কর্ত্তা, যাহার নিকট ইচ্ছা যাচঞা কর; তুমি তাহার অধীন এবং যাহার নিকট কোন প্রত্যাশা না কর; তুমি তাহার সমকক্ষ।"

৩০। মহাত্মা ইয়াহ্ইয়া (মায়াজের পুত্র) বলিয়াছেন, সংসারে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত থাকিলে বস্তুতঃ তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়; তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলে ফলতঃ সম্পূর্ণরূপ গ্রহণ করা হয়; অতএব সংসার পরিত্যাগে গ্রহণ করা, ও গ্রহণ করায় পরিত্যাগ করা হয়।"

৩১। কথিত আছে, মহর্ষি এব্রাহিম আদহামকে জিজ্ঞাসা করা হয় "আপনি কিসে ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন?" এই প্রশ্ন হইলে তিনি উত্তর দেন "তিন বিষয়ের বিচারে;—দেখিলাম কবর অতি ভয়ানক স্থান—অথচ আমার

সহগামী কেহই নাই। দেখিলাম, পথ অতি দীর্ঘ; অথচ আমার নিকট তাহার সম্বল নাই। দেখিলাম, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বিচারকর্ত্তা, অথচ আমার নিকট কোন দলিল (প্রমাণ) নাই।"

৩২। মহাত্মা শিবলি (রাজ) বলিয়াছেন (প্রার্থনায়) "দয়াময় ঈশ্বর! আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিতেও আমার সমুদয় সৎকার্য্য তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি। তবে হে জগতপতি! কেন তুমি তোমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিতেও মৎকৃত পাপরাশি আমায় প্রদান করিবে না?" *

[ক] তিনিই বলিয়াছেন "হে মানব, তুমি যদি ঈশ্বরকে ভালবাসিতে চাও, তবে স্বীয় কুপ্রবৃত্তিকে ঘৃণা ও ভয় কর।"

[খ] আরও বলিয়াছেন "যদি তুমি সুমিষ্ট মিলনের স্বাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমে তিক্ত বিচ্ছেদের কটুত্ব জানিয়া রাখ।"

৩৩। কথিত আছে "ঈশ্বরের সহিত প্রণয় কি প্রকারে হইতে পারে?" এই প্রশ্ন হইলে মহাত্মা সুফিয়ান সৌরী বলেন "সমুদয় সুন্দর-রূপ, সুমধুর রব এবং সুমিষ্ট ভাবার দিকে লক্ষ্য না করিলে ঈশ্বরাশক্তি হইতে পারে।"

৩৪। মহাত্মা এবনে আব্বাস (রাজ) বলিয়াছেন 'জেহদ' (ধর্ম্মো-পাসনা) শব্দে তিনটি অক্ষর—'জে'র-অর্থ পরকালের সম্বল, 'হে'র মর্ম্ম ধর্ম্ম-পথ প্রাপ্তি, এবং 'দালে'র উদ্দেশ্য সর্ব্বদা উপাসনা। অন্যত্র বলিয়াছেন 'জেহদ' শব্দ লিখিতে তিনটী অক্ষর লাগে। 'জে' অক্ষরে ভূষণ পরিত্যাগ, 'হে' অক্ষরে কুপ্রবৃত্তি হীনতা, 'দাল' অক্ষরে সংসার বৈরাগ্য বুঝায়।"

৩৫। ঋষি প্রবর হামেদ লফ্‌ফের নিকট কোনও লোক উপদেশ চাহিলে, তিনি এই কথা বলেন, "কোরানের আবরণ বস্ত্রের ন্যায় ধর্ম্মের আবরণ বস্ত্র তৈয়ার কর। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করে "মহর্ষি ধর্ম্মের আবরণ বস্ত্র কি, আমি তাহা বুঝিলাম না।" মহর্ষি বলিলেন "অত্যা-বশ্যক না হইলে কথা না বলা, অতি প্রয়োজন না হইলে সাংসারিক ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করা এবং সাধ্য পর্য্যন্ত লোক সংসর্গ না রাখা। আরও মনে রাখিও গুরু হউক বা লঘু হউক সমুদয় পাপ পরিত্যাগ করা, দুঃসাধ্য হউক আর সহজ সাধ্য হউক সকল ফারায়েজ (বিশিষ্টরূপে আদিষ্ট বিষয়)

* অর্থাৎ কেন আমার পাপ মার্জ্জনা করিবেনা।

প্রতিপালন করা এবং অল্প হউক আর অধিক হউক সমস্ত পার্থিব ধন পরিত্যাগ করা এই তিনটীই প্রকৃত ধর্ম।"

৩৬। মহাত্মা লোকমান হাকিম তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছেন "বৎস! মানুষ তিন অংশে বিভক্ত; একাংশ ঈশ্বরের একাংশ নিজের ও একাংশ কীটের। ঈশ্বরের অংশ আত্মা; নিজের অংশ কার্য্যাবলী; এবং কীটের অংশ দেহ খণ্ড।"

৩৭। মহাত্মা আলি (রাজ) বলিয়াছেন—দান করা, উপবাস করা এবং কোরাণ পাঠ করা এই তিন কার্য্য শারীরিক স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করে এবং কফ দূর করে।"

৩৮। তাপস কাব আহ্‌বার বলিয়াছেন "শয়তান হইতে রক্ষিত থাকিবার তিনটী দুর্গ আছে—মসজিদ, ঈশ্বর স্মরণ এবং কোরাণ পাঠ।"

৩৯। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন "ঈশ্বর ভাণ্ডারে তিনটি রত্ন আছে। তাহা তাঁহার ভালবাসা ব্যতীত আর কেহ প্রাপ্ত হয়না; সে তিনটি রত্ন দারিদ্র, ব্যাধি এবং সহিষ্ণুতা।"

৪০। "দিনের মধ্যে কোন্ দিন ভাল, মাসের মধ্যে কোন্ মাস ভাল এবং কার্য্যের মধ্যে কোন্ কার্য্য ভাল" এই প্রশ্ন হইলে তদুত্তরে মহাত্মা এবনে আব্বাস (রাজ) বলেন "দিনের মধ্যে জুম্মার দিন (শুক্রবার), মাসের মধ্যে রোজার মাস (রমজান), এবং কার্য্যের মধ্যে সময় মত নমাজ পড়া ভাল।" তিন দিন পরে এই সংবাদ মহাত্মা আলীর (রাজ) নিকট বাহিত হইলে, তিনি প্রশ্নকারীকে কহিলেন "এবনে আব্বাস যেরূপ উত্তর দিয়াছেন, পৃথিবীর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত যত বিদ্বান্ পণ্ডিত আছেন কেহই তদ্রূপ (ভাল) উত্তর দিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি বলি, যে কার্য্যের মধ্যে সেই কার্য্য ভাল, যাহা ঈশ্বরের নিকট গৃহীত হয়। মাসের মধ্যে সেই মাস ভাল, যাহাতে তুমি কায়মনে তৌবা করত (পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ঈশ্বরে রত হইতে পার। এবং দিনের মধ্যে সেই দিন ভাল যাহাতে সংসারত্যাগী হইয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পার।"

৪১। কোন কবি বলিয়াছেন "হে মানব! তুমি দেখিতেছনা, দিবা রাত্রি কিরূপে গত হইতেছে; আমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে কেমনে ধুল খেলায় প্রবৃত্ত আছি। তুমি সংসার ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ পরবশ

হইওনা। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় কার্য্য সাধন কর; যাহাতে অনেক ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন আছে বলিয়া মুগ্ধ হইওনা।”

৪২। জ্ঞানীরা বলেন “ঈশ্বর কাহাকেও ভাল করিতে চাহিলে তাহাকে ধর্ম্মে নিপুণ, সংসারে বিরাগী এবং স্বকৃত পাপের দর্শক করিয়া দেন।” *

৪৩। একদা প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন “জগতে তিন বস্তু আমার বড় প্রিয়;—সুগন্ধি, রমণী এবং নমাজ।” তদীয় সহচর বৃন্দের মধ্যে অনেকে তথায় উপবিষ্ট ছিলেন।

[ক] তন্মধ্যে মহাত্মা আবুবকর (রা) বলিলেন “প্রভো! আপনি সত্য বলিয়াছেন; কিন্তু আমার নিকট এই তিন বিষয় বড় প্রিয়; প্রেরিত মহাপুরুষের দিকে সস্নেহে দৃষ্টি করা, আমার ধন সম্পত্তি প্রেরিত মহাপুরুষকে অর্পণ করা এবং স্বীয় কন্যা রত্নকে প্রেরিত মহাপুরুষের দাসীপদে নিয়োজিত দর্শন করা।”

[খ] মহাত্মা ওমর (রা) বলিলেন “হে আবুবকর! আপনার কথা সত্য; কিন্তু আমার নিকট এই তিন বস্তু প্রিয়;—সৎ কথা প্রচার করা, কুকার্য্য নিষেধ করা, এবং আড়ম্বর হীন বস্ত্র পরিধান করা।”

[গ] মহাত্মা ওস্‌মান (রা) কহিলেন “হে ওমর! আপনি ঠিক বলিয়াছেন; কিন্তু আমি এই তিন বস্তু ভালবাসি; ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দানে পরিতৃপ্ত করা, বস্ত্র হীনকে বস্ত্র দান করা এবং পবিত্র কোরাণ পাঠ করা।”

[ঘ] মহাত্মা আলি (রা) কহিলেন “ওস্‌মান! আপনি সত্যবাদী; কিন্তু আমি এই তিন কার্য্য ভালবাসি; অতিথির সেবা করা, গ্রীষ্মকালে রোজা (উপবাস) করা এবং ইচ্ছামত অসি সঞ্চালন করা।”

[ঙ] এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময় স্বর্গীয় দূত জিব্রিল তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন “ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করিলেন। আমি কি বস্তু ভালবাসি তাহা আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।” তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে জিব্রিল বলিলেন “আমি এই তিন বস্তু ভালবাসি; বিপথগামীকে সৎপথে আনয়ন করা, দীন উপাসকদিগকে আন্তরিক ভালবাসা; এবং দরিদ্রদিগকে (যথাসাধ্য) সাহায্য করা।”

* লোকে স্বকৃত পাপ দেখিলে বা জানিতে পারিলে তাহাতে ভীত হইয়া পাপ পরিত্যাগ করিতে ও সৎকার্য্যে রত হইতে পারে।

[চ] "আর ঈশ্বর এই তিন বস্তু ভালবাসেন—ঈশ্বরোপাসনার যথাঃ শক্তি যত্ন করা, অনুতাপের সময় অশ্রু বিসর্জ্জন করা এবং অনাহার যাতনা সহ্য করা।"

৪৪। জ্ঞানীরা বলেন, "যে ব্যক্তি কেবল নিজ বুদ্ধিমত কার্য্য করে, সে বিপথগামী হয়; যে ব্যক্তি স্বীয় ধন সম্পত্তির উপর নির্ভর করে, তাহার ধন-বিনষ্ট হয় এবং যে ব্যক্তি কেবল সম্মান চায়, সে অবশ্য অপদস্থ হয়।"

৪৫। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন "তিন কার্য্যে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়—ঈশ্বর হইতে লজ্জা-ভয়ে থাকা; তাঁহারই আশক্তি প্রকাশ এবং তাঁহারই সহিত প্রণয় রাখা।"

৪৬। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন "ভালবাসা মারফতের (তত্ত্ব জ্ঞানের) মূল, পবিত্রতা বিশ্বাসের লক্ষণ এবং অদৃষ্টের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও নির্দ্দোষিতা বিশ্বাসের সারাংশ।"

৪৭। সাধু সুফিইয়ান (ওইয়ানাতার পুত্র) বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালবাসে, সে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রকে ভালবাসে; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রকে ভালবাসে, সে, ঈশ্বরের পথে চলিতে যে ভালবাসে, তাহাকে ভালবাসে; এবং ঈশ্বরের পথে চলিতে যে ভালবাসে—তাহাকে যে ব্যক্তি ভালবাসে, সে তাহাকে কেহ চিনিতে না পারে এই কথা ভালবাসে।"

৪৮। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন "সত্য বা প্রকৃত প্রেম তিন বস্তুতে হয়; অন্যের কথা অপেক্ষা প্রণয়ীর কথা অধিক ভালবাসা, অন্যের সংসর্গ অপেক্ষা প্রণয়ীর সংসর্গ অধিক প্রিয় বোধ করা এবং অন্যের সন্তুষ্টি অপেক্ষা প্রণয়ীর সন্তুষ্টি অগ্রগণ্য মনে করা।"

৪৯। তাপস ওহাব (মোনাব্বের পুত্র) বলিয়াছেন যে, তৌরিতে লিখিত আছে "লোভী ব্যক্তি ভূপতি হউক তথাপি সেই দরিদ্র; আজ্ঞা প্রতিপালক ক্রীত দাস হউক, তথাপি সেই আজ্ঞা কর্ত্তা; সহিষ্ণু লোক নিরন্ন হউক তথাপি সেই ধনী।"

৫০। কোন সাধু পুরুষ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে চিনিয়াছে, সৃষ্ট বস্তুতে তাহার আসক্তি নাই; যে ব্যক্তি সংসারকে চিনিয়াছে সংসারে তাহার আগ্রহ নাই; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বিচার চিনিয়াছে, তাহার সম্মুখে কোন শত্রু নাই।"

৫১। মহাত্মা জন্নুন মিসরী বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ভয় করে, সেই পলায়; যে ব্যক্তি কৌতুহলাক্রান্ত হয়, সেই অন্বেষণ করে; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরে প্রণয় স্থাপন করে, সেই নিজ কুপ্রবৃত্তিকে ঘৃণা ও ভয় করে।"

(ক) আরও বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে চিনিয়াছেন তিনি কৃতজ্ঞ, তাঁহার আত্মা পবিত্র, এবং তাঁহার কার্য্য নির্ম্মল।"

৫২। মহর্ষি এবনে সোলেমান দারাণী বলিয়াছেন "ইহকাল পরকালের সদ্গতির হেতু ঈশ্বরে ভয় রাখা, সংসারের চাবি উদর পূর্ণ রাখা, এবং পরকালের চাবি অনাহার।"

৫৩। কোন সাধু পুরুষ বলিয়াছেন "উপাসনা একটী ব্যবসায়, নির্জ্জনতা তাহার বিপণি এবং স্বর্গ তাহার লাভ।"

মহাত্মা মালেক এবনে দিনার বলিযাছেন, "তিন বস্তু তিন বস্তু দ্বারা দমন কর, তুমি প্রকৃত বিশ্বাসী হইবে; অহঙ্কার নম্রতা দ্বারা, লোভ সহিষ্ণুতা দ্বারা এবং হিংসা উপদেশ দ্বারা।"

৫৫। তাপস ওয়ায়েস্ করণী বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এই তিনটী বস্তু ভালবাসে, নরক তাহার নিকটবর্ত্তী। সুখাদ্য ভক্ষণ করা, উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করা, এবং ধনী লোকের সহবাস করা।"

৫৬। তাপস আবু মোর্ত্তাশ বলিয়াছেন "ঈশ্বরের অদ্বিতীয় জ্ঞানের এই তিনটী মূল;—তাঁহাকে প্রতিপালক রূপে দর্শন করা, তাঁহাকে এক বলিয়া স্বীকার করা এবং নিজের সমুদয় গৌরব বিসর্জ্জন করা।"

৫৭। তিনিই বলিয়াছেন "ঈশ্বরানুরাগের লক্ষণ এই তিনটী :—শরীরকে উপভোগ হইতে নিবৃত্ত রাখা, ঈশ্বরের বিধি অনুসারে যাহা সঙ্ঘটিত হয়, তাহাতে সম্মত থাকা এবং ঈশ্বরের আদেশকে অভ্যর্থনা করা।"

৫৮। মহাত্মা শাহ্ সুজা বলিয়াছেন "সহিষ্ণুতার লক্ষণ তিনটী,—নিন্দা ত্যাগ করা, বিশুদ্ধ সন্তোষ এবং মনের আনন্দে খোদাতাআলার বিধিকে গ্রহণ করা।"

৫৯। মহর্ষি ওসমান হায়রী বলিয়াছেন "বিনয়ের মূল তিনটী—নিজের অজ্ঞানতা স্মরণ করা, নিজের পাপ স্মরণ করা, এবং নিজের অভাব ঈশ্বরের নিকট স্মরণ করা।"

৬০। তিনিই বলিয়াছেন "যে জ্ঞানী আত্ম জ্ঞানের কথা বলেন, যে সাধক অনাসক্ত, যে দরবেশ অলৌকিক রূপে ঈশ্বরের প্রশংসা করেন, পৃথিবীতে এই তিন জনই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।"

৬১। তিনিই বলিয়াছেন "সংসারে তোমার সন্তোষ হইলে ঈশ্বরের প্রতি তোমার সন্তোষ থাকিবে না, তুমি লোককে ভয় করিলে ঈশ্বর ভয় তোমার অন্তর হইতে চলিয়া যাইবে, অন্যের প্রতি তোমার আশা থাকিলে ঈশ্বর-সম্বন্ধে-আশা তোমার মন হইতে বিদূরিত হইবে।"

৬২। তিনি আরও বলিয়াছেন "যে জন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করে না, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট আশা করে না, নিজের সন্তোষের উপর আসন প্রদান করে, ঈশ্বরের সঙ্গে সেই ব্যক্তিরই যোগ আছে।"

৬৩। আরও বলিয়াছেন "নিজের সম্বন্ধে তিনটী শত্রুতা ;—ধনে লোভ, মানুষের নিকট সম্মানাকাঙ্ক্ষা, মনুষ্য কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।"

৬৪। তাপস ইয়াহইয়া বলিয়াছেন "তিন জন লোক বুদ্ধিমান ;—যে জন সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, যে জন গোরে যাইবার পূর্ব্বে গোর নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং যে জন পূর্ব্বেই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন।"

৬৫। তিনিই বলিয়াছেন "সাধক তিন প্রকার,—এক বিরাগী, দ্বিতীয় অনুরাগী, তৃতীয় যোগী। বিরাগীর সম্বল সহিষ্ণুতা, অনুরাগীর সম্বল কৃতজ্ঞতা, যোগীর সম্বল বন্ধুতা।"

৬৬। তিনি আরও বলিয়াছেন "অনুষ্ঠানের মূল তিনটী ;—জ্ঞান, সঙ্কল্প ও প্রেম।"

৬৭। আরও বলিয়াছেন "ধর্ম্মের তিন অঙ্গ ;—ভয়, আশা ও প্রেম। ভয়ের ভিতরে পাপ ত্যাগ, আশার ভিতরে সাধনা যোগে স্বর্গ ও উন্নতি অন্বেষণ এবং প্রেমের ভিতরে ক্লেশ ও অসন্তোষকে বহন করা।"

৬৮। আরও বলিয়াছেন "ঈশ্বর প্রেমিক দিগের তিনটী স্বভাব ;—সকল বস্তুতে ঈশ্বর বিদ্যমান বিশ্বাস করা, সকল বস্তু হইতে বাসনা নিবৃত্তি, সকল বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর প্রত্যাবৃত্তি।"

৬৯। আরও বলিয়াছেন "তিন কার্য্য করিলে তিন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—নির্ভর যোগে সংসারের দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া যায়, প্রেমে

ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়, এবং ঈশ্বরের বিধিতে সম্মত হইলে আনন্দে আনন্দিত হওয়া যায়।"

৭০। মহাত্মা ফজিল আয়াজ বলিয়াছেন "তিনিই যথার্থ নির্ভর পরতন্ত্র, যিনি ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছেন, ঈশ্বরের কোন কার্য্যে দোষ করেন না এবং তাঁহার নিন্দা করেন না। অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে মান্য করেন।"

৭১। মহর্ষি হাসন বসরী বলিয়াছেন, "সংসারলিপ্ত বিষয়ী লোক তিনটী বিষয়ে আক্ষেপ করিতে করিতে সংসার পরিত্যাগ করেন;—ইন্দ্রিয় সম্ভোগে তৃপ্ত না হওয়া; যত আশা করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ না হওয়া; পরলোক পথের পাথেয় সঞ্চয় না করা।

৭২। তিনিই বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়াসক্ত লোক, দুষ্ক্রিয়াশীল এবং অত্যাচারী-আচার্য্য এই তিন জনের দোষ ঘোষণা বা প্রচার করা নিন্দার মধ্যে গণ্য নহে।"

৭৩। তিনি আরও বলিয়াছেন, "অনাসক্ত ব্যক্তির তিনটী অবস্থা। এক সাধক, নিজের কথা বলেন না; ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলেন। দ্বিতীয়, যে বিষয়ে ঈশ্বরের বিরাগ, তাহা হইতে ইন্দ্রিয় রক্ষা করেন। তৃতীয়, যে বিষয়ে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ হয়, তাহাতে তাহার উদ্যোগ ও চেষ্টা থাকে।"

৭৪। আরও বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ভাবিয়া কথা বলে না, সে বিপদে পতিত হয়; যে ব্যক্তি সুচিন্তাযুক্ত হইয়া মৌন থাকে না, তাহার মন কুকামনা ও আলস্যের আলয় হয় এবং যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে শাসন করে না, দৃষ্টি তাহাকে কুপথগামী করে।"

৭৫। মহাত্মা জোন্নুন মিসরী বলিয়াছেন "তত্ত্বজ্ঞান ত্রিবিধ,—ঈশ্বরের একত্ব তত্ত্ব; এই জ্ঞান সাধারণ বিশ্বাসী দিগের। প্রামাণিক ও যৌক্তিক তত্ত্ব, এই জ্ঞান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত দিগের। একত্বে গুণ রাশির তত্ত্ব; এই জ্ঞান ঈশ্বর প্রেমিক দরবেশ ঋষি দিগের।"

৭৬। তিনিই বলিয়াছেন, "বিশ্বাসের লক্ষণ তিনটী;—সকল পদার্থেই ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখা, সকল কার্য্যেই ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ থাকা, সকল অবস্থায়ই ঈশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।"

৭৭। তিনি আরও বলিয়াছেন "বিশ্বাস কামনার ধর্ম্মকে, ধর্ম্ম কামনা বৈরাগ্যকে, ও বৈরাগ্য তত্ত্বজ্ঞানকে নিমন্ত্রণ করে।"

৭৮। আরও বলিয়াছেন "বিশ্বাসের লক্ষণ তিনটি;—জীবদ্দশায় লোক দিগকে অত্যন্ত বিরোধী করিয়া তোলে, দান পাইলেও লোকের অযথা প্রশংসা করে না, এবং বাধা দিলেও তিরস্কারে বিরত হয় না।"

৭৯। আরও বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি মনের উদ্বিগ্নাবস্থায় ঈশ্বরকে চিন্তা করে, ঈশ্বর তাহাকে জগতে গৌরবান্বিত করেন; যে জন ঈশ্বরকে ভয় করে, সে ঈশ্বরের ভিতরে পলায়ন করে; যে ঈশ্বরের অন্তরে লুক্কায়িত হয়, সে মুক্তি লাভ করে।"

৮০। আরও বলিয়াছেন "ঈশ্বর স্মরণ আমার প্রাণের অন্ন, তাঁহার প্রশংসা আমার প্রাণের পানীয় এবং তাঁহা হইতে লজ্জিত থাকা আমার প্রাণের পরিচ্ছদ।"

৮১। মহাত্মা জনেদ বোগদাদী বলিয়াছেন "প্রায়শ্চিত্তের তিনটী ভাব;—আত্মগ্লানি, পুনর্ব্বার পাপ না করার চেষ্টা, এবং আত্মাকে শুদ্ধ করা।"

৮২। তিনিই বলিয়াছেন "আবরণ ত্রিবিধ;—পশু জীবন, জীব ও সংসার এই তিনটী সাধারণ আবরণ। বিশেষ আবরণ এই;—সাধনার প্রতি দৃষ্টি, সৎকার্য্যের পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি এবং অলৌকিক কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি।"

৮৩। তিনি আরও বলিয়াছেন "যে জন স্বকার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহার পতন হয়; যে জন সম্পদে হস্ত দান করে, তাহার পদস্খলন হয়; যিনি ঈশ্বরেতে হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উন্নত ও গৌরবান্বিত হন।"

৮৪। মহর্ষি আওল হোসেন খর্কানী বলিয়াছেন "বীরত্ব একটী নদী, এই নদীর তিনটী শাখা আছে। যথাঃ—বদান্যতা, লোকের প্রতি দয়া, লোকের নিকট অপ্রার্থী হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী থাকা।"

৮৫। তিনিই বলিয়াছেন "আপনাকে ঈশ্বরেতে দেখিলে পূর্ণতা, ঈশ্বরকে আপনাতে দেখিলে নির্ব্বাণ এবং আপনাকে না দেখিয়া কেবল ঈশ্বরকে দেখিলে নিত্যতা।"

৮৬। তিনি আরও বলিয়াছেন "মানুষের পূর্ণতা তিনটী বিষয়ে;—আপনাকে এরূপ জানা, যেরূপ ঈশ্বর জানেন; তোমার তাঁহাতে স্থিতি,

তোমাতে তাঁহার স্থিতি; তুমি কিছুই থাকিবে না, সম্পূর্ণ তিনিই থাকিবেন।"

৮৭। ঋষি কুল চূড়ামণি মহাত্মা আবুবাকার শিবলী বলিয়াছেন. "তত্ব তিন প্রকার;—ঈশ্বর তত্ব, তাহা ঈশ্বরকে চাহে। জীবন তত্ব, তাহা বিধি পালন চাহে। মন তত্ব, তাহা ঈশ্বরাদেশের অধীনতা চাহে।"

৮৮। তিনিই বলিয়াছেন "বিধি এই যে, তাঁহাকে (ঈশ্বরকে পূজা) করিবে; পথ এই যে, তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে; এবং সত্য এই যে, তাঁহাকে দর্শন করিবে।"

৮৯। মহর্ষি সহল তস্তরী বলিয়াছেন "মানুষ তিন শ্রেণী ভুক্ত;—এক শ্রেণীর লোক, ঈশ্বরের জন্য নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করে; আর এক শ্রেণীর লোক ঈশ্বরের জন্য লোকের সঙ্গে সংগ্রাম করে; অন্য এক শ্রেণীর লোক, নিজের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম করে।"

৯০। তিনিই বলিয়াছেন "তিন শ্রেণীর জ্ঞানী আছে। এক শ্রেণী বাহ্য জ্ঞানে জ্ঞানী; তাহারা আপনার জ্ঞান বাহ্যদর্শী লোকের নিকট প্রকাশ করে। অন্য শ্রেণী আধ্যাত্মিক জ্ঞানী; তাহারা স্বীয় জ্ঞানের কথা আধ্যাত্মিক লোকের নিকট বলিয়া থাকে। অন্য শ্রেণীর জ্ঞানী নিজের ও ঈশ্বরের মধ্যে স্থিতি করেন; তাহাদিগকে কেহ ব্যাখ্যা করিয়া উঠিতে পারে না।"

৯১। তিনি আরও বলিয়াছেন "আমাদের ধর্ম্মের মূল তিনটী;—চরিত্রে ও আচরণে প্রেরিত পুরুষের অনুসরণ, বৈধ খাদ্য ভোজন ও সৎকার্য্যে প্রীতি স্থাপন।"

৯২। আরও বলিয়াছেন "সাধুতা তিন বস্তুতে আছে;—অল্প আহারে, ঈশ্বরে শান্তি লাভে, এবং লোক সংসর্গ পরিত্যাগে।"

৯৩। আরও বলিয়াছেন "নির্ভর শীলকে তিনটী বিষয় দেওয়া হয়;—সার বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক তত্বে দীপ্তি এবং ঐশ্বরিক সান্নিধ্য দর্শন।"

৯৪। আরও বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি আত্ম-অভিমানী, সে ঈশ্বর ভীরু হয় না; যে ব্যক্তি ভীত না হয়, সে বিশ্বাসভাজন হয় না; যে ব্যক্তি বিশ্বাস ভাজন না হয়, সে বিশ্বরাজের ভাণ্ডারের সংবাদ প্রাপ্ত হয় না।"

৯৫। মহর্ষি মারুফ কারখী বলিয়াছেন, "তিনটী বিষয় বীরত্ব:—অসত্যাচরণ না করিয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করা, দান না পাইয়া প্রশংসা করা, প্রার্থনা ব্যতিরেকে দান করা।"

৯৬। তিনিই বলিয়াছেন "সৎক্রিয়া ব্যতিরেকে স্বর্গ-কামনা করা পাপ, ধর্ম্ম বিধি পালন ব্যতিরেকে (শাফায়তের) পাপ ক্ষমার অনুরোধের প্রত্যাশা করা এক প্রকার অহঙ্কার; বাধ্যতা ব্যতিরেকে ঈশ্বরের দয়ার আশা করা দুর্ব্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা।"

৯৭। মহর্ষি সররী সকতি বলিয়াছেন "মন ত্রিবিধ,—এক প্রকার মন ভূধর সদৃশ; কেহই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। আর এক প্রকার মন তরু সদৃশ; তাহার মূল সুদৃঢ়, কিন্তু বায়ু তাহাকে কখন কখন হেলাইয়া থাকে। অন্য বিধ মন পালক সদৃশ; সমীরণ তাহাকে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে এবং নানা স্থানে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া থাকে।"

৯৮। তিনিই বলিয়াছেন "তিনটী কারণে পাপ ত্যাগ করা হয়;—নরক ভয়, স্বর্গ কামনা, ঈশ্বর হইতে লজ্জা।"

৯৯। মহর্ষি আবুআলি শকিক বলিয়াছেন "যাহার শাস্তি-ভয় ও ব্যাকুলতা নাই, সে নরকানল হইতে মুক্ত হয় না।"

১০০। তিনিই বলিয়াছেন "তিনটী বিষয় লোকের আধ্যাত্মিক মৃত্যু,—অনুতাপ করিব এই আশায় পাপ করা; দীর্ঘ কাল জীবন ধারণ করিব, পরে অনুতাপ করিব এই আশায় বর্ত্তমানে অনুতাপ না করা; তৃতীয় ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, অনুতাপ না করিয়া কালযাপন করা।"

১০১। তিনি আরও বলিয়াছেন "তিনটী দীনতার শোভা;—হৃদয়ের প্রশস্ততা, প্রাণে শান্তি, বিচারে পাপের লঘুতা।"

১০২। আরও বলিয়াছেন "ধন গর্ব্বিত লোকের পক্ষে তিনটী বিষয় অবশ্যম্ভাবী,—ক্লেশ, অসন্ব্যাপৃতি, বিচারে পাপের গুরুত্ব।"

১০৩। আরও বলিয়াছেন "বিষয়ে বিরাগ আছে কিনা, তিনটী বিষয় দ্বারা জানা যায়;—অর্পণ, নিবারণ এবং বাক্য কথন।"

১০৪। মহাত্মা এমাম আহমদ হাম্বল বলিয়াছেন "বৈরাগ্য ত্রিবিধ;—অবৈধ বস্তু বর্জ্জন; ইহা সাধারণ বৈরাগ্য। প্রয়োজনাতিরিক্ত বৈধ বস্তু বর্জ্জন; ইহা বিশেষ বৈরাগ্য। যাহাতে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করে, তাহা বর্জ্জন; ইহা ঋষি দিগের বৈরাগ্য।"

১০৫। মহর্ষি বশর হাফী বলিয়াছেন, "তিনটি কার্য্য অতি কঠিন;—

অভাবের সময়ে বদান্যতা, নির্জ্জনে বৈরাগ্য রক্ষা এবং যাহা হইতে ভীত, তাহার নিকট সত্য কথা বলা।"

১০৬। তাপস আবু মোহাম্মদ রবিম বলিয়াছেন "এই তিনটী স্বভাবের উপর বৈরাগ্যের ভিত্তি স্থাপিত আছে ;—দীনতার সঙ্গে যোগ স্থাপন করা, স্বার্থ ত্যাগে ও বদান্যতায় দৃঢ় ব্রত হওয়া এবং লোকের বৈমুখ্য ও উন্মুখ্য গ্রাহ্য না করা।"

১০৭। তিনিই বলিয়াছেন "যিনি স্বীয় গুপ্ত বিষয় রক্ষা করেন, স্বীয় প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং ঐশ্বরিক বিধি পালন করেন, তিনিই প্রকৃত সাধু।"

১০৮। মহাত্মা এব্নে আতা বলিয়াছেন "যাঁহার প্রথমে উচ্চ লক্ষ্যানুসারে গতি হয়, তিনি ঈশ্বরের নিকট উপনীত হন ; যাঁহার প্রথমে পারলৌকিক সম্পদাকাঙ্ক্ষায় গতি হয়, তিনি পরলোকে উপস্থিত হইয়া থাকেন, যাঁহার প্রথমে ধনের সহিত সম্বন্ধ হয়, তিনি সংসার গতি প্রাপ্ত হন।"

১০৯। তিনিই বলিয়াছেন "দাস ও প্রভুর মধ্যে তিনটী অবস্থা আছে ;—আনুকূল্য, প্রার্থনা ও সাধনা। দাস হইতে আনুকূল্য, প্রার্থনা ও সাধনা হয়, ঈশ্বর হইতে আনুকূল্য দান হয়, দাস হইতে দাসত্বের নীতি পালন এবং ঈশ্বর হইতে গৌরব প্রদান হইয়া থাকে।"

১১০। তিনি আরও বলিয়াছেন "একেশ্বরবাদী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ;—এক শ্রেণীর একেশ্বরবাদী সময় ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকেন। অন্য এক শ্রেণীর একেশ্বরবাদী পরিণামের দিকে দৃষ্টি রাখেন। অপর একেশ্বরবাদী সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন।"

১১১। আরও বলিয়াছেন "সত্য নিকেতনের তিনটী স্তম্ভ ;—ভয়, লজ্জা ও শান্তি।"

১১২। মহর্ষি আবু এয়াকুব নহর জোরী বলিয়াছেন "তিনটী অবস্থায় প্রকৃত আনন্দ ;—ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনায়, ঐশ্বরিক নৈকট্য লাভে ও লোক সন্নিধান হইতে দূরে অবস্থিতিতে, ঈশ্বর স্মরণে ও সংসার বিস্মরণে। এইরূপ ঈশ্বরে আনন্দ লাভের তিনটী লক্ষণ আছে ;—অবিরাম সাধন, ভজন, সংসারী ও সংসার হইতে দূরে থাকা এবং ঈশ্বর সম্পর্কীয় ভিন্ন অন্য কোন বস্তু ঈশ্বরের সঙ্গে স্মরণ করিতে না হয়, তাহার প্রয়াস।"

১১৩। মহাত্মা আবুবাকার অররাক বলিয়াছেন "সাধারণ মনুষ্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ;—ধনী, জ্ঞানী ও দীন। ধনবান লোকের অপচয় হইলে, সাধারণ দরিদ্র লোকের উপার্জ্জন ও উপজীবিকার অপচয় হয় ; জ্ঞানবান লোকের বিনাশ হইলে, ধর্ম্মের অপচয় হয় ; এবং দীনাত্মা লোকের বিনাশ হইলে, সাধারণের হৃদয়ের বিনাশ হয়।"

১১৪। তিনিই বলিয়াছেন "অনুসরণ যোগে জ্ঞানী লোকদিগের সঙ্গ করিও, উচ্চ প্রীতি সহকারে বিরাগী পুরুষদিগের সঙ্গ করিও এবং উত্তম সহিষ্ণুতা সহকারে মূর্খ লোকদিগের সঙ্গ করিও।"

১১৫। তিনি আরও বলিয়াছেন "সম্পদ লাভের প্রত্যাশায় কালিমা হইতে অন্তরকে নির্ম্মুক্ত ও বিশুদ্ধ রাখা, গত বিষয়ের জন্য আক্ষেপ না করা, এবং ভবিষ্যদ্বিষয়ের জন্য আশান্বিত না হওয়া প্রকৃত নির্ভর।"

১১৬। তাপস আহমদ মসরুক বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য বিষয়ে আনন্দিত হয়, তাহার সমুদয় আনন্দ বিষাদে পরিণত হয় ; ঈশ্বরের সেবাতে যাহার প্রীতি নাই, তাহার অন্য সমুদয় প্রীতি, ভয়ে পরিণত হয় ; যে ব্যক্তি পরমেশ্বরে হৃদয় স্থাপন করে, ঈশ্বর তাহাকে ইন্দ্রিয় বৈক্লব্য হইতে রক্ষা করেন।"

১১৭। তিনিই বলিয়াছেন "তত্ত্বজ্ঞান রূপ তরুর উপর চিন্তা বারি সিঞ্চন করিতে হয় ; প্রায়শ্চিত্ত রূপ তরুর উপর অনুতাপ বারি সিঞ্চন করিতে হয়, এবং প্রেম রূপ তরুর উপর যোগ-বারি সিঞ্চন করিতে হয়।"

১১৮। মহর্ষি আবুআলি জরজানী বলিয়াছেন "তিনটি বিষয় একাত্মবাদের অন্তর্গত ;—ভয়, আশা ও প্রেম। শাস্তির অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি বশতঃ সমধিক ভয় হয়। উহা পাপ পরিত্যাগের কারণ হইয়া থাকে। পুরস্কারের অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি বশতঃ সৎক্রিয়ার সমধিক আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। উপকার প্রাপ্তির প্রতি দৃষ্টি বশতঃ প্রচুর ঈশ্বর স্মরণে প্রেমের উদয় হয়। আবার ভীত ব্যক্তি পলায়ন করা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রতি নিবৃত্ত হয় না, আশান্বিত ব্যক্তি প্রার্থনা হইতে কিছুই বিশ্রাম লাভ করে না এবং প্রেমিক ব্যক্তি প্রেমাস্পদের স্মরণ জনিত আনন্দ হইতে অণুমাত্র বিরত হয় না। অতএব ভয় এক প্রজ্জ্বলিত বহ্নি, আশা এক প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ এবং প্রেম জ্যোতির জ্যোতিঃ।"

১১৯। তিনিই বলিয়াছেন "বাধ্যতা দাসত্বের আলয়, ধৈর্য্য তাহার দ্বার এবং আত্মোৎসর্গ তাহার অভ্যন্তর ভাগ। দ্বারে আত্ম-বিনাশ, আলয়ে প্রমুক্ত ভাব এবং অভ্যন্তরে শান্তি।"

১২০। মহাত্মা আবু বাকার কেতানী বলিয়াছেন "দুষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্তি শাস্তি স্বরূপ, সাংসারিক লোকের সঙ্গে নৈকট্য স্থাপন অপরাধ, তাহাদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা দুর্গতি।"

১২১। তিনিই বলিয়াছেন "কিছুই না পাইয়া যিনি প্রফুল্ল চিত্ত, না পাইলেও উদাম উৎসাহ প্রকাশ সঙ্গত মনে করেন ও সহিষ্ণুতা সহকারে দুর্গতি ভোগে প্রস্তুত এবং মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে সম্মত, তিনিই প্রকৃত বিরাগী।

১২২। তিনি আরও বলিয়াছেন "সাধকের সম্বন্ধে তিনটি বিধি—নিদ্রার প্রাবল্যে তাঁহাকে নিদ্রিত হইতে হইবে, ক্ষুধার সময় তাঁহাকে ভোজন করিতে হইবে এবং আবশ্যক মত কথা কহিতে হইবে।"

১২৩। আরও বলিয়াছেন "ঔচিত্যের ভূমিতে, সরলতার ভূমিতে ও ন্যায়ের ভূমিতে এই ত্রিবিধ ভূমিতে ঐশ্বরিক ধর্ম্মের মূল প্রতিষ্ঠিত। ঔচিত্য বাহিরে, ন্যায় বিচার অন্তরে ও সভ্যতা জ্ঞানে।"

১২৪। মহাত্মা আবু মহাম্মদ জরিরী বলিয়াছেন "তিনটি বিষয়ে বিশ্বাসের স্থিরতা, ধর্ম্মের পুরস্কার ও শারীরিক কুশল হয়; ঈশ্বরের কার্য্যে সন্তোষ, সহিষ্ণুতা এবং, ভোজনে সাত্ত্বিকতা।

১২৫। ঋষি প্রবর জাফর জলদী বলিয়াছেন "সেবায় জীবন সমর্পণ করা, মানবীয় ভাব হইতে বহির্গত হওয়া, ও ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণরূপে দৃষ্টি স্থাপন করা ঋষিত্ব।"

১২৬। তিনিই বলিয়াছেন "যদি কোন সাধককে দেখ যে বহু ভোজন করে, তাহা হইলে জানিও যে এই তিনটি বিষয়ের অন্ততঃ একটি হইতে শূন্য নহে;—যে সময় গত হইয়াছে, সেই সময়ে সে এমন ভাবে জীবন যাপন করে নাই, যেরূপ করা তাহার পক্ষে উচিত ছিল; পরবর্ত্তী কালে সে সৎপথে থাকিবেনা, এবং সে স্বীয় অবস্থার সঙ্গে যোগ রক্ষা করেনা।"

১২৭। তাপস আবু নসর সেরাজ বলিয়াছেন "নীতি ত্রিবিধ;—সংসারীদিগের নীতি;—বাক্যের মিষ্টতা ও চাতুর্য্য, বাহ্যিক জ্ঞানের ধারণা, কবিত্ব,

নরপতিদিগের গুণানুবাদ এ সকল তাহাদের নিকট নীতি বলিয়া গণ্য। দ্বিতীয় ধার্ম্মিকদিগের নীতি—অন্তর শোধন, গূঢ় তত্ত্বে ধারণা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, চিত্ত-সংযমন, বাসনা ত্যাগ, সাধনা এই সকল তাহাদের নিকট নীতি বলিয়া গণ্য। তৃতীয় বিশেষ-ব্যক্তির নীতি—সময়ের সদ্ব্যবহার, অঙ্গীকার পালন, রিপুর প্ররোচনার প্রতি অভিনিবেশের একান্ত অল্পতা; প্রার্থনাস্থলে ও ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের সময় এবং সান্নিধ্যে ভূমিতে উত্তম বিনয় প্রদর্শন তাহাদের নিকট নীতি বলিয়া গণ্য।"

১২৮। তাপস কুলভূষণ মমশাদ দনয়রী বলিয়াছেন "ত্রিবিধ উপায়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে;—কার্য্যের আলোচনা করা. উহা কিরূপে ব্যবস্থিত হইল; নিয়ম প্রণালীর আলোচনা করা, কেমন করিয়া সেই নিয়ম হইল; সৃষ্টির আলোচনা করা, কেমন করিয়া উহা সৃষ্ট হইল।"

১২৯। তিনিই বলিয়াছেন "ঋষিত্ব বা মহত্ত্ব এই তিনটি—আন্তরিক নির্ম্মলতা লাভ, ঈশ্বরেচ্ছানুসারে কার্য্য করা, বাধ্য হইয়া সাধারণ লোকের সহিত বাস করা।"

১৩০। তিনি আরও বলিয়াছেন "সম্পদ সামর্থ্য প্রদর্শনে বিরত হওয়া, লোকে না জানে এরূপ অপরিচিত হইয়া থাকা এবং অনাবশ্যকীয় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকাই প্রকৃত ঋষিত্ব।"

১৩১। তাপস আবু আবদুল্লা মোহাম্মদ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে অপরাধী হয়, পরমেশ্বরকে ভয় করেনা, যখন কাহাকে কিছু দান করে তাহা হইতে উপকারের প্রত্যাশা করে, সেই ব্যক্তি নরাধম।

১৩২। তিনিই বলিয়াছেন "বিনয়েই শ্রেষ্ঠতা, নিবৃত্তিতেই গৌরব এবং সন্তোষেই মুক্তি।"

১৩৩। তাপস আবু হামজা মোহাম্মদ বোগ্দাদী বলিয়াছেন "পরমেশ্বর যাহাকে ভোগ শূন্য উদর, সন্তোষপূর্ণ অন্তর, অনিত্য দীনতা, এই তিনটী বিষয় দান করেন, সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত থাকে।"

১৩৪। তিনিই বলিয়াছেন "সত্য সাধুর লক্ষণ এই তিনটি—তিনি গৌরব-লাভ করিলে, আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেননা; সম্পদ সমর্থ হইলে, দান হইয়া থাকেন; প্রসিদ্ধি লাভ করিলে, গুপ্ত হন। অসত্য সাধু ইহার বিপরীত।"

১৩৫। তাপস আবু আলি আহ্মদ রুদবারী বলিয়াছেন "যখন মন সংসারাসক্তি শূন্য হয়, তখন নিগূঢ় জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে; আত্মা দ্বারা স্বর্গীয় তত্ত্বের প্রকাশ ও জীবন দ্বারা সেবা হয়। তদনন্তর তিনটী বিষয় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; আত্মার ক্ষতি দর্শন করা, তাহার গূঢ়তত্ত্ব অবগত হওয়া ও তাহার প্রকৃত ব্যবহার হওয়া।"

১৩৬। তিনিই বলিয়াছেন "তিনটী বিষয় হইতে বিপদ সমুপস্থিত হয়; প্রকৃতিগত অসুস্থতা, অভ্যাস যোগে অসুস্থতা, অসৎ সঙ্গজনিত অসুস্থতা। সন্দিগ্ধ ও অবৈধ বস্তু ভোগে প্রকৃতিগত অসুস্থতা হয়। অবৈধ ও অসত্য বিষয়ে লক্ষ্য করাতে পরোক্ষে পর পরিবাদ, কথন ও শ্রবণে অভ্যাস যোগ জনিত অসুস্থতা হয়; কামনার অনুবর্ত্তনে অসৎসঙ্গ জনিত অসুস্থতা হইয়া থাকে।"

১৩৭। মহর্ষি হাতেম আসম বলিয়াছেন "কার্য্য করিবার কালে মনে করিবে, যাহা করিতেছ, ঈশ্বর তাহা দেখিতেছেন। কথা বলিবার সময়ে স্মরণ করিবে, যাহা তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর তাহা শুনিতেছেন। এবং মৌন থাকিবার কালে মনে করিবে যে, ঈশ্বর জানিতেছেন, তুমি কি ভাবে মৌন রহিয়াছ।"

১৩৮। তিনিই বলিয়াছেন "স্পৃহা বা ইচ্ছা তিন প্রকার—ভোগের স্পৃহা, বলিবার স্পৃহা এবং দেখিবার স্পৃহা। ভোগ করিবার সময় ঈশ্বর নিকটে আছেন, এই বিশ্বাস করিও; বলিবার সময় সত্যকে রক্ষা করিও এবং দর্শন করিবার সময় সাধুতা রক্ষা করিও।"

১৩৯। তিনি আরও বলিয়াছেন "বৈরাগ্যের প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরের বিশ্বাস, মধ্যমাবস্থায় সহিষ্ণুতা, চরমাবস্থায় ঈশ্বর প্রেম।"

১৪০। মহাত্মা বায়েজিদ বোস্তামী বলিয়াছেন "ঈশ্বর যাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা করেন, তাঁহাকে তিনটী স্বভাব দান করেন; নদীর ন্যায় বদান্যতা, সূর্য্যের ন্যায় ঔদার্য্য এবং পৃথিবীর ন্যায় বিনয়।"

১৪১। মহাত্মা বায়েজিদ ভ্রমণে বহির্গত হওয়া কালে তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তি উপদেশ চাহিলে বলিয়াছিলেন "তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি;—যখন কোন অসচ্চরিত্র লোকের সহবাসে থাকিবে, তাহার মন্দ স্বভাবকে নিজের সৎস্বভাবে আনয়ন করিবে। দ্বিতীয় যখন কেহ তোমাকে

কিছু দান করে, প্রথমতঃ কৃতজ্ঞ হইও, পরে ঈশ্বর তোমার প্রতি তাহার হৃদয় প্রসন্ন করিয়াছেন, সেই দাতাকে ধন্যবাদ দিও। তৃতীয় যখন কোন বিপদ উপস্থিত হয়, সত্বর হইয়া বিনীত ভাবে নিবেদন করিও যে, তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে সক্ষম নও।"

১৪২। তিনিই বলিয়াছেন, মূকত্বে, অন্ধতায় ও বধিরতায় ঋষিত্ব।"

১৪৩। তিনি আরও বলিয়াছেন "তুমি যাহা লাভ করিয়াছ, তাহা কি প্রকারে করিলে"? এই প্রশ্নে তিনি বলিলেন "সংসারের সমুদয় দ্রব্যকে একত্র করিলাম, বৈরাগ্যের শৃঙ্খলে বাঁধিলাম, আর নিরাশার সমুদ্রে ডুবাইয়া দিলাম।"

১৪৪। তাপস আবুল হোসেন নুরী বলিয়াছেন "যাহাদিগের প্রাণ মলিনতা হইতে বিমুক্ত, পশুভাবের জঞ্জাল হইতে নির্ম্মল এবং বাসনা বিহীন, তাঁহারাই সুখী।"

১৪৫। মহাত্মা আবু এসহাক এব্রাহিম গারজানী বলিয়াছেন "দাতার মুদ্রাধার মুক্ত, হস্ত মুক্ত, তাহার জন্য স্বর্গের দ্বার মুক্ত। পশ্চাত্তরে কৃপণের মুদ্রাধার বদ্ধ, দানে তাহার হস্ত বদ্ধ ও তাহার প্রতি স্বর্গের দ্বার বদ্ধ।"

১৪৬। তিনিই বলিয়াছেন "প্রেরিত মহাপুরুষের উক্তি এইরূপ "যাহারা ত্রিবিধ কার্য্য করেন না, ঈশ্বর সর্ব্বদা তাঁহাদের রক্ষক হন; সাধুগণ অসাধুকে দশন করিতে চান না, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠতা দান করেননা এবং ঈশ্বরানুগত ধার্ম্মিক লোকেরা ধনী ও অত্যাচারী আত্মীয় লোকের রীতি নীতি অবলম্বনে অনুরাগী হননা।"

১৪৭। মহাত্মা আবু সোলেমান দারয়ী বলিয়াছেন "বাসনাকে সংযত রাখাতেই দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। সাধনার সার স্বল্প ভোজন, সংসারের প্রতি প্রেম সমুদয় যোগের মূল।"

১৪৮। তিনিই বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি দেশ পর্য্যটনে, গ্রন্থ অনুলিপি করণে এবং উদ্বাহ বন্ধনে প্রবৃত্ত, সে সংসারের আভিমুখ্য লাভ করে। কিন্তু সাধ্বী নারী সংসারের অন্তর্গত নহেন বরং পরলোকের অন্তর্গত। তিনি তোমার পত্নী হইলে তোমাকে সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসর দান করিবেন, তাহাতে তুমি পারলৌকিক কার্য্যে রত থাকিবে।"

১৪৯। তাপস এব্‌নে আতা বলিয়াছেন "ঈশ্বরানুকূল্যের অনুসারিণী যে বুদ্ধি, তাহাই বিশুদ্ধ বুদ্ধি যে সাধনায় আত্মাভিমানের সমুদ্রেক হয়,

তাহা নিকৃষ্ট সাধনা; যে পাপের পশ্চাতে অনুতাপ উপস্থিত হয়, পাপ পুঞ্জের মধ্যে তাহা উত্তম পাপ।"

১৫০। তিনিই বলিয়াছেন "মনের এক প্রকার বাসনা, আত্মার এক প্রকার বাসনা এবং প্রবৃত্তির এক প্রকার বাসনা। সমুদয় বাসনা একত্রিত করা হইয়াছে। বস্তু দর্শনে মনের বাসনা, ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভে আত্মার বাসনা, সুখাস্বাদ গ্রহণে প্রবৃত্তির বাসনা হয়।"

১৫১। তিনি আরও বলিয়াছেন "দাসত্ব নীতি, ঐশ্বরিক তত্ত্ব এবং ঈশ্বরত্বের সম্মাননা, এই তিনটীই স্থিরতার ভূমি।"

১৫২। তাপস আবুল হোসেন খর্কানি বলিয়াছেন "আমি ঈশ্বরকে বলিতে শুনিয়াছি "হে আমার দাস, যদি তুমি শোক সন্তাপিত হইয়া আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমাকে সন্তোষ দান করিব; দীনতা সহ আসিলে আমি তোমাকে ধনী করিব; সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিলে, স্বভাবকে তোমার আয়ত্তাধীন করিয়া দিব।"

১৫৩। তিনিই বলিয়াছেন "যিনি ঈশ্বরেতে জীবিত, যাহা দর্শনীয় তৎসমুদয় তিনি দর্শন করিয়াছেন; যাহা শ্রবণীয়, তিনি তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছেন; যাহা জ্ঞাতব্য, তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়াছেন।"

১৫৪। তিনি আরও বলিয়াছেন "যিনি ঋষি, তিনি মন রাখেন, কিন্তু মন তাহা হইতে অপহৃত হইয়াছে; শরীর রাখেন, কিন্তু তাহা, তাঁহা হইতে গৃহীত হইয়াছে; প্রাণ রাখেন, কিন্তু তাহা দগ্ধ হইয়াছে।"

১৫৫। তাপস মোহাম্মদ আলি হাকিম তেরমজি বলিয়াছেন, "যাঁহার কিঞ্চিৎ দৃষ্টি তোমা হইতে প্রচ্ছন্ন নহে, তাঁহাকে ধ্যান করা তোমার কর্ত্তব্য; যাঁহার কেবল করুণা তোমাকে বঞ্চিত করে নাই—তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান করা কর্ত্তব্য; যাঁহার রাজ্যের একপদ গমন করিতে পারা যায়না, তাঁহার নিকট অবনত হওয়া কর্ত্তব্য."

১৫৬। মহাত্মা আবুবাকার শিবলী বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি দান গ্রহণ করেনা, সে মনুষ্য; যে ব্যক্তি দান করে ও গ্রহণ করে, সে অর্দ্ধ মনুষ্য; যে ব্যক্তি দান করেনা, কেবল গ্রহণ করে, সে মনুষ্য নয়—মক্ষিকা। তাহার মধ্যে কোনও পদার্থ নাই।"

১৫৭। তাপস প্রবর আবু আলী শকীকের নিকটে এক ব্যক্তি আসিয়া

বলে যে "আমি হজ্জ করিতে মক্কা যাইতে ইচ্ছুক" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পাথেয় কি আছে ?" সে বলিল "এই কএকটী পথ সম্বল আছে—আমি কাহাকেও স্বীয় জীবিকা সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা নিটকবর্ত্তী দেখিতেছিনা; যে স্থানে যাই, দেখি যে, ঈশ্বরের আজ্ঞা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে; যে অবস্থায় থাকিনা কেন, জানিতে পারি যে, ঈশ্বর আমার বিষয় জানিতেছেন।" ইহা শুনিয়া শকিক বলিলেন, তুমি কল্যানযুক্ত, তোমার উত্তম পাথেয় আছে, তুমি ধন্য।"

১৫৮। মহাত্মা আবু আবদুল্লা বলিয়াছেন "এই তিনটী বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ;—ঈশ্বর কৃপায় জ্ঞানলাভ করিয়া সদনুষ্ঠানে বিরত থাকা; অনুষ্ঠান করা হয়, কিন্তু তাহাতে সাত্ত্বিকতা নাই, সাধু সঙ্গ করিয়া সাধুদিগকে শ্রদ্ধা না করা।"

১৫৯। মহাত্মা আবুবাকার কেতানী বলিয়াছেন "আলস্য নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়া, পার্থিব আমোদ প্রমোদ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া, ঈশ্বর বিচ্ছেদের ভয়ে বিকম্পিত হওয়া, মানবের অন্য তপস্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

১৬০। তাপস ফতেহ্ মুশেলী বলিয়াছেন "যখন তিনি কথা কহেন, ঈশ্বর হইতে কথা কহেন; যখন কার্য্য করেন, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন; যখন প্রার্থনা করেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী হন, এইরূপ লোকই তত্ত্বজ্ঞ।"

১৬১। আরও বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি যৌবনকালে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে, ঈশ্বর বার্দ্ধক্যে তাহাকে দুর্দ্দশাগ্রস্থ করিয়া রাখেন; যে ব্যক্তি একদিন নিষ্ঠার সহিত কোন সৎ পুরুষের সেবা করে, সেই একদিনের সেবার ফল তাহার জীবনে সঞ্চারিত হয়; অনন্তর যে জন সমগ্র জীবন সেবাতে লিপ্ত রাখে, ও সাধুদিগের সহবাসে ব্যয় করে, তাহাদের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা ঈশ্বরই জানেন।"

১৬২। তাপস আলি আহ্মদ রূদবারী বলিয়াছেন "সময়ের দ্বারে ব্রতধারী হইয়া স্থিতি করা, ও মস্তক মন্দিরের দ্বার দেশে স্থাপিত রাখা ও শতবার তাড়াইলেও তথা হইতে চলিয়া না যাওয়া স্ফূফীদিগের ধর্ম্ম।"

১৬৩। মহাত্মা শিবলী (রাজ) বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি প্রেমের স্পর্দ্ধা করে, প্রেমও প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য বস্তুতে রত হয়, এবং সখা ব্যতীত অন্য কিছুর অন্বেষণ করে, সে সখাকে উপহাস করিয়া থাকে।"

১৬৪। তাপস আওল হোসেন খর্কানী বলিয়াছেন "যদি তুর্কীস্থান হইতে শাম দেশ পর্য্যন্ত কাহার অঙ্গুলিতে কণ্টক বিদ্ধ হয়, কিম্বা প্রস্তরে পদস্খলন হয়, অথবা মনে শোকাঘাত হয়, সেই চরণ, সেই অঙ্গুলি ও সেই মন আমার।"

১৬৫। তিনিই বলিয়াছেন "কতক লোক গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়; কতকগুলি লোক ইচ্ছা হইলে ভিতরে চলিয়া গেল ও ইচ্ছা হইলে বাহিরে আসিল। আর কতকগুলি লোক এমত আছে যে, ভিতরে প্রবেশ করিলে আর তাহাদিগকে বাহিরে আসিতে দেওয়া হয়না।"

১৬৬। তিনি আরও বলিয়াছেন "হে ঈশ্বর, আমি তোমার দাস, তোমার প্রেরিত মহাপুরুষের ভৃত্য এবং তোমার সৃষ্ট নর নারী সকলের সেবক

১৬৭। তিনিই বলিয়াছেন বিশ্বাসীর সকল স্থানে মস্‌জিদ, সকল দিন শুক্রবার; সকল মাস রমজান মাস।"

১৬৮। মহাত্মা জোন্নুন মিসরী বলিয়াছেন "প্রেম, লোকদিগকে কথা বলিতে প্রস্তুত করে; লজ্জা, নীরব করে; এবং ভয়, ব্যাকুল করিয়া তোলে।"

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্বিষয়ক।

১। প্রেরিত মহাপুরুষ আবুজর গাফফারীকে বলিয়াছেন "হে আবুজর! নূতন তরী নির্ম্মাণ কর, কেননা সাগর অতি গভীর; সম্বল প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ কর, কেননা পথ অতি দীর্ঘ; বোঝা লঘু ভার কর, কেননা ঘাটী অতি দুর্লঙ্ঘ্য; এবং নিজ কার্য্য পরিষ্কার রাখ, কেননা পরীক্ষক অতি ন্যায়দর্শী ও সুদক্ষ।"

২। কোন কবি বলিয়াছেন "পাপের অনুতাপ করা সকলেরই উচিত; কিন্তু পাপ না করা তদপেক্ষাও উচিত। বিপদে সহিষ্ণুতা দুঃখকর; কিন্তু তাহার ফল না পাওয়া আরও দুঃখকর। কালের আবর্ত্তন বিস্ময় জনক; কিন্তু তাহাতেও লোকের চৈতন্যোদয় না হওয়া আরও বিস্ময় জনক। এবং যে কিছু সম্মুখে পড়ে তাহা নিকটবর্ত্তী; কিন্তু মৃত্যু তদপেক্ষাও নিকটবর্ত্তী।"

৩। জ্ঞানীরা বলেন "চারি বস্তু চারি স্থানে ভাল, অন্য চারি স্থানে তদপেক্ষাও ভাল,—লজ্জাশীলতা পুরুষের পক্ষে ভাল; কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে তদপেক্ষাও ভাল। সুবিচার করা সকলেরই উচিত; কিন্তু রাজার পক্ষে তদপেক্ষা ও উচিত। অনুতাপ করা বৃদ্ধের পক্ষে প্রসংশনীয়; কিন্তু যুবকের পক্ষে আরও প্রসংশনীয়। এবং দান গুণ ধনীর পক্ষে সুন্দর; কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে আরও সুন্দর।"

• [ক] "এইরূপ চারি বস্তু চারি স্থানে মন্দ এবং অন্য চারি স্থানে তদপেক্ষাও মন্দ;—পার্থিব-চিন্তা লিপ্ততা সকলের পক্ষেই মন্দ; কিন্তু বিদ্বান্ ও পণ্ডিতের পক্ষে আরও মন্দ। ধর্ম্মকার্য্যে উদাসীনতা সকলেরই অনুচিত; কিন্তু শিক্ষিত ও শিক্ষার্থিদিগের পক্ষে আরও অনুচিত। অপরাধ করা যুবকের পক্ষে দুষণীয়; কিন্তু বৃদ্ধের পক্ষে আরও দূষনীয়। অহঙ্কার করা ধনীর পক্ষে অশোভনীয়, কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে আরও অশোভনীয়।"

৪। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন "নক্ষত্র সকল আকাশবাসি দিগের শান্তি স্বরূপ। যখন তাহারা আকাশ চ্যুত হইবে, শান্তি থাকিবেনা; আকাশ বাসিদের বিপদ ঘটিবে। আমার বংশধরগণ আমার মণ্ডলীর শান্তি স্বরূপ; এই বংশ লোপ পাইবে, তখন আমার মণ্ডলী বিপদে পড়িবে। আমি আমার সহচরগণের শান্তি স্বরূপ, যখন আমি না থাকিব, তখন সহচরগণের উপর বিপদপাত হইবে। এবং ভূধর সকল জগৎবাসীর শান্তি স্বরূপ; যখন তাহা উঠিয়া যাইবে, তখন জগৎবাসিগণ বিপন্ন হইবে।"

৫। মহাত্মা আবুবকর (রাজ) বলিয়াছেন "চারি বস্তু অন্য চারি বস্তুতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,—নমাজ সহ সেজদায় *, রোজা ফেৎরা দেওয়ায় §, হজ্জ ফিদিয়া দানে † এবং ইমান ধর্ম্মযুক্ত করায়।"

* নমাজের কোন স্থানে ভুল হইলে বা ভ্রম হইয়াছে বলিয়া পূর্ণ সন্দেহ হইলে সহ সেজদা (ভ্রম সেজদা) দিতে হয়, নচেৎ নমাজ অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু ভ্রম না হওয়া সত্ত্বেও কেবল সন্দেহ করিয়া সহ সেজদা দেওয়াও অনুচিত নহে, এখানে তাহাই উদ্দেশ্য।

§ দেড়সের হিসাবে গম এবং তিনসের হিসাবে যব ইত্যাদি।

† নিয়মিত কোরবানী দেওয়া। অবস্থানুসারে উট, গরু, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি দ্বারা হইতে পারে।

৬। মহাত্মা আবদুল্লা (মোবারকের পুত্র) বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি প্রতিদিন বার রেকাত নমাজ পড়িবে, (১) তাহার প্রকৃত নমাজ পড়া হইবে। যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখিবে, (২) তাহার প্রকৃত রোজা করা হইবে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত আয়াত (শ্লোক) কোরান পাঠ করিবে, তাহার প্রকৃত কোরান পাঠ হইবে। এবং যে ব্যক্তি প্রতি জুম্মাবারে এক দেরাম (৩) দান করিবে, তাহার প্রকৃত দান হইবে।"

৭। মহাত্মা ওমর (রাজ) বলিয়াছেন "চারি বস্তুর চারিটী সাগর আছে;—লোভ পাপের সাগর, কুপ্রবৃত্তি ব্যভিচারের সাগর, মৃত্যু বয়সের বা জীবনের সাগর, এবং কবর লজ্জার সাগর।" (৪)

৮। মহাত্মা ওস্‌মান (রাজ) বলিয়াছেন "আমি উপাসনার আস্বাদ চারি বস্তুতে প্রাপ্ত হইয়াছি, ফরজ কার্য্য সম্পাদন করা, হারাম (অবৈধ কার্য্য ও খাদ্য) পরিত্যাগ করা, ফল পাওয়ার আশায় সদুপদেশ প্রদান করা এবং ঈশ্বরের ক্রোধে ভয় করিয়া কুকার্য্য করিতে নিষেধ করা।"

৯। তিনিই বলিয়াছেন "চারিটি কার্য্য আছে, প্রকাশ্যে তাহা সৎকার্য্য (অপেক্ষাকৃত অল্প আবশ্যকীয়); কিন্তু অভ্যন্তরে তাহা ফারায়েজ (অতি কর্ত্তব্য); ধার্ম্মিক লোকের সংসর্গে বাস সৎকার্য্য; কিন্তু তাঁহাদের পদানুসরণ করা অতি কর্ত্তব্য। কোরান পাঠ করা সৎকার্য্য; কিন্তু তাহার মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করা অতি কর্ত্তব্য। কবর জিয়ারত (৫) করা সৎকার্য্য;

(১) ফজরের দুই রেকাত, জোহরের ছয় রেকাত, মগরেবের দুই রেকাত এবং এশার দুই রেকাত, এই বার রেকাত সুন্নত।

(২) আইয়াম বেজ অর্থাৎ প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই তারিখে রোজা রাখা।

(৩) আমাদের দেশে এক দেরামের মূল্য ৶১০ বা ।০ আনা। কাহারও কাহারও মতে প্রায়। ১৫ আনা।

(৪) লোভে সকল পাপের অনুষ্ঠান এবং কুপ্রবৃত্তিতে সকল ব্যভিচারের উৎপত্তি হয়। কালের করাল কবলে সকলকেই পতিত হইতে হইবে; কবরে গেলে অর্থাৎ মৃত্যু হইলেই লোকে কৃত পাপের অনুতাপ করে ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়।

(৫) সমাধিক্ষেত্রে (গোরস্থানে) যাইয়া নানা দোওয়া দরুদ পড়িয়া মৃতের সদ্গতি ও শুভফল প্রার্থনা করা।

কিন্তু কবরে যাওয়ার আয়োজন (১) করা অতি কর্ত্তব্য। এবং মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া সৎকার্য্য; কিন্তু তাহার উপদেশ গ্রহণ করা অতি কর্ত্তব্য।"

১০। মহাত্মা আলি (রাজ) বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি স্বর্গের আশা করে, সে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; যে ব্যক্তি নরক যন্ত্রণা হইতে বাঁচিতে চায়, সে কুকার্য্য হইতে বিরত থাকে; যে ব্যক্তি মৃত্যু স্থির নিশ্চিত জানে, কোন আস্বাদের প্রতি তাহার লোভ থাকে না; (২) এবং যে ব্যক্তি সংসারকে ভালরূপে চিনে, সে কোন বিপদে পতিত হয়না।"

১১। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন "নমাজ ধর্ম্মের স্তম্ভ স্বরূপ; মৌন থাকা আরও ভাল। সাদকা দেওয়া (দান বিশেষ) ঐশ্বরিক ক্রোধ নিবারণ করে; কিন্তু মৌন থাকা আরও ভাল। (৩) রোজা (উপবাস-ব্রত) নরকের প্রাচীর স্বরূপ, কিন্তু মৌন থাকা আরও ভাল। এবং জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ) ধর্ম্মের সোপান স্বরূপ, কিন্তু মৌন থাকা আরও ভাল।"

১২। কথিত আছে, বনি এসরাইলের কোন মহাপুরুষের প্রতি এইরূপ ঈশ্বর-বাণী হয়—"অসৎ ও কুকথা হইতে নিবৃত্ত থাকিলে আমার (নামে) উপবাস করা হয়; কুকার্য্য হইতে শরীর রক্ষা করিলে আমার উপাসনা করা হয়; আমার সৃষ্ট জগত বাসীর নিকট প্রত্যাশী না হইলে, আমার নামে সাদকা দেওয়া হয় (৪) এবং বিশ্বাসীদিগকে কষ্ট দেওয়া হইতে বিরত থাকিলে, আমার ধর্ম্মযুদ্ধ করা হয়।"

১৩। মহাত্মা আবদুল্লা (মসয়ুদের পুত্র) বলিয়াছেন "নিশ্চিন্তে উদর পূর্ণ রাখা, অত্যাচারীর সংসর্গে বাস করা, পূর্ব্বকৃত পাপ বিস্মৃত হওয়া এবং

---

(১) পুণ্যার্জ্জন দ্বারা।

(২) কারণ মরণ ভয়ে কোন বস্তু তাহার ভাল লাগে না। এই জন্য প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন "আল মওতঃ হাদেম লজ্জাৎ" অর্থাৎ মৃত্যু সকল স্বাদের প্রতিরোধক।

(৩) এই সকল কার্য্য ভাল, কিন্তু নির্ব্বাক্ থাকা অতি উত্তম। তাই বলিয়া এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে না; এই সকল কার্য্যও করিবে এবং অনর্থক কথা বলা হইতেও বিরত থাকিবে।

(৪) ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া অপরের নিকট আশা পরিত্যাগ করিলে যেন ঈশ্বরকে সকল আশা দান করা হয়। সুতরাং এই নিরাশ হওয়া সাদকার স্থলবর্ত্তী। সাদকা অর্থ নিস্বার্থ দান।

ফলবতী আশা করা এই চারিটী অন্তরের অন্ধকার স্বরূপ। পক্ষান্তরে উদর শূন্য রাখা, সৎ লোকের সংসর্গে বাস করা, পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ রাখা এবং আশা সংকীর্ণ করা, এই চারিটী হৃদয়ের আলো স্বরূপ।"

১৪। মহর্ষি হাতেম আসম বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি চারি বস্তু ছাড়িয়া নিম্নলিখিত চারি বস্তুর দাবী করে, তাহার দাবী মিথ্যা; যে ব্যক্তি কুকার্য্য হইতে বিরত না থাকিয়া ঈশ্বর প্রেমের দাবী করে, তাহার দাবী মিথ্যা; যে ব্যক্তি দীনদুঃখী দিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া প্রেরিত মহাপুরুষের প্রতি ভালবাসার দাবী করে, তাহার দাবী মিথ্যা; * যে ব্যক্তি সাদকা (দান বিশেষ) না দিয়া স্বর্গলাভ ভালবাসার দাবী করে, তাহার দাবী মিথ্যা; এবং যে ব্যক্তি নরকের আগুণ হইতে ভয়ের দাবী করে; কিন্তু পাপও কুকার্য্য হইতে বিরত থাকেনা, তাহার দাবী মিথ্যা।"

১৫। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন "ঈশ্বরের নিকট বিশেষরূপে অবিস্মৃত থাকা স্বত্বেও পূর্ব্বকৃত পাপ বিস্মরণ হওয়া; ঈশ্বরের নিকট গৃহীত হইয়াছে কিনা, তাহা না জানা স্বত্বেও পূর্ব্বকৃত সৎকার্য্যের উল্লেখ করা; পার্থিব বিষয়ে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ তাহার দিকে দৃষ্টি করা এবং ধর্ম্ম কার্য্যে যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট তাহার অনুকরণ করা, এই চারিটীই দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।" এইরূপ লোককে ঈশ্বর বলেন "আমি তোমাদিগকে চাহিলাম, কিন্তু তোমরা আমাকে চাহিলেনা।" ইহার বিপরীত চারিটী কার্য্যকে প্রেরিত মহাপুরুষ সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়াছেন।

১৬। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন "পবিত্রতা বা কুকার্য্যে বিরত থাকা, লজ্জাশীলতা, কৃতজ্ঞতা, এবং সহিষ্ণুতা এই চারিটী প্রকৃত ইমানের (বিশ্বাসের) লক্ষণ।"

১৭। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন "চারি বস্তু চারি বস্তুর মাতা (মূল) স্বরূপ;—ঔষধের মাতা অল্প আহার; সভ্যতার মাতা অল্প ভাষিতা; উপাসনার মাতা পাপের অল্পতা; এবং শান্তির মাতা সহিষ্ণুতা।"

---

* দীন দুঃখীকে ভালবাসা ও তাহাদের হিত সাধন করা প্রেরিত মহাপুরুষের প্রিয় কার্য্য। সুতরাং তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে প্রেরিত পুরুষের প্রিয়ঃবস্তুকে অবজ্ঞা করা হয়। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রিয় বস্তুকে অবজ্ঞা করে, তাহার ভালবাসার দাবী সত্য হইবে কিরূপে?

১৮। তিনিই বলিয়াছেন "মানব শরীরে চারিটী রত্ন আছে; কিন্তু চারি বস্তু তাহা বিদূরিত করে;—জ্ঞান, ধর্ম্ম, লজ্জা, এবং সৎকার্য্য, এই চারিটী রত্ন। ক্রোধ, জ্ঞান দূর করে; হিংসা, ধর্ম্ম নাশ করে; লোভ, লজ্জা পরিহার করে; এবং পরগ্লানি সৎকার্য্য ক্ষয় করে।"

১৯। আরও বলিয়াছেন "স্বর্গে চারি বস্তু স্বর্গ হইতেও উত্তম; স্বর্গে স্থায়িত্ব, স্বর্গে ফেরেশ্‌তাদিগের সেবা করা, স্বর্গে মহাপুরুষগণের সংসর্গ, এবং ঈশ্বরের সন্তুষ্টি, স্বর্গ হইতেও উত্তম। এইরূপে নরকে চারি বস্তু নরকাপেক্ষাও ভয়ানক;—নরকে চিরবাস, ফেরেশতাগণের তর্জ্জন গর্জ্জন, শয়তানের সংসর্গ, এবং ঈশ্বরের বিরক্তি নরকাপেক্ষাও ভয়ানক।

২০। "আপনি কেমন আছেন?" এই কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপ উত্তর দেন "আমি ঈশ্বরের সহিত একমতে, কুপ্রবৃত্তির সহিত বিরুদ্ধাচরণে, লোকের সহিত উপদেশ দানে, এবং সংসারের সহিত আবশ্যক মতে, আছি।"

২১। কোন মহাজ্ঞানী চারি ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে চারিটী কথা গ্রহণ করেন;—"যে ব্যক্তি কাম প্রবৃত্তি বিবর্জ্জিত হয়, সে ঐহিক ও পারত্রিক সম্মানের অধিকারী" এই কথা ইঞ্জিল হইতে, "যে ব্যক্তি লোকের সংসর্গ হইতে দূরে থাকে, সে, ইহকাল ও পরকালে পরিত্রাণ পায়" এই কথা জব্বুর হইতে, "ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন, তাহাতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, ইহলোক ও পরলোকে সে, শান্তি সুখ ভোগ করিতে পারে" এই কথা তৌরিত হইতে, "স্বীয় জিহ্বাকে যে ব্যক্তি রক্ষা করিতে পারে, সে, উভয় জগতে রক্ষিত থাকে" এই কথা কোরান হইতে গ্রহণ করেন।

২২। মহাত্মা আবদুল্লা (মোবারকের পুত্র) বলিয়াছেন "কোন জ্ঞানী অনেক হাদিস সংগ্রহ করেন। সেই অসংখ্য হাদিস হইতে প্রথম চব্বিশ হাজার হাদিস বাছিয়া লন। পুনর্ব্বার তাহা হইতে চারি হাজার, তাহা হইতে চারি শত, তাহা হইতে চল্লিশ; অবশেষে তাহা হইতে চারিটী মাত্র মনোনীত করেন। সে চারিটী এই; কোন অবস্থাতেই স্ত্রী লোকের উপর নির্ভর করিওনা (১); কোন সময়েই পার্থিব ধন সম্পত্তিতে গর্ব্বিত হইওনা,

(১) কারণ এই জাতির হৃদয় অতি কোমল, এবং কোমল বস্তু যে ভার সহ্য হয়না তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কোন বিষয় তাহাদের উপর নির্ভর

কখনও উদরে সাধ্যাতীত বোঝা (খাদ্য) চাপাইওনা এবং যে বিদ্যার তোমার কোন ফল দর্শিবেনা, তাহা শিক্ষা করিওনা।" (১)

২৩। মহাত্মা মোহাম্মদ (আহ্মদের পুত্র) বলিয়াছেন "ঈশ্বর, প্রকৃত দাস হওয়া স্বত্বেও ইয়াহ্ইয়া (আলা) কে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন; যেহেতু তিনি লোভ, শয়তান, জিহ্বা এবং ক্রোধ এই চারি রিপুকে বশীভূত করিয়াছিলেন।"

২৪। মহাত্মা আলি (রাজ) বলিয়াছেন "যাবং ধনী লোকেরা কৃপণতা না করিবে, পণ্ডিতেরা যাহা শিক্ষা পাইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবে, মুর্খেরা যাহা না জানে তাহাতে গর্ব্বিত না হইবে, ফকীরেরা ইহকালের পরিবর্ত্তে পরকাল বিক্রয় না করিবে, তাবং সংসার ও ধর্ম্ম অক্ষয় থাকিয়া যাইবে।"

২৫। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "ঈশ্বর বিচারের দিন চারিজন দ্বারা চারি প্রকার লোকের উপর দাবী প্রমাণীত করিবেন;—দাউদ পুত্র সোলেমান (আলা) দ্বারা ধনী দিগের উপর, ইউছুফ (আলা) দ্বারা দাসদিগের উপর; আয়ূব (আলা) দ্বারা রোগীদিগের উপর এবং ইসার (আলা) দ্বারা দীন দুঃখী দিগের উপর।" (২)

২৬। মহাত্মা সাদ (বেলালের পুত্র) বলিয়াছেন "মানুষ যখন পাপ করে, ঈশ্বর তখন চারি বস্তু দিয়া তাহার উপকার সাধন করেন,—জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বন্ধ করেননা; তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ করেননা; তাহার পাপ গোপন করিয়া রাখেন এবং সত্বর তাহার দণ্ড দেননা।"

২৭। মহর্ষি হাতেম আসম বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি চারি বস্তু অন্য চারি

করিলে তাহারা তাহা বহন করিতে অক্ষম হইবে। অতএব অন্যত্র প্রকাশ করিবে না, এই বিশ্বাসে তাহাদের নিকট গুপ্ত বা মর্ম্ম কথা প্রকাশ করা জ্ঞানীর কার্য্য নহে।

(১) এরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিতে গেলে অনর্থক সময় নষ্ট হইবে মাত্র।

(২) মহাপুরুষ সোলেমান তাঁহার বিপুল, ধন, মান, অতুল সুখ-সম্মান এবং সমগ্র জগতের সাম্রাজ্য থাকা স্বত্বেও ঈশ্বরের কার্য্যে ত্রুটী করেন নাই। এইরূপ মহাপুরুষ আয়ুব, ইউসফ্ ও ইছা পয়গম্বর তাঁহাদের রোগ, দাসত্ব, ও দারিদ্রের অসীম যন্ত্রণা ভোগ করা সত্বেও কেহ ঈশ্বরের কার্য্যে পরাঙ্মুখ হন নাই।

বস্তুর জন্য ফিরাইয়া রাখিবে, সে অবশ্যই স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে;—নিদ্রা কবরের জন্য (১) অহঙ্কার তুলা দণ্ডের জন্য, শান্তি-সুখ পুল সিরাতের জন্য, এবং প্রবৃত্তি স্বর্গের জন্য।"

২৮। তাপস হামেদ লফ্‌কাক বলিয়াছেন "চারি বস্তু চারি বস্তুতে অন্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে না পাইয়া অন্য চারি বস্তুতে প্রাপ্ত হইয়াছি;—মহত্ব ধন সম্পত্তিতে অন্বেষণ করি; কিন্তু তাহা সহিষ্ণুতায় প্রাপ্ত হই; শান্তি ঐশ্বর্য্যে অন্বেষণ করি, কিন্তু তাহা দরিদ্রতায় প্রাপ্ত হই; সুস্বাদ সুখাদ্যে অন্বেষণ করি, কিন্তু তাহা স্বাস্থ্যে প্রাপ্ত হই; এবং উপার্জ্জন সংসারে অন্বেষণ করি; কিন্তু তাহা স্বর্গীয় হস্তে প্রাপ্ত হই।"

২৯। মহাত্মা আলি (রাজ) বলিয়াছেন "চারি বস্তু আছে, তাহার অল্পই অনেক;—ব্যথা, দরিদ্রতা, অগ্নি ও শত্রুতা।"

৩০। মহর্ষি হাতেম আসম বলিয়াছেন "চারিজন ব্যতীত চারি বস্তুর মর্ম্ম বুঝেনা;—বৃদ্ধ ব্যতীত যৌবনের, রোগী ব্যতীত স্বাস্থ্যের, বিপদগ্রস্ত ব্যতীত শান্তির এবং মৃত্যু ব্যতীত জীবনের মর্ম্ম আর কেহ বুঝেনা।"

৩১। কবি আবু ইউনস বলিয়াছেন "ভাবিয়া দেখি, আমাকৃত পাপ অনেক; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ তদপেক্ষাও অধিক। স্বকীয় সৎকার্য্যে আমার কোন ভরসা নাই; কেবল ঈশ্বরের দয়ার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর। ঈশ্বর মহান্, আমার প্রভু এবং সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি তাঁহার দাস, অধীন এবং দরিদ্র। যদি তিনি আমায় মার্জ্জনা করেন, তবে সে তাঁহারই অনুগ্রহ। আর যদি তাহা না করেন, তাহা হইলেই বা আমি কি করিব।"

৩২। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন "বিচারের সময় যখন পাপ পুণ্যের ওজন হইবে, তখন নমাজীদিগকে তাহাদের উপাসনার উপযুক্ত ফল দেওয়া

(১) অর্থাৎ মৃত্যুর পর কবরে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিব, এই কথা মনে করিয়া, যে ব্যক্তি নিদ্রা সুখ পরিত্যাগ করত নিয়ত উপাসনায় নিযুক্ত থাকে। এইরূপ তুলাদণ্ডে পাপ পুণ্যের ওজন হইয়া গেলে পরে অহঙ্কার গর্ব্ব যাহা পারি করিব, এই কথা মনে করিয়া যে ব্যক্তি অহঙ্কার পরিত্যাগ করে, পুল সিরাত পার হইলে শান্তিসুখ উপভোগ করিব ও স্বর্গের অধিকারী হইলে সকল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিব এই কথা মনে করিয়া যে ব্যক্তি ঐহিক শান্তি ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা পরিহার করে, এমত লোক অবশ্যই স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী।

হইবে। তৎপর উপবাসকারিদিগকে, তৎপর হজ্জকারিদিগকে, অনন্তর বিপদগ্রস্থ দিগের কার্য্যাবলী ওজন হইবার সময় তুলাদণ্ড উথিত হইবেনা ও তাহাদের কার্য্যাবলীর খাতা পত্র (আমলনামা) ও বাহির করা হইবেনা; কিন্তু তাহাদিগকে অনন্ত ফল ও অতুল সুখ ভোগের অধিকারী করা হইবে। তখন সিদ্ধ কাম সুখভোগীরা ও কহিবেন হায়! কেন আমরা ঐরূপ বিপদগ্রস্থ হইয়াছিলাম না, তাহা হইলে আজ এই সমস্ত সুখ ভোগের অধিকারী হইতাম।"

৩৩। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন "মানুষ চারি প্রকারে সর্ব্বস্বান্ত হয়;—যমদূত তাহার প্রাণ লুঠ করে, উত্তরাধিকারীগণ তাহার সম্পত্তি লুঠ করে, কীট তাহার শরীর লুণ্ঠন করে এবং শত্রুগণ পরকালে তাহার কার্য্যাবলী লুণ্ঠন করে।"

৩৪। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি কাম পরবশ, তাহার নারীর প্রয়োজন; যে ব্যক্তি ধন সংগ্রহের ইচ্ছুক, তাহাকে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়; যে ব্যক্তি লোকের হিত সাধনে ব্রতী, নম্রতা ও সৌজন্য তাহার আবশ্যক; এবং যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করিতে উদ্যত, তাহার বিদ্যা শিক্ষা প্রয়োজন।"

৩৫। মহাত্মা আলি (রাজ) বলিয়াছেন "চারি কার্য্য অতীব কঠিন ব্যাপার;—ক্রোধের সময় মার্জ্জনা, দরিদ্রতার সময় দান, নির্জ্জনতার সময় পবিত্র থাকা, এবং যাহার নিকট কিছু আশা থাকে অথবা যাহাকে ভয় করা যায়, তাঁহার নিকট সত্য কথা বলা।"

৩৬। ধর্ম্মগ্রন্থ জব্বুরে উক্ত হইয়াছে "হে দাউদ! (আলা) জ্ঞানীরা এই চারি ঘণ্টা কখনই ছাড়েনা;—এক ঘণ্টা ঈশ্বরের আরাধনা করা, এক ঘণ্টা নিজ মনে আত্মগণনা করা, এক ঘণ্টা দোষ পরিদর্শক বন্ধুদিগের নিকট গমন করা, (১) আর এক ঘণ্টা স্বীয় প্রবৃত্তিকে তাহার বৈধ আস্বাদ ভোগে নিযুক্ত রাখা।"

৩৭। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন "সেবকের উপাসনা চারি প্রকার;—

(১) এরূপ বন্ধুর নিকট গেলে এই লাভ হয় যে, বন্ধু তাহার কোন দোষ দেখাইয়া দেন এবং তদ্দ্বারা তাহা সংশোধিত হয়।

অঙ্গীকার পালন, ন্যায়ের সীমা অতিক্রম না করা, কোন বস্তু হারাইয়া গেলে তাহাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করা এবং যাহা হস্তে বা অধিকারে আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা।"

৩৮। মহাত্মা জাফর সাদেক রাজ) বলিয়াছেন "চারি ব্যক্তির সহবাসে ক্ষান্ত থাকিবে। প্রথম মিথ্যাবাদী, তাহার সঙ্গ করিলে সর্ব্বদা প্রতারিত হইবে; দ্বিতীয় নির্ব্বোধ, সে যদ্যপি শুভ আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার কারণে তোমার অশুভ হইবে; তৃতীয় কৃপণ, সে নিজের জন্য তোমার অধিকাংশ সময় অপচয় করিবে, চতুর্থ হৃদয় হীন লোক, অভাবের সময়ে সে তোমাকে বিনষ্ট করিবে।"

৩৯। মহাত্মা আবু ওসমান হায়রী বলিয়াছেন "ঈশ্বর সম্বন্ধে দীনতা, ঈশ্বরের পদার্থ সম্বন্ধে নিস্পৃহা, ঈশ্বর ধ্যান, হৃদয়ের কল্যাণ।"

৪০। মহাত্মা এবরাহিম আদহম বলিয়াছেন "আমি যাত্রার জন্য চারিটি বাহন রাখিয়াছি। যখন কোন সম্পদ উপস্থিত হয় তখন কৃতজ্ঞতার বাহনে আরোহণ করি এবং অগ্রসর হই; যখন উপাসনা করিতে হয় তখন প্রেমের বাহনে আরোহণ করি; যখন কোন বিপদ ঘটে তখন সহিষ্ণুতার বাহনে আরোহণ করি; যখন কোন পাপাচরণ করিয়া ফেলি, তখন অনুতাপের বাহনে আরোহণ করি।"

৪১। মহর্ষি জোন্নুন মিসরী বলিয়াছেন "রুগ্ন মনের চারিটী লক্ষণ,—উপাসনায় আনন্দ পায়না; ঈশ্বরকে ভয় করেনা; শিক্ষার নয়নে বস্তু সকলকে দেখেনা; জ্ঞানের কথা যাহা শ্রবণ করে, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেনা।"

৪২। তিনিই বলিয়াছেন যে, খোদাতাআলা কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে "যখন আমি আমার দাস কে প্রেম করি, তখন আমি প্রভু সম্বে তাহার কর্ণ হই; সে আমার দ্বারা শ্রবণ করে; আমি তাহার চক্ষু হই, সে আমার দ্বারা দর্শন করে; আমি তাহার রসনা হই, সে আমার দ্বারা কথা বলে; আমি তাহার হস্ত হই, সে আমার দ্বারা গ্রহণ করে।"

৪৩। তিনি আরও বলিয়াছেন "বহু ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করা এবং একেশ্বরের সাধনায় নিযুক্ত হওয়া, আপনাকে দাসত্ব শ্রেণীতে স্থাপিত করা ও প্রভুত্ব শ্রেণী হইতে বহির্গত হওয়াই নির্ভর।"

৪৪। তিনি আরও বলিয়াছেন "ঈশ্বরের কটু আদেশে মনে প্রসন্নতা রক্ষা পাওয়া, আদেশ হইবার পূর্ব্বে আত্ম কর্তৃত্ব বিসর্জ্জন করা, আদেশ হইলে পর উত্ত্যক্ত না হওয়া এবং অত্যন্ত বিপদ কালেও প্রেমের উচ্ছ্বাস হওয়াই সন্তোষ।

৪৫। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "যোগী যে যে গোপানে পদার্পণ করেন তাহা কিরূপ?" তিনি উত্তর দিলেন "প্রথম স্তম্ভিত হওয়া, ২য় দীনতা, ৩য় যোগ, চতুর্থ জীবন লাভ।"

৪৬। তাপস আবু আলি মোহাম্মদ বলিয়াছেন "যাহার এমত নীতি শিক্ষা নাই যে, তাহাকে সেবা ও সহবাসের নীতি শিক্ষা দেন, নিষিদ্ধ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করেন, দুষ্ক্রিয়ার মন্দ ফল জ্ঞাপন করেন, এবং ইন্দ্রিয় কর্তৃক প্রবঞ্চনা ও আত্মগৌরব বুঝাইয়া দেন, তাহার কোন প্রকার আচরণ বিশুদ্ধ হয়না।"

৪৭। মহর্ষি হাতেম আসম বলিয়াছেন "মন চারি প্রকার—মৃত মন, রুগ্ন মন, অলস মন এবং সুস্থ মন। কাফেরের মন মৃত; পাপীর মন রুগ্ন; লোভী ও ঔদারিক দিগের মন অলস; আর যাহারা সাধন ভজনায় অবহিত, তাহাদিগের মন সুস্থ।"

৪৮। তিনিই বলিয়াছেন "চারি অবস্থাতে আত্মানুসন্ধান করিও;— নিষ্কপটে সদনুষ্ঠান করিতেছ কি না; নিস্পৃহ ভাবে কথা কহিতেছ কি না; উপকারের প্রত্যাশা শূন্য হইয়া দান করিতেছ কি না, অকৃপণ হইয়া ধন রক্ষা করিতেছ কি না।"

৪৯। মহাত্মা জনেদ বোগ্দাদী বলিয়াছেন "যে চক্ষু ঈশ্বরের শাসনাধীন থাকিয়া দৃষ্টি করেনা, তাহা অন্ধ হওয়া ভাল, যে জিহ্বা ঈশ্বর প্রসঙ্গে রত নহে, তাহা মূক হওয়া ভাল; যে কর্ণ সত্য শ্রবণে প্রবৃত্ত নয়, তাহা বধির হওয়া ভাল এবং যে দেহ ঈশ্বরের সেবায় আসিলনা তাহার পতন হওয়া ভাল।"

৫০। মহাত্মা বাএজিদ বোস্তামী বলিয়াছেন "যিনি সাধনারূপ অস্ত্রে সমুদয় কামনার মস্তক ছেদন করেন, তাঁহার নিজের আশঙ্কা অভিলাষ, ঈশ্বরের প্রেমে অদৃশ্য হইয়া যায়; ঈশ্বর যাহা কহেন, তাহাকেই প্রেম করেন; এবং যাহা তাঁহার ইচ্ছা, তাহাই কামনা করেন; তিনিই প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত কর্ম্মী।"

৫১। মহর্ষি আওল হোসেন খর্কানী বলিয়াছেন "যে দলে আমি আছি, তাহার অগ্রে পরমেশ্বর, পশ্চাতে মহাপুরুষ মোহাম্মদ (সল), মধ্যে গ্রন্থ ও ধর্ম্ম বিধি এবং পৃষ্ঠ দেশে মহাপুরুষের ধর্ম্মবন্ধুগণ; ধন্য তাঁহারা যাহারা এই দলে আছেন।"

৫২। তিনিই বলিয়াছেন "যাত্রা চতুর্ব্বিধ;—পদব্রজে যাত্রা, মানসিক যাত্রা, আকাঙ্ক্ষায় যাত্রা এবং আত্ম বিনাশে যাত্রা।"

৫৩। "মুখবন্ধ কর, ঈশ্বর প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কথা বলিবেনা; হৃদয়কে বন্ধ কর, ঈশ্বর চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করিবেনা কর্ম্মানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয় বন্ধ কর, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্য করিবেনা এবং বৈধ ভোগ ব্যতীত অবৈধ ভোগ করিবেনা।"

৫৪। তিনিই বলিয়াছেন "শরীর, মন, ধন ও বাক্যদ্বারা লোকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে অপরাধ করে। যদি শরীর তাঁহার সেবাতে, বাক্যকে তাঁহার গুণানুবাদে নিযুক্ত রাখ, তাহা হইলেও অগ্রসর হইতে পারিবেনা। মন তাহাতে অর্পণ ও যাহা কিছু আছে তাহা বিতরণ না করিলে হইবেনা। যখন চারি বস্তু উৎসর্গ করিবে, তখন চারি বস্তু প্রাপ্ত হইবে;—তেজ, প্রেম, ঈশ্বরে জীবন এবং তাঁহার একত্বে গতি।

৫৫। মহর্ষি আবু এস্‌হাক গারজোনির মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইলে অনুবর্ত্তিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; তিনি বলিলেন "সত্বরই আমি ইহলোক হইতে যাত্রা করিব। আমি চারিটী বিষয় নির্দ্ধারণ করিতেছি পালন করিবে। যিনি আমার স্থলবর্ত্তী হইবেন, তাঁহাকে সম্মান ও সগৌরবে রাখিবে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে;—প্রাতঃকালে নিত্য কোরান শরিফ পাঠ করিবে; কোন পরিব্রাজক ও দুঃখী লোক গৃহে উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতি আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিবে; তাহাকে বিদায় দিবেনা যে অন্যের বাড়ী গমন করে; সকলের প্রতি মন সরল রাখিবে।

৫৬। তিনিই বলিয়াছেন "চারি জনের নিকটে শূন্য হস্তে যাইওনা;—পরিবারের নিকটে, যোগীর নিকটে, সুফীর নিকটে এবং রাজার নিকটে।"

৫৭। তাপস মোহাম্মদ আলি ওরমজি, "উন্নত কে? মুক্ত কে? কর্ত্তা কে? এবং জ্ঞানী কে?" এই চারিটী প্রশ্ন হইলে বলিয়াছেন;—পাপ যাহাকে নত করে নাই, সেই উন্নত; লোভ যাহাকে দাস করিয়া রাখে

নাই, সেই মুক্ত; শয়তান যাহাকে বন্দী করে নাই, সেই কর্ত্তা এবং যিনি ঈশ্বরের জন্ত নিবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং নিজের বিষয় ভাবেন তিনিই জ্ঞানী।"

৫৮। মহাত্মা সহল তস্তরী বলিয়াছেন "চারিটী বিষয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে তপস্যা খাঁটী হইয়া থাকে; অপূর্ণ ভোজন, মান বর্জ্জন; দীনতা এবং সন্তোষ।"

৫৯। তিনিই বলিয়াছেন "ঈশ্বর ভিন্ন কোন সাহায্যকারী নাই; ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ ভিন্ন কেহ পথ প্রদর্শক নাই; বিষয়ে নিবৃত্তি ভিন্ন কোন পথ সম্বল নাই; এবং ধৈর্য্য ভিন্ন কার্য্য নাই।"

৬০। তিনি আরও বলিয়াছেন "এমন দিন যায় না যে, ঈশ্বর উচ্চৈঃস্বরে এরূপ বলেন না "হে আমার দাস তুমি ন্যায়াচরণ করিলেনা; আমি তোমাকে আপন সন্নিধানে আহ্বান করিতেছি, তুমি অন্যের নিকট যাইতেছ; আমি তোমা হইতে বিপদরাশি নিবারণ করিতেছি, তুমি পাপেতে লিপ্ত হইতেছ। হে আদমের বংশধর! পরকালে যখন আমার নিকট উপস্থিত হইবে তখন কি উত্তর দিবে?"

৬১। আরও বলিয়াছেন "ফল পরিবর্ত্তনের প্রথম অবস্থা সত্য স্বীকার, দ্বিতীয় অবস্থা সংসার বৈমুখ্য, তৃতীয় অবস্থা জীবনের পরিবর্ত্তন এবং চতুর্থ অবস্থা ক্ষমা প্রার্থনা। স্বীকার করা কার্য্যে, বৈমুখ্য অন্তরে, পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এবং ক্ষমা প্রার্থনা অপরাধ হইতে হওয়া আবশ্যক।"

৬২। আরও বলিয়াছেন "তিনিই প্রকৃত সুফী—যিনি মলিনতা হইতে মুক্ত, সচ্চিন্তা যুক্ত, ঈশ্বরের নৈকট্য বশতঃ যাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন এবং যাঁহার চক্ষুতে ধূলি ও স্বর্গ একই সমান।"

৬৩। আরও বলিয়াছেন "চারিটী বিষয়ে বিরাগী হওয়া আবশ্যক। যাহা কিছু পরে শৌচাগারে বিসর্জ্জিত হইবে, সেই খাদ্য হইতে বৈরাগ্য; যাহা পরে জীর্ণ ও শীর্ণ হইবে, সেই পরিচ্ছদ হইতে বৈরাগ্য; যাহাদের সঙ্গে পরে বিচ্ছেদ হইবে, সেই ভ্রাতৃগণ সম্বন্ধে বৈরাগ্য এবং পরিণামে যাহা ধ্বংস হইবে, সেই সংসারের সম্বন্ধে বৈরাগ্য।"

৬৪। এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। তিনি বলেন "বাক সংযমে, অনিদ্রায়, অল্পাহারে, এবং নির্জ্জনতায় তোমার পরিত্রাণ।"

৬৫। মহাত্মা সয়রী সকৃতী বলিয়াছেন "দরবেশ সূর্য্য সদৃশ, তিনি সর্ব্বত্র জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করেন; তিনি পৃথিবী সদৃশ, সকলের ভার বহন করেন; তিনি জল সদৃশ, তাঁহা হইতে সকল হৃদয় সঞ্জীবিত হয় এবং তিনি অনল সদৃশ, তাঁহা হইতে জগত আলোকিত হয়।"

৬৬। তাপস প্রবর মহাত্মা আবু আলী শকীক বলিয়াছেন, "সপ্ত-শতাধিক গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার ও বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছি, সার জানিয়াছি যে, জগতে চারিটী বিষয়ে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ হয়। তাহা এই;— জীবিকা বিষয়ে নিশ্চিন্ততা; সৎকার্য্যে অনুরাগ, পাপ পুরুষের সঙ্গে শত্রুতা, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া।"

৬৭। সাধু শ্রেষ্ঠ মহাত্মা সুফীয়ান সুরী বলিয়াছেন, "সাধনার প্রথমাবস্থায় নির্জ্জনতা, তৎপর জ্ঞানান্বেষণ, তদনন্তর জ্ঞানানুসারে কার্য্য সাধন, অবশেষে তাহা প্রচার করন।"

৬৮। তিনিই বলিয়াছেন, "এই চারি শ্রেণীর লোক সমধিক প্রিয়; অনাসক্ত বিদ্বান; তত্ত্বজ্ঞ সাধু; বিনম্র ধনী; এবং কৃতজ্ঞ দরিদ্র।"

৬৯। তাপস প্রবর আবু আব্দুল্লা জল্লা বলিয়াছেন "লোকের স্তুতি ও নিন্দা যাহার নিকট তুল্য, তিনিই বিরাগী পুরুষ; যিনি প্রথম বেলা হইতেই বিহিত সাধনায় স্থিতি করেন, তিনি সাধক; যিনি সমুদয় ক্রিয়া ঈশ্বর হইতে হইতেছে এরূপ দর্শন করেন, তিনি একেশ্বরবাদী; এবং যিনি সংসারকে নশ্বররূপে দর্শন করেন, তিনি বৈরাগ্যাশ্রিত ব্যক্তি।

৭০। তাপস প্রবর এবনে আতা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সাধুদিগের নীতি লাভ করেন, তাঁহাকে অলোকিকতা ভূমির সাধুতা দেওয়া হয়; যিনি যোগীদিগের নীতি লাভ করেন, তাঁহাকে ঐশ্বরিক সান্নিধ্য ভূমির সাধুতা প্রদত্ত হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠদিগের নীতি প্রাপ্ত হন, অনুরাগ ভূমির সাধুতা তাঁহার হইয়া থাকে এবং যে জন নীতি হইতে বঞ্চিত হয়, সে সমুদয় করুণা হইতে বঞ্চিত।"

৭১। তিনিই বলিয়াছেন "বিদ্যা চারি প্রকার;— তত্ত্ব বিদ্যা, ঈশ্বরার্চ্চনা, পরিচর্য্যা বিদ্যা, দাসত্ব বিদ্যা।"

৭২। তাপস ইয়াকুব নহরজরী বলিয়াছেন, "সংসার সমুদ্র; তাহার পারে পরলোক, বিষয় নিবৃত্তি তাহার তরী এবং মানুষ তাহার যাত্রিক।"

৭৩। তিনিই বলিয়াছেন, "যাহার অন্ন যোগে তৃপ্তি, এখানে সে সর্ব্বদা ক্ষুধার্ত্ত; যাহার ধন সম্পত্তিতে ঐশ্বর্য্য, সে সর্ব্বদা দরিদ্র থাকে; যে ব্যক্তি লোকের নিকট প্রার্থনা করে, সে সর্ব্বদা বঞ্চিত থাকে; এবং যে জন স্বীয় কার্য্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী না হয়, সে সর্ব্বদা লাঞ্ছিত হইয়া থাকে।"

৭৪। তিনি আরও বলিয়াছেন, "মূঢ় লোকের সংসর্গ হইতে দূরে থাকা, জ্ঞানী লোকের সঙ্গ করা, জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করা এবং সর্ব্বদা স্মরণ মননে নিরত থাকা, এই চারিটী বিষয় ঈশ্বরের পথ।"

৭৫। তাপস আবুল হোসেন বোসকী বলিয়াছেন, "চারিটী বিষয়ে ইস্লাম ধর্ম্ম লোককে পরিত্যাগ করে:—যে বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়, তদনুসারে কার্য্য না করা; যে বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহার শিক্ষা দান না করা; জ্ঞানার্জ্জনে লোকদিগকে নিবারণ করা।"

৭৬। তিনিই বলিয়াছেন, "প্রেম এক প্রভাশালী বস্তু; তাহার চারিটী অবস্থা প্রকাশ পায়;—নিরন্তর ঈশ্বরের গুণানুবাদে আনন্দ লাভ, ঈশ্বর গুণানুবাদে মহা অনুরাগ স্থাপন, বিষয়ানুরক্তি ছেদন ও ঈশ্বর বিচ্ছেদের কারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া, এবং আপন অপেক্ষা ও তাঁহা ভিন্ন যাহা কিছু আছে, সে সমুদয় অপেক্ষা তাহাকে শ্রেষ্ঠতা দান করা।"

৭৭। তিনি আরও বলিয়াছেন "ঈশ্বর প্রেমিক দিগের গুণ এই যে, প্রথমে তাঁহাদের প্রেম প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে অর্পিত হয়; পরে তাহাদের কার্য্য চতুর্ব্বিধ ভূমিতে হইয়া থাকে। যথা;—প্রীতি, ভীতি, লজ্জা এবং ঈশ্বর সম্মাননা।"

৭৮। তাপস প্রবর আবদুল্লা মনাজেল বলিয়াছেন, "সাধনায় সত্বরতা ঈশ্বরানুকূল্যের লক্ষণ; বিরুদ্ধাচার হইতে আপনাকে নিবৃত্ত রাখা আত্মদৃষ্টির লক্ষণ; নিগূঢ় তত্ত্বের সম্মাননা আন্তরিক চেতনার লক্ষণ এবং আত্মাভিমান সহ গৃহ হইতে বহির্গত হওয়া মানবীয় ভাবের লক্ষণ।

৭৯। মহাত্মা আবু আলী আহ্মদ রূদবারী বলিয়াছেন, "সাধক এই চারিটী বিষয় হইতে শূন্য নহেন;—এরূপ সম্পদ যাহা কৃতজ্ঞতার কারণ হয়; এরূপ উপকার যাহা আলোচনার কারণ হয়; এরূপ ক্লেশ যাহা ধৈর্য্যের কারণ হইয়া থাকে এবং এরূপ দুর্গতি যাহা ক্ষমা প্রার্থনার কারণ হয়।"

৮০। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "সেবকের উপাসনা চারি প্রকার ;— অঙ্গীকার পালন, ন্যায়ের সীমা অতিক্রম না করা, কোন বস্তু খোয়া গেলে তাহাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করা এবং যাহা হস্তে বা অধিকারে আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে।"

৮১। মহাত্মা জাফর ছাদেক (রাজ) বলিয়াছেন, "চারি ব্যক্তির সহবাসে শান্ত থাকিবে ; প্রথম মিথ্যাবাদী, তাহার সঙ্গ করিলে সর্ব্বদা প্রতারিত হইবে ; দ্বিতীয় নির্ব্বোধ, সে যদ্যপি শুভ আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার কারণে তোমার অশুভ হইবে ; তৃতীয় কৃপণ, সে নিজের জন্য তোমার অধিকাংশ সময় অপচয় করিবে ; চতুর্থ হৃদয় হীন লোক, অভাবের সময়ে সে তোমাকে বিনষ্ট করিবে।"

৮২। মহাত্মা আবু ওস্মান হায়রী বলিয়াছেন, "ঈশ্বর সম্বন্ধে দীনতা, ঈশ্বরের পদার্থ সম্বন্ধে নিস্পৃহা, ঈশ্বর ধ্যান এবং তাহারই আরাধনা হৃদয়ের কল্যাণ।"

৮৩। মহাত্মা এব্রাহিম আদহম বলিয়াছেন, "আমি যাত্রার জন্য চারিটি বাহন রাখিয়াছি। যখন কোন সম্পদ উপস্থিত হয়, তখন কৃতজ্ঞতার বাহনে আরোহণ করি এবং অগ্রসর হই ; যখন উপাসনা করিতে হয়, তখন প্রেমের বাহনে আরোহণ করি ; যখন কোন বিপদ ঘটে তখন সহিষ্ণুতার বাহনে আরোহণ করি ; যখন কোন পাপাচরণ করিয়া ফেলি, তখন অনুতাপের বাহনে আরোহণ করি।"

৮৪। মহর্ষি জোন্নুন মিসরী বলিয়াছেন, "রুগ্ন মনের চারিটী লক্ষণ ;— উপাসনায় আনন্দ পায়না ; ঈশ্বরকে ভয় করেনা ; শিক্ষার নয়নে বস্তু সকলকে দেখেনা ; জ্ঞানের কথা যাহা শ্রবণ করে, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেনা।"

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চ বিষয়ক

১। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পাঁচ বস্তু ঘৃণা করে, তাহার পাঁচটী অনিষ্ট সংঘটিত হয়;—যে ব্যক্তি পণ্ডিত বিদ্বানকে ঘৃণা করে, তাহার ধর্ম্ম ক্ষয় হয়; যে ব্যক্তি উচ্চ পদস্থকে অবহেলা করে, তাহার পার্থিব উন্নতির হানি হয়; যে ব্যক্তি প্রতিবাসিদিগকে ঘৃণা করে, তাহার লাভ হানি হয়; যে ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনকে ঘৃণা করে, সে সকলেরই অপ্রিয় হয়; এবং যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে ঘৃণা করে, সে প্রকৃত আনন্দ ভোগ করিতে পারেনা।"

২। তিনিই বলিয়াছেন, "সত্বর এক কাল আসিবে—যখন আমার মণ্ডলী (ওম্মত) পাঁচ বস্তু বিস্মৃত হইয়া আর পাঁচ বস্তু ভাল বাসিবে;—পরকাল ভুলিয়া ঘর বাড়ীই ভাল বাসিবে; পরকালের হিসাব নিকাশের কথা ভুলিয়া পার্থিব ধন সম্পত্তিই ভাল বাসিবে; স্বর্গীয় হুরের (সুরবালা) কথা ভুলিয়া নিজ স্ত্রীকেই ভাল বাসিবে এবং ঈশ্বরকে ভুলিয়া নিজেকেই ভাল বাসিবে। এমত লোক আমার প্রতি বিরক্ত, আমিও তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।"

৩। তিনি আরও বলিয়াছেন, "ঈশ্বর কাহাকে পাঁচ কার্য্যে কৃতকার্য্য করা মাত্রই তাহাকে অন্য পাঁচ বস্তু দান করেন, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেই, তাহাকে অধিক দান করেন; * ঈশ্বরকে কায়মনে ডাকিলেই তিনি তাহার উত্তর দেন; মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেই তাহাকে মার্জ্জনা করেন; তওবা করিলেই তাহা গ্রহণ করেন এবং সাদকা (দান) দিলেই তাহা মঞ্জুর করেন।"

---

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার, ঈশ্বরকে ডাকা, মার্জ্জনা প্রার্থনা, তওবা করা এবং ছাদকা দেওয়া এই পাঁচটী কার্য্য ও ঈশ্বরই করাইয়া থাকেন, এইরূপ বলিতে হইবে।

৪। মহাত্মা আবু বকর সিদ্দিক (রাজ) বলিয়াছেন, "যেমন ৫টী অন্ধকার আছে, সেইরূপ তাহার ৫টী আলোও আছে। সংসার অন্ধকার, পবিত্রতা তাহার আলো; পাপ অন্ধকার, তওবা (পাপ পরিত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্প) তাহার আলো; কবর অন্ধকার, কলমা তৈয়ব * তাহার আলো; পরকাল অন্ধকার, সৎকার্য্য তাহার আলো; এবং পুল-সিরাত অন্ধকার, বিশ্বাস তাহার আলো।"

৫। মহাত্মা ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন যে "প্রেরিত মহাপুরুষকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "যদি ভবিষ্যৎ বলা না হইত, তবে আমি সাক্ষ্য দিতাম যে এই পাঁচ ব্যক্তি অবশ্যই স্বর্গবাসী,—বড় পরিবার পালক দরিদ্র, স্বামী অনুরক্তা রমণী, যে রমণী তাহার প্রাপ্য দেনমহর স্বামীকে দান করে, যে সন্তানের প্রতি তাহার পিতা মাতা সন্তুষ্ট থাকে এবং যে ব্যক্তি স্বীয় পাপের অনুতাপ করিয়া তওবা করে।"

৬। মহাত্মা ওস্মান (রাঃ) বলিয়াছেন, "পাঁচ কার্য্য বিশ্বাসীদিগের লক্ষণ;—যে ব্যক্তি ধর্ম্ম শিক্ষালঙ্কারে অলঙ্কৃত নহে, তাহার সংসর্গে না থাকা; স্বীয় জিহ্বা এবং রিপুকে দমন করা; পার্থিব কোন মূল্যবান্ দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা অল্প বিষয় জ্ঞান করা; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন ক্ষুদ্রতম বস্তু প্রাপ্ত হইলেও তাহা যত্ন লব্ধ বহুমূল্য জ্ঞান করা; বৈধ সামগ্রীদ্বারা ও (অবৈধ সামগ্রী মিলিত হওয়ার আশঙ্কায়) উদর পূর্ণ না করা এবং অপর সকলকে উদ্ধার প্রাপ্ত ও নিজেকে বিপদগ্রস্থ মনে করা।"

৭। তিনিই বলিয়াছেন, "জগতে পাঁচটী বস্তু না থাকিলে সকল মনুষ্যই ধার্ম্মিক ও সাধু হইত;—স্বীয় মূর্খতায় সন্তুষ্ট থাকা, পার্থিব ঐশ্বর্য্যে লোভ করা, অতিরিক্ত দ্রব্যে ও কৃপণতা করা, দেখাইয়া সৎকার্য্য করা এবং স্বীয় মতই বলবৎ জানা।"

৮। সমগ্র পণ্ডিত বিদ্বান বর্গের একমতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষ মোহাম্মদকে (সাল) পাঁচটী পুরস্কারে পুরস্কৃত

* লাএলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদর্ রছুলল্লাহে (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন ঈশ্বর নাই ও মহাম্মদ (দ) তাঁহারই প্রেরিত। ঈশ্বর বিশ্বাস থাকিলে পুল সিরাতে অন্ধকার থাকিবে না।

করিয়াছেন ;—নামে, শরীরে, দানে, ভ্রমে এবং সন্তুষ্টিতে। নামে এই জন্য যে রসুল বা নবি বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। অন্যান্য সমুদয় প্রেরিত পুরুষকে মুসা, ইউসফ, এব্রাহিম প্রভৃতি নাম করিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। শরীরে এই জন্য যে প্রেরিত মহাপুরুষ যখন যে কোন বিষয় প্রার্থনা করিয়াছেন, ঈশ্বর স্বয়ং তাহার উত্তর দিয়াছেন ; অন্য কোন নবীর সহিত এরূপ করেন নাই। দানে এই জন্য যে ঈশ্বর তাঁহাকে বিনা প্রার্থনায় দান করিয়াছেন। ভ্রমে এই জন্য যে তাঁহার দোষ হইবার পূর্ব্বেই তাহা মার্জ্জনার উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—(আফাল্লাহো আন্‌কা)। সন্তুষ্টিতে এই জন্য যে তিনি, যে সাদকা, যে ফিদিয়া, এবং যে সদ্ব্যয় করিয়াছেন, ঈশ্বর অন্যান্য নবীগণের বিপরীত তাহা অগ্রাহ্য করেন নাই।"

৯। মহাত্মা আবদুল্লা (ওমরের পুত্র) বলিয়াছেন "যাঁহার পাঁচ কার্য্য অভ্যস্ত হইবে, তিনি ইহকাল ও পরকালে ভাগ্যবান ; 'লাএলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদোর রসুলোল্লাহে' * এই কথা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জপ করা ; কোন বিপদে পতিত হইলে "ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে রাজেউন" (আমি ঈশ্বরের আশ্রিত ও অর্পিত এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাগত হইতেছি) "অ লাহাওলা অ লা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহেল আলিএল আজিম" (সেই মহান্ উচ্চতম ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত আমার কোন সাধ্য ও শক্তি নাই) এই কথা বলা ; কোন সামগ্রী (নেয়ামত) প্রাপ্ত হইলে "আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে রব্বেল আলামিন" (সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই ঈশ্বরের, যিনি সমুদয় জীব জন্তুর প্রতিপালক) এই কথা বলা ; কোন কার্য্যারম্ভ করিলে "বিসমেল্লাহের রহমানের রহিম" (সেই করুণাময় পরম দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি) এই কথা বলা ; যখন কোন কুকার্য্য সঙ্ঘটিত হয়, তখন "আস্তাগ্‌ফেরেল্লোহাল্ আজিম অ আতুবো এলায়হে" (মহান্ ঈশ্বরের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি) এই কথা কায়মনে উচ্চারণ করা।"

১০। মহাত্মা হাসন বসরী বলিয়াছেন, "তৌরিতে এই ৫টী কথা লিখিত আছে ;—অল্পে তুষ্টিতে (কানায়াত) ঐশ্বর্য্য লাভ, নির্জ্জনতায় পরিত্রাণ

---

* আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নাই এবং মোহাম্মদ (দ) তাঁহার প্রেরিত।

ও কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগে সম্মান লাভ (১), অনেক দিনে প্রকৃত ভোগ হয় এবং অল্পকাল সহিষ্ণুতা থাকে (২)।

১১। মহাত্মা ইয়াহ্ইয়া (মায়াজের পুত্র) বলিয়াছেন, "যাহার উদর পূর্ণ থাকে, তাহার মাংস বৃদ্ধি পায়; যাহার মাংস বৃদ্ধি পায়, তাহার ইন্দ্রিয়াশক্তি বৃদ্ধি পায়; যাহার ইন্দ্রিয়াশক্তি অধিক, তাহার পাপ বৃদ্ধি পায়; যাহার পাপ বৃদ্ধি পায়, তাহার হৃদয় কঠিন হয়; এবং যাহার হৃদয় কঠিন, সে বিপদ সাগরে নিমগ্ন হয়।"

১২। প্রেরিত মহাপুরুষ (স) বলিয়াছেন, "পাঁচ বস্তুর পূর্ব্বে পাঁচ বস্তুকে অতি সৌভাগ্য বিবেচনা কর;—যৌবন বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বে, স্বাস্থ্য, ব্যাধির পূর্ব্বে, ঐশ্বর্য্য দরিদ্রতার পূর্ব্বে, জীবন মরণের পূর্ব্বে এবং অবকাশ নিয়োগের পূর্ব্বে।"

১৩। মহাত্মা সুফিয়ান সৌরি বলিয়াছেন, "ধনীর পাঁচ বস্তু এবং দরিদ্রের পাঁচ বস্তু অভীপ্সিত; মনের শান্তি, হৃদয়ের প্রফুল্লতা, ঈশ্বরের সেবা, হিসাবের লঘুত্ব এবং উচ্চপদ দরিদ্রের। আর আত্মার ব্যস্ততা (৩), মনের কষ্ট, সংসারের সেবা, হিসাবের গুরুত্ব এবং নিম্নপদ (পারলৌকিক) ধনীর মনোনীত (৪)।"

১৪। সাধু আবদুল্লা আন্তাকী বলিয়াছেন, "সৎলোকের সংসর্গ, কোরান পাঠ, উদর পূর্ণ রাখা, রাত্রিতে উপাসনা এবং প্রভাতে প্রার্থনা এই ৫টী হৃদয়ের ঔষধ স্বরূপ।"

---

(১) কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গেলে নানা লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়। সুতরাং তাহা পরিত্যাগে মান ও সন্মান বজায় থাকে।

(২) কোন কার্য্য করিতে গেলে শীঘ্রই তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়না। এইরূপ সহিষ্ণুতার যাতনা অনেক দিন ভোগ করিতে হয় না। কারণ কোন বিপদ বা যন্ত্রণা সহ্য করিলে অচিরে তাহার উপশম হইয়া থাকে, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম।

(৩) ধন সংগ্রহ করিতে গেলে নানা যত্ন ও কষ্ট করিতে হয়, সুতরাং তাহার অশান্তি ও ব্যস্ততা অনিবার্য্য।

(৪) ধনীর নিম্ন পদ মনোনীত হওয়া স্বেচ্ছায় নহে, বরং কার্য্যে। কারণ ধন সংগ্রহ করিতে গেলেই নানা অসদুপায় অবলম্বন করিতে হয় ও সদনুষ্ঠান অতি বিরলই হইয়া থাকে। সুতরাং পারত্রিক নিম্নপদ তাহার অবশ্যম্ভাবী।

১৫। সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলীর একমতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ৫ প্রকার চিন্তায় ৫ বস্তুর সৃষ্টি হয়;—ঈশ্বর বচনে চিন্তা হইতে একেশ্বর বাদিতা ও বিশ্বাস জন্মে, ঈশ্বরদত্ত সামগ্রী চিন্তা হইতে ভালবাসা ও প্রণয়ের সঞ্চার হয়, ঈশ্বরের সুসংবাদ (ওয়াদা) চিন্তা হইতে আগ্রহ জন্মে, ঈশ্বরের ভয় প্রদর্শন (অইদ) চিন্তা হইতে আশঙ্কার উৎপত্তি হয়, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ থাকা স্বত্বেও তাহার কার্য্যে ক্রুটী হয়, এই চিন্তা হইতে লজ্জার উদ্রেক হয়।"

১৬। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন, "পবিত্রতার সম্মুখে ৫টী বাধা আছে। যে ব্যক্তি তাহা অতিক্রম করিতে পারে, সেই প্রকৃত পবিত্র;—সুখ ভোগ ছাড়িয়া, ক্লেশ ভোগ স্বীকার করা; বিশ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, শ্রম স্বীকার করা; সম্মান ছাড়িয়া, অপদস্থতা স্বীকার করা; বহু ভাষিতা ছাড়িয়া, অল্প ভাষিতা স্বীকার করা; এবং জীবন পরিত্যাগ করিয়া, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকা।"

১৭। প্রেরিত মহাপুরুষ (স) বলিয়াছেন, "কাণে কাণে কথা বলা, গোপনীয় কথা রক্ষা করে; সাদকা, ধন রক্ষা করে; কায়মনচিত্ত, সৎকার্য্য রক্ষা করে; সত্যবাদিতা, বাক্য রক্ষা করে এবং পরামর্শ, জ্ঞান রক্ষা করে।"

১৮। তিনিই বলিয়াছেন, "ধন সংগ্রহ করিতে গেলে এই পাঁচটী কার্য্য করিতে হয়;—ঈশ্বর স্মরণে বিরত থাকা, চোর দস্যু হইতে ভীত থাকা, স্বয়ং কৃপণের নাম ধারণ করা, এবং সৎলোকের সংসর্গ ত্যাগ করা।"

(ক) "এইরূপ ধন পরিত্যাগ করিতে গেলে, পাঁচ কার্য্য আবশ্যক,—আত্ম-শান্তি অন্বেষণ, ঈশ্বর-স্মরণে অবকাশ অন্বেষণ, দস্যু ও চোরের ভয় না করা, দাতা নাম ধারণ করা, এবং সৎলোকের সংসর্গ ধারণ করা।" (১)

১৯। মহাত্মা সুফিয়ান সৌরী বলিয়াছেন, "অতি আশা, অত্যন্ত লোভ, অতি কৃপণতা, ধর্ম্মকার্য্যে ন্যূনতা, এবং পরকাল-বিস্মৃতি এই পাঁচটী কার্য্য ব্যতীত অধুনা কেহ ধনী হইতে পারেনা।"

২০। কবি বলিয়াছেন "হে পার্থিব সুখ সম্পদ অন্বেষণকারী, প্রতি দিনই সংসারের এক একটী বন্ধু আসিয়া জুটিতেছে। সংসারে একবার এক

(১) অর্থাৎ এই কএকটী কার্য্য করিলে তাহার ধন সংগ্রহ হইতে পারেনা।

স্বামী গ্রহণ করিয়া অচিরে তাহাকে বিনাশ করত আবার অন্যের হস্তে অর্পিত হয়। সংসার তাহার প্রার্থীও ও অন্বেষণকারীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না। যাহাকে পায় তাহাকেই বিনাশ করে। আমিও সংসার-লোভ-মোহে মোহিত ও মুগ্ধ আছি। ওদিকে বিপদ সকল আমার শরীরে ধীর পাদ বিক্ষেপে কার্য্য করিতেছে। তোমরা মৃত্যুর আয়োজন কর। কারণ 'আর রহিল' 'আর রহিল' (বিদায়, বিদায়) রব উত্থিত হইয়াছে।"

২১। মহর্ষি হাতেম আসম বলিয়াছেন, "ক্ষুধার্ত্ত অতিথি উপস্থিত হইলেই তাহাকে অন্ন দান করা, বয়ঃপ্রাপ্ত হইবামাত্রই কন্যার বিবাহ দেওয়া, মৃত্যু হওয়া মাত্রই তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করা, ঋণ হইবামাত্রই তাহা পরিশোধ করা এবং পাপ সঙ্ঘটিত হইবামাত্রই তাহা হইতে তওবা করা, এই পাঁচটী ব্যতিত অন্য কার্য্যে তাড়াতাড়ি করা শয়তানের কার্য্য।

২২। মহাত্মা মোহাম্মদ (হুরীর পুত্র) বলিয়াছেন, "শয়তান পাঁচ কারণে হতভাগ্য;—সে পাপ করিয়া স্বীকার করে নাই, লজ্জিত হয় নাই, আত্ম গ্লানি করে নাই, অনুতপ্ত হয় নাই, এবং ঈশ্বরানুগ্রহ হইতে নিরাশ হইয়াছে। আর মহাপুরুষ আদম (আলা) পাঁচ কারণে ভাগ্যবান্;—তিনি পাপ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন, লজ্জিত হইয়াছেন, আত্মগ্লানি করিয়াছেন, সত্বর তোবা করিয়াছেন এবং ঈশ্বরানুগ্রহ হইতে নিরাশ হন নাই। (১)

২৩। মহর্ষি শকিক বলখী বলিয়াছেন "পাঁচ কার্য্য করা তোমাদের একান্ত উচিত;—যত আবশ্যক তত ঈশ্বরোপাসনা করিবে, (২) জীবন পরিমাণ ধন সংগ্রহ করিবে, শাস্তি সহন-সাধ্য মত পাপ করিবে; এবং স্বর্গে যে পদ চাও তৎপরিমাণে সৎকার্য্য করিবে।"

---

(১) সুতরাং আদমের ন্যায় কার্য্য করা ও শয়তানের ন্যায় না করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

(২) লোকের সর্ব্বদাই ঈশ্বরের আবশ্যক। সুতরাং সর্ব্বদা তাঁহার উপাসনা কর। জীবন নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং অধিক ধন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইওনা। এবং শাস্তিভোগ করিবার সাধ্য তোমার একেবারেই নাই, অতএব পাপ করিওনা। কবরে কেয়ামত পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে, অতএব প্রচুর সম্বল (পুণ্য) সংগ্রহ কর।

২৪। মহাত্মা ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন, "সমুদয় বন্ধুই দেখিলাম; কিন্তু জিহ্বা সংযত রাখার ন্যায় বন্ধু আর নাই; সমুদয় বস্ত্রই দেখিলাম, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যের ন্যায় বস্ত্র আর নাই; সমুদয় ধন সম্পত্তিই দেখিলাম, কিন্তু অল্পে তুষ্টির (কানায়াতের) ন্যায় ধন আর নাই; সকল রকম সদনুষ্ঠানই দেখিলাম, কিন্তু উপদেশের ন্যায় সদনুষ্ঠান আর নাই; সর্ব্ব প্রকার সামগ্রীই দেখিলাম, কিন্তু সহিষ্ণুতার ন্যায় সামগ্রী আর নাই।"

২৫। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন, "ঈশ্বরে নির্ভর করা, মানব সংসর্গে বিরক্তি, কার্য্যে একাগ্রতা, দৌরাত্ম্যে সহিষ্ণুতা, এবং যাহা আছে তাহাতেই তুষ্ট থাকা, এই পাঁচটী কার্য্য পবিত্রতা ও দোষ পরিশূন্যতার মূল।"

২৬। কোন ধর্ম্মাত্মা বলিয়াছেন (প্রার্থনায়) "প্রভো অতি আশায় প্রতারিত হইয়াছি। সংসারাসক্তি আমায় নিরাশ করিয়াছে; কুপ্রবৃত্তি আমার সত্য পথ-ভ্রষ্ট করিয়াছে, শয়তান আমায় বিপথগামী করিয়াছে এবং অসৎ সংসর্গ পাপের সাহায্য করিয়াছে। হে প্রার্থনা গ্রহণকারি! তুমি আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর, হে দয়াময়, তুমি দয়া না করিলে আর কে করিবে?"

২৭। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন "সত্বরই এক কাল আসিবে যখন আমার মণ্ডলী পাঁচ কার্য্য ভুলিয়া অন্য পাঁচ কার্য্য ভাল বাসিবে; পরকাল ভুলিয়া সংসার ভাল বাসিবে, মরণ ভুলিয়া জীবন ভাল বাসিবে, কবরের কথা ভুলিয়া গৃহদ্বার ভাল বাসিবে, পরলোকের হিসাব নিকাশ ভুলিয়া পার্থিব ধন সম্পত্তি ভাল বাসিবে, এবং স্রষ্টাকে ভুলিয়া সৃষ্টকেই ভাল বাসিবে।"

২৮। মহাত্মা ইয়হ্‌ইয়া (মায়াজের পুত্র) প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "হে ঈশ্বর! তোমার প্রার্থনা ব্যতীত আমার রাত্রি ভাল লাগেনা; তোমার উপাসনা ব্যতীত দিবস ভাল লাগেনা; তোমার স্মরণ ব্যতীত সংসার ভাল লাগেনা; তোমার ক্ষমা ব্যতীত পরকাল ভাল লাগেনা, হে ঈশ্বর! তোমার দর্শন ব্যতীত স্বর্গও ভাল লাগেনা।"

২৯। মহাত্মা শাহ্‌ শুজা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অশুদ্ধ দর্শন হইতে নয়নকে রক্ষা করেন, কাম্য বস্তুর ভোগ হইতে শরীরকে রক্ষা করেন, নিত্য ধ্যানযোগে অন্তরকে নির্ম্মল রাখেন, ধর্ম্ম বিষয়ানুসরণ করিয়া চরিত্রকে শুদ্ধ রাখেন এবং বৈধ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে সর্ব্বদা অভ্যাস করেন, তাঁহার জ্ঞান পূর্ণ। (তাহার জ্ঞানে কোনরূপ ত্রুটী নাই)।"

৩০। মহর্ষি সহল তস্তরী বলিয়াছেন, "পাঁচটী বিষয় মানব জীবনের অমূল্য মণি ;—এমন দীনতা যে সম্পদ প্রদর্শন করে, এমন দুঃখ যে প্রসন্নতা প্রদর্শন করে ; এমন বীরত্ব যে শত্রুর প্রতি বন্ধুতা প্রদর্শন করে ; এমন নিশা জাগরণ, সাধনা ও দিবা ভাগে উপবাস যে শক্তি সামর্থ্য প্রদর্শন করে।"

৩১। মহর্ষি সররী সকৃতি বলিয়াছেন, "পাঁচটী বিষয় ভিন্ন সংসারে অন্য সমুদয়ই অতিরিক্ত। সেই পাঁচটী বিষয় এই ;—প্রাণ রক্ষণোপযোগী অন্ন, তৃষ্ণা নিবৃত্তির উপযোগী পানীয়, লজ্জা নিবারণোপযোগী বস্ত্র, বাসোপযোগী গৃহ এবং কার্য্যোপযোগী জ্ঞান।"

৩২। তিনিই বলিয়াছেন, "যে অন্তরে অন্য কিছু স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এই পাঁচটী বিষয় তাহাতে স্থিতি করেনা ;—ঈশ্বর ভয়, ঈশ্বরেতে আশা, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ঈশ্বর হইতে লজ্জা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুতা।"

৩৩। তাপস শ্রেষ্ঠ আবুল হোসেন খর্কানি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের পথে প্রথমতঃ ব্যাকুলতা, তৎপর নির্জ্জনতা, তৎপর সন্তাপ, তৎপর দর্শন, তদনন্তর চৈতন্য।"

৩৪। তাপস শ্রেষ্ঠ মহাত্মা সররী সকতি বলিয়াছেন, "বিষয়াণ্বেষণ হইতে চিত্তের নিবৃত্তি, যাহাতে ক্ষুধার শান্তি হয় তন্মাত্র খাদ্য লাভে পরিতৃপ্তি, যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হয় তন্মাত্র বসনে সম্পত্তি, প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুতে প্রাণের বিরাগ, অন্তর হইতে লোকানুরাগ বিসর্জ্জন, এ সকল বৈরাগ্যের লক্ষণ।"

৩৫। মহাত্মা আবু আলি শকিক সমরকন্দ নগরে উপদেশ দান করিতে যাইয়া লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করত বলিয়াছেন, "হে লোক সকল, হে সৃষ্ট বস্তুর উপাসকগণ, যদি তোমরা মৃত হও তবে গোরস্থানে আশ্রয় গ্রহণ কর ; যদি শিশু বালক গ্রহণ হও, তবে পাঠশালায় যাও ; যদি উন্মত্ত হইয়া থাক তবে চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর ; যদি কাফের হও, তবে লোক দিগের রাজ্যে যাইয়া বাস কর, আর যদি ঈশ্বর বিশ্বাসী হও, তবে বিশ্বাসি-দিগের নিকেতনে স্থিতি কর।"

৩৬। মহাত্মা শকিক বলখী (রাজ) কে কেহ বলিয়াছিলেন "লোকে আপনার নিন্দা করে যে আপনি অপরের শ্রমার্জ্জিত বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। আসুন, আমি সদ্গুণের পুরস্কার স্বরূপ নিয়মিত রূপে জীবিকা

দান করিব।" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন "যদি পাঁচটী দোষ না থাকিত, তবে আমি তোমার পুরস্কার গ্রহণ করিতাম; তোমার ভাণ্ডারের ক্ষতি হইবে; তোমার প্রদত্ত ধন চোরে লইয়া যাইতে পারে; হইতে পারে যে ধন দান করিয়া পরে তুমি অনুতপ্ত হও; আমার কোন ক্রটী দেখিলে আমা হইতে তাহা প্রতিগ্রহণ করিতে পার; শীঘ্র তোমার মৃত্যু হইতে পারে; তাহা হইলে আমি নিঃসম্বল হইয়া পড়িব। কিন্তু আমার এমন একজন জীবিকাদাতা প্রভু আছেন যে, আমি যে সকল দোষের কথা বলিলাম, তিনি, তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।"

৩৭। তিনি আরও বলিয়াছেন, "সাতজন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "বুদ্ধিমান কে? ধনী কে? দীনাত্মা কে? চতুর কে? কৃপণ কে?" সকলেই এই পাঁচ প্রশ্নের একই প্রকার উত্তর দিয়াছেন যে "যিনি সংসারকে ভাল বাসেননা, তিনি বুদ্ধিমান; যিনি বিধাতার দানে সন্তুষ্ট, তিনি ধনী; যাঁহার অন্তরে কামনা নাই, তিনি দীনাত্মা; সংসার যাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারেনা, তিনিই চতুর; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রদত্ত ধন দানে প্রতিরোধ করে, সে কৃপণ।"

৩৮। তপোধন এব্‌নে আতা বলিয়াছেন, "প্রত্যেক জ্ঞানেরই বিশেষ ব্যাখ্যা আছে, প্রত্যেক ব্যাখ্যারই ভাষা আছে, প্রত্যেক ভাষার বিশেষ বচন বিন্যাস আছে, প্রত্যেক বচন বিন্যাসের বিশেষ প্রণালী আছে এবং প্রত্যেক বচন বিন্যাস-প্রণালীর সমন্বয় আছে। অতএব যে ব্যক্তি এ সকলের মধ্যে পরস্পরকে প্রভেদ করিবার ক্ষমতা রাখেন, তিনিই বাগ্বিন্যাসে উপযুক্ত।"

৩৯। মহাত্মা ইউসফ আসবাত বলিয়াছেন, "ঈশ্বর প্রেমের লক্ষণ এই কয়টী;—অনুক্ষণ নির্জ্জন বাস, সংসার লিপ্ততায় মহাভীতি, গুণানুবাদে সুখাস্বাদ, সাধনায় সুখবোধ এবং আনুগত্য শৃঙ্খলাবলম্বন।"

৪০। তিনিই বলিয়াছেন, "অনুরাগের লক্ষণ এই পাঁচটী; সুখের সময় মৃত্যুকে ভালবাসা, আরোগ্যের সময় জীবনকে শত্রু মনে করা, ঈশ্বর প্রেমিকের প্রতি অনুরাগ স্থাপন করা, ঈশ্বর ব্যতীত জীবন যাপন সময়ে অস্থির হওয়া, যে মুহূর্ত্তে দৃষ্টি পরমেশ্বরে স্থাপিত হয়, সেই সময় বিশেষের আলোচনাতেও আনন্দ বোধ করা।"

৪১। মহর্ষি আবুবকর অররাক্ (র) বলিয়াছেন, "পাঁচটী বস্তু সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছে। যদি তুমি এই পঞ্চ বিষয়ের মর্ম্মাবধারণে রত হও, এবং তাহাদের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হও, তবে মুক্ত হইবে। সে পাঁচটী বস্তু এই,—পরমেশ্বর, পার্থিব জীবন, পাপাসুর শয়তান, সংসার এবং জন সমাজ। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা ও তিনি যাহা বিধান করেন তাহা মনোনীত করা, পার্থিব জীবনের বিরুদ্ধে চলা, শয়তানের সঙ্গে শত্রুতা করা, সংসার সম্বন্ধে ধৈর্য্য ধারণ এবং জনসমাজের প্রতি সদয়াচরণ।"

৪২। তাপস চূড়ামণি আবদুল্লা মনাজেল বলিয়াছেন, "সম্পদ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা তত্ত্ব জ্ঞানে পাইয়াছি; গৌরব প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা দীনতায় লাভ করিয়াছি; সুখান্বেষণ করিয়াছিলাম, তাহা বৈরাগ্যে প্রাপ্ত হইয়াছি; দোষ গণনায় খর্ব্বতা কামনা করিয়াছিলাম, তাহা মৌন-ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি; শান্তি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা সংসারের প্রতি নিরাশায় প্রাপ্ত হইয়াছি।"

৪৩। মহর্ষি আবু মোহাম্মদ জরিরী বলিয়াছেন, "প্রথম যুগে ধর্ম্মানুসারে আচরণ হইত; দ্বিতীয় যুগে অঙ্গিকারের পূর্ণতানুসারে আচরণ হইত; তৃতীয় যুগে পুরস্কারানুসারে আচরণ হইত; চতুর্থ যুগে লজ্জাতে আচরণ হইত, এ কালে সে সমস্তই উঠিয়া গিয়াছে। লোক সকল এরূপ হইয়াছে যে, ভয়েতে কার্য্য করিয়া থাকে।"

৪৪। তাপসবর মমশাদ দনয়রী বলিয়াছেন "ধর্ম্মাচার্য্যকে সম্মান করা, ভ্রাতৃবর্গের সম্মান রক্ষা করা, সন্দিগ্ধ বস্তু গ্রহণে হস্তকে সঙ্কুচিত রাখা, ধর্ম্ম বিধি নীতি ও তাহার আনুগত্য শাসন করা এবং প্রবৃত্তি হইতে ও যোগদান হইতে আপনাকে রক্ষা করা, ধর্ম্ম সাধকের নীতি।"

পঞ্চম অধ্যায়।

ষড় বিষয়ক।

১। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "ছয় বস্তু ছয় স্থানে নগণ্য ও অবমানিত হইয়া থাকে ;—মসজিদ সেই স্থলে অবমানিত হয়, যে স্থানে তাহাতে কেহ নামাজ পড়েনা ; মস্‌হাফ্ (কোরাণের জেলেদ) সেই স্থানে অবমানিত হয়, যে স্থানে তাহা পঠিত হয়না ; কোরাণশরিফ সেই হাফেজের কণ্ঠে অবমানিত, যিনি সদা অসৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন ; ধার্ম্মিকা পতিব্রতা রমণী অসচ্চরিত্র অত্যাচারী পুরুষের (স্বামীর) হস্তে অবমানিতা ; ধার্ম্মিক মুসলমান কুচরিত্রা রমণীর হস্তে অবমানিত ; এবং বিদ্বান্ এমন লোকের মধ্যে অবমানিত যাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেনা।" তিনিই বলিয়াছেন, "ঈশ্বর ঐ সকল লোকের প্রতি 'কেয়ামতের' দিন কৃপা কটাক্ষপাত করিবেন না।"

২। তিনিই বলিয়াছেন, "ছয় ব্যক্তি ঈশ্বরের বিরাগ ভাজন, তাহাদিগকে আমিও অভিসম্পাত করি ;—(পয়গম্বর অবশ্য সিদ্ধ কাম) ;—যে ব্যক্তি ঈশ্বরের গ্রন্থে স্বেচ্ছামত লিপি প্রক্ষেপ করে ; যে ব্যক্তি অদৃষ্টকে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করে ; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয় পাত্রকে অবমানিত ও তাঁহার অপ্রিয়কে সম্মানিত করিবার নিমিত্ত, বলপূর্ব্বক ক্ষমতা লাভ করে ; যে ব্যক্তি পবিত্র কাবা গৃহে অবৈধাচরণ ও আমার বংশধরগণের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার, বৈধ বলিয়া মনে করে ; এবং যে ব্যক্তি আমার 'সুন্নতের' (নিয়ম) বিরুদ্ধাচরণ করে। ঈশ্বর তাহাদের প্রতি কেয়ামতের দিন কৃপাদৃষ্টি করিবেন না।"

৩। মহাত্মা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলিয়াছেন, "হে মানব! শয়তান তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ; কুপ্রবৃত্তি তোমার দক্ষিণে ; লোভ তোমার বামদিকে ; সংসার তোমার পশ্চাতে ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তোমার চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমার মস্তকোপরি (ক্ষমতায়,

স্থান নহে) বিরাজমান। (১) শয়তান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে, কুপ্রবৃত্তি অবৈধাচরণ করিতে, লোভ পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিতে, সংসার পরকাল ছাড়িয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাপ করিতে আহ্বান করিতেছে এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বর্গের ও মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছেন।" অতএব যে ব্যক্তি শয়তানের কথা শুনে, তাহার ধর্ম্ম যায়; যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়, তাহার আত্মার পবিত্রতা বিনষ্ট হয়; যে ব্যক্তি লোভের বশীভূত হয়, তাহার জ্ঞান লোপ পায়; যে ব্যক্তি সংসারের বাধ্য হয়, সে পরকাল হারায়; যে ব্যক্তি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুবর্ত্তী হয়, তাহার স্বর্গ প্রাপ্তির আশা থাকেনা; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করে, সে যাবতীয় পাপমুক্ত হইয়া, সমুদয় পুণ্যের অধিকারী হয়।"

৪। মহাত্মা ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন, ঈশ্বর ছয় বস্তু অন্য ছয় বস্তুর মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন,—সন্তোষ, উপাসনায়; ক্রোধ পাপকার্য্যে; এসমে আজম (২) কোরাণে; শবে কদর, (৩) রমজান মসে; সালাতে ওস্তা, অন্যান্য নমাজের মধ্যে; রোজ কেয়ামত, অন্যান্য (৪) দিনের মধ্যে।

(১) ঈশ্বর মস্তকোপরি আছেন, ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বরের ক্ষমতা সর্ব্বোপরি।

(২) এসমে আজম মন্ত্র বিশেষ; ঈশ্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাম ইহাতে আছে; এ এসেম সকলে জানেনা। এ এসেমের অনেক গুণ; প্রধান গুণ এই যে, ইহা পড়িলে আগুণ গরল কোন মারাত্মক বস্তুই তাহাতে কার্য্যকরী হয় না।

(৩) শবে কদর পবিত্র রাত্রি বিশেষ। এই এক রাত্রির উপাসনা বা সৎকার্য্য সহস্র মাসের উপাসনা অপেক্ষাও ভাল। ইহা পবিত্র কোরান শরিফেই বর্ণিত আছে।

(৪) সালাতে ওস্তা মধ্যস্থিত নমাজ। এই নমাজের জন্যে কোরানে বিশেষ তাগিদ হইয়াছে। এই নমাজই ঈশ্বরের নিকট গৃহীত হইবে। ফজর, জোহর, আসর, মগরেব, এশা এই পাঁচ নমাজের প্রত্যেককেই সালাতে-ওস্তা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে মতভেদ আছে। অধিক সংখ্যক লোকের মত এই যে আসরের নমাজই "সালাতে ওস্তা।"

৫। মহাত্মা ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন, "বিশ্বাসী (মোমেন) লোক ছয় বস্তু হইতে ভীত ও আশঙ্কিত থাকে; বিশ্বাস চ্যুত করিবে বলিয়া ঈশ্বর হইতে; যদ্দ্বারা পরকালে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হইবে সেই সকল কুকার্য্য লিখিয়া রাখিবে বলিয়া, ফেরেশ্‌তা হইতে; সৎকার্য্য বিনষ্ট করিবে বলিয়া শয়তান হইতে; অনবধানতার সময়ে হঠাৎ প্রাণ লইবে বলিয়া, যমদূত হইতে; সংসারে লিপ্ত ও পরকালের চিন্তা হইতে বিরত রাখিবে বলিয়া, সংসার হইতে; এবং ঈশ্বর হইতে বিরত রাখিবে বলিয়া, স্বীয় পরিবার হইতে।"

৬। মহাত্মা আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ছয়টী অভ্যাসে অভ্যস্ত, সে যেন স্বর্গ প্রাপ্তির ও নরক হইতে পরিত্রাণের আশা পরিত্যাগ না করে;—ঈশ্বরকে চিনিয়া তাঁহার উপাসনা করা; শয়তানকে চিনিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা; পরকাল চিনিয়া তাহার কামনা করা; সংসার চিনিয়া তাহা পরিত্যাগ করা; সত্য চিনিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করা ও অসত্য চিনিয়া তাহার বিপরীত আচরণ করা।"

৭। তিনিই বলিয়াছেন, "সংসারের সামগ্রী ছয়টী;—পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম, পবিত্র কোরাণ, প্রেরিত মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দ), স্বাস্থ্য, পরিধেয় বস্ত্র, এবং নিশ্চিন্ততা বা অপ্রত্যাশিতা।"

৮। মহাত্মা ইয়াহিয়া রাজী (মায়াজের পুত্র) বলিয়াছেন, "বিদ্যা, কার্য্যকারীতার লক্ষণ; ধীশক্তি শিক্ষার আধার; জ্ঞান, সৎকার্য্যের রজ্জু, লোভ, কুকার্য্যের যান; ধন, গর্ব্বিতের বসন; এবং সংসার, পরকালের বাজার।"

৯। মহাত্মা বুজুরচ মেহের বলিয়াছেন, "ছয়টী বস্তু পরিমাণে সমগ্র জগতের সমান;—পরিপাক উপযোগী খাদ্য, ভাগ্যবান্ পুত্র, মনোমত ভার্য্যা, অলঙ্ঘনীয় বাক্য, পূর্ণ জ্ঞান এবং শরীরের স্বাস্থ্য।"

১০। মহর্ষি হাসন বসরী বলিয়াছেন, "জগতে যদি আব্দাল (১) না থাকিত, তাহা হইলে ধরাতল ও তাহাতে যাহা কিছু আছে সমুদয় রসাতলে

(১) আব্দাল একরূপ তপস্বী। কথিত আছে যে ইহারা আছেন বলিয়াই ঈশ্বর সংসারকে স্থিত রাখিয়াছেন।

যাইত; যদি পুণ্যবান লোক না থাকিত, তবে পাপী লোক বিনষ্ট হইত; যদি শিক্ষিত লোক না থাকিত তবে সকল জন মানব পশু প্রকৃতি ধারণ করিত; যদি রাজা বাদশা না থাকিত, তবে মারামারী, কাটাকাটিতে ধরণী বিধ্বস্ত হইত; যদি নির্ব্বোধ লোক না থাকিত, তবে সংসারের কার্য্য চলিত না; এবং যদি বায়ু প্রবাহিত না থাকিত, তবে সমুদয় বস্তু দুর্গন্ধময় হইত।"

১১। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় না করে, সে রসনার স্খলন হইতে পরিত্রাণ পায়না; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে বলিয়া সশঙ্ক না থাকে, তাহার অন্তর অবৈধাচরণ ও সন্দেহ হইতে রক্ষিত থাকেনা; যে ব্যক্তি সংসারের আশা একেবারে ত্যাগ না করে, সে লোভের হাত এড়াইতে পারেনা; যে ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যাবলী রক্ষা না করে, সে "রেয়া" (অন্যকে দেখাইয়া সৎকার্য্য করা) না করিয়া থাকিতে পারেনা; যে ব্যক্তি মন স্থির বা অবিচলিত রাখিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করে, সে হিংসা বৃত্তি ছাড়িতে পারেনা; এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দিকে যে জন দৃষ্টি করেনা, সে, কথনও অহঙ্কার বিবর্জ্জিত হইতে পারেনা।"

১২। তাপস শ্রেষ্ঠ হাসন বসরী বলিয়াছেন, "ছয় বস্তুতে মন নষ্ট হয়;— তৌবার আশায় পাপে লিপ্ত হওয়া; বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য না করা; সরলতা রক্ষা না করিয়া সৎকার্য্য করা; বিধি দত্ত সামগ্রী ভোগ করিয়া, তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করা; ঈশ্বর যাহা বণ্টন করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকা, মৃত শব সমাধিস্থ করতঃ তাহা দেখিয়া পরকালে ভীত না হওয়া।"

১৩। তিনিই বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সংসার চায় ও তজ্জন্যই পরকাল ত্যাগ করে, ঈশ্বর তাহাকে ছয়টী দণ্ডে দণ্ডিত করেন; ইহকালে তিনটী ও পরকালে তিনটী। ইহকালের তিন দণ্ড এই;—আশা, যে আশার শেষ নাই; অপরিমিত লোভ, যে লোভে শান্তি নাই; এবং উপাসনার আস্বাদ হীনতা। পরকালের তিন দণ্ড এই;—কেয়ামতে দুর্দ্দমনীয় ভীতি, কঠিন নিকাশ এবং অনন্ত আক্ষেপ।"

১৪। সাধু আহনফ (কায়েসের পুত্র) বলিয়াছেন, "শত্রুর শক্তি নাই, মিথ্যাবাদীর সৌজন্য নাই, কৃপণের কোন হেতু নাই, রাজার কথার আস্থা

নাই, (রাজার বিশ্বস্ততা নাই), দুশ্চরিত্রের সম্মান নাই, এবং অদৃষ্ট লিপির প্রতিবন্ধক নাই।"

১৫। "লোকে তৌবা করিলে তাহা গৃহীত হইল কিনা একথা জানিতে পারা যায়কি?" এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে কোন মহাত্মা উত্তর দেন, "আমি এ বিষয় নিশ্চয় বলিবনা; কিন্তু গৃহীত হইবার ছয়টী লক্ষণ আছে;— স্বীয় আত্মা পাপ মুক্ত দেখিতে পায়; অন্তরে আনন্দের তিরোধান ও অনুতাপের আবির্ভাব অনুভব করে; সজ্জনের দিকে ধাবিত ও অসজ্জন হইতে ভীত থাকে; সংসারের ধন মান অল্পই অনেক মনে করে; পরকালের কার্য্য অনেক হইলেও অল্প বিবেচনা করে; এবং ঈশ্বর তাহাকে যে বস্তুর প্রতিভূ করিয়া দিয়াছেন (১) তাহাতে নিয়োজিত ও ঈশ্বর যে বস্তু নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন (২) তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকে, এবং স্বীয় রসনাকে কুকথা বিবর্জ্জিত রাখিয়া সদা চিন্তা সাগরে নিমগ্ন ও অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইতে থাকে।"

১৬। মুনিবর ইয়াহ্ইয়া রাজী (মায়াজের পুত্র) বলিয়াছেন, "বিনানুতাপে মার্জ্জনার আশা রাখিয়া পাপ কার্য্যে নিয়তি; উপাসনা না করিয়া ঈশ্বর প্রাপ্তির আশা; দোজখের বীজ বপন করতঃ বেহেশ্‌তরূপ ফলের প্রতীক্ষা; পাপের বোঝা স্কন্ধে থাকা সত্বেও স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ; কার্য্য না করিয়া ফলের অনুসন্ধান; এবং যথেষ্ট থাকা সত্বেও ঈশ্বরের নিকট অতিরিক্ত কামনা; এই ছয়টীর ন্যায় প্রবঞ্চনা মূলক কার্য্য আর নাই।"

কবি বলিয়াছেন, "লোকে মুক্তির আশা রাখিয়া তাহার পথে চলে না। নিশ্চয় জানিও, নৌকা কখনও শুষ্ক ভূমিতে বাহিত হয়না।"

১৭। তাপস বর আহনফ্ (কায়সের পুত্র), বিধিদত্ত বস্তুর মধ্যে লোকের পক্ষে কোন বস্তু ভাল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন" স্বভাবজাত জ্ঞান; যদি তাহা না হয় তবে নির্ম্মল চরিত্র; যদি তাহা না হয় তবে মনোমত বন্ধু; যদি তাহা না হয় তবে তন্ময় অন্তঃকরণ; যদি তাহাও না হয় তবে সদা নির্ব্বাক থাকা; যদি তাহাও না হয় তবে অকস্মাৎ মৃত্যু।"

---

(১) নমাজ, রোজা ইত্যাদি সদনুষ্ঠান।

(২) জীবিকা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

১৮। তাপস প্রবর মহাত্মা ওয়ায়েস করণী বলিয়াছেন, "উন্নতি অন্বে-ষণ করিয়াছি, তাহা বিনয়ে লাভ করিয়াছি; পুরস্কার অন্বেষণ করিয়াছি, তাহা সত্যে পাইয়াছি; গৌরব অন্বেষণ করিয়াছি, তাহা ঈশ্বর ভয়ে পাইয়াছি; মহত্ত্ব অন্বেষণ করিয়াছি, তাহা ধৈর্য্যে প্রাপ্ত হইয়াছি; শান্তি অন্বেষণ করিয়াছি, তাহা বৈরাগ্যে প্রাপ্ত হইয়াছি; সম্পদ অন্বেষণ করি-য়াছি, তাহা নির্ভরে প্রাপ্ত হইয়াছি।"

১৯। তাপস প্রবর আবু ওসমান হায়রী বলিয়াছেন, "বিনয় সহকারে ও সভয়ে ঈশ্বরের সঙ্গ করিবে; ধর্ম্ম বিধির আনুগত্য ও প্রেম সহকারে প্রেরিত মহাপুরুষের সঙ্গ করিবে; সেবা ও সম্মান সহকারে সাধু পুরুষ-দিগের সহবাস করিবে; প্রফুল্ল বদনে ও সহাস্য মুখে নিরপরাধী ভ্রাতৃ মণ্ডলীর সঙ্গ করিবে; প্রার্থনাযোগে ও দয়ার্দ্র হৃদয়ে মূঢ় লোকের সঙ্গ করিবে; এবং শীলতা ও সৌজন্য সহকারে স্বীয় পরিজনের সঙ্গ করিবে।"

২০। মহর্ষি ইয়াহ্ইয়া (রাজ) বলিয়াছেন, "অদ্য যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে নির্ভর করিবে, কল্য (পরকালে) সে নির্ভয় হইবে। যখন তোমার ভার গ্রহণে ঈশ্বরকে তুমি সম্মত করিতে পারিবে, তখন তোমার নির্ভর লাভ হইবে। যিনি ঈশ্বরের অভয় লাভ করিয়াছেন, তিনি ধনী। যিনি আছেন অথচ নাই, তিনি, ঈশ্বরদর্শী মহাজন। জগতের সমুদয় বস্তু ছাড়িয়া স্বীয় প্রভুতে ধনী হওয়া প্রকৃত দীনতা। যাহার বিশ্বাস অধিকতর, মানুষের মধ্যে সেই ধনী। যাহা হিতানুষ্ঠানে বৃদ্ধি হয়না এবং অহিতাচরণে হ্রাস পায়, তাহাই প্রেমের লক্ষণ।"

২১। মহাত্মা জোন্নুন মিস্রী বলিয়াছেন, "ছয় বিষয়ে লোকের বিপদ;—পারলৌকিক কার্য্যে ক্ষীণ সঙ্কল্প হওয়া; দেহ শয়তান কর্তৃক অধিকৃত হওয়া; ঈশ্বরের সন্তোষ অপেক্ষা লোকের সন্তোষকে শ্রেষ্ঠ গণ্য করা; ধর্ম্ম-বিধিকে অমান্য করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীনতা স্বীকার করা; পূর্ব্বগত ধার্ম্মিক লোকের দোষ গুলিকে আত্ম পোষকতার প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করা এবং তাঁহাদের গুণ সকলকে প্রত্যাখ্যান করা।"

২২। মহাত্মা আবুবকর শিবলী বলিয়াছেন, "যেমন বর্ষা ঋতুর সমাগমে বারি বর্ষণ হয়, বিদ্যুৎ জ্বলিতে থাকে, মেঘ হাস্য করে, বায়ু প্রবাহিত হয়, পুষ্প বিকশিত হয়, পাখী সকল গান করে, ঈশ্বর-জ্ঞানীর অবস্থা ও

ঠিক সেইরূপ। তিনি চক্ষে অশ্রু বর্ষণ করেন, ওষ্ঠে হাস্য করেন, অন্তরে জ্বলিতে থাকেন, আনন্দে শিরশ্চালন (উপাসনায়) করেন, অনুক্ষণ সখার নাম উচ্চারণ ও তাঁহারই গুণগান করেন এবং তাঁহারই দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান।

২৩। মহর্ষি সহল তস্তরী বলিয়াছেন, "ছয়টী বিষয় লোকের প্রধান অবলম্বনীয়;—ঐশ্বরিক গ্রন্থ আশ্রয়, প্রেরিত মহাপুরুষ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বিধির অনুসরণ, বৈধ খাদ্য ভোজন, লোকে উৎপীড়ন করিলে তাহাদিগকে উৎপীড়ন না করা; নিষিদ্ধ (হারাম) বিষয় হইতে দূরে থাকা, এবং ন্যায্য দেয় প্রদানে সত্বর হওয়া।"

২৪। মহর্ষি আবু সোলেমান দারয়ী বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পূর্ণ ভোজন করে, তাহার ছয়টী অবস্থা হয়;—সে ঈশ্বর সাধনার মিষ্টতা অনুভব করিতে পারেনা; তাহার ধারণা শক্তির হ্রাস হইয়া যায়; লোকের প্রতি দয়া প্রকাশে সে বঞ্চিত থাকে; সে মনে করে যে, সংসারের সমুদায় লোকই তাহার ন্যায় পরিতৃপ্ত; সাধনা তাহার সম্বন্ধে গুরুতর ও কষ্টকর হইয়া পড়ে; তাহাতে ইন্দ্রিয় ভোগ-স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠে; সমুদায় বিশ্বাসী লোক উপাসনালয়ে গমনাগমন করেন, কিন্তু সে ব্যক্তি কেবল শৌচাগারে যাতায়াত করিতেই ব্যস্ত থাকে।"

২৫। তাপস প্রবর এব্নে আতা বলিয়াছেন, "ছয় বস্তুতে ছয় ব্যক্তির জীবন;—প্রেমিকের জীবন স্বার্থ ত্যাগে, অনুরাগীর জীবন অশ্রু বর্ষণে, ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞের জীবন ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তনে, একাত্মবাদীর জীবন রসনায়, সম্মান পার্থীর জীবন প্রার্থীব জীবন, এবং উচ্চাভিলাষীর জীবন জীবন বিসর্জ্জনে।"

২৬। তাপস ইউসফ আস্বাত বলিয়াছেন, "সত্য নিষ্ঠার লক্ষণ এই ছয়টী;—রসনার সঙ্গে অন্তরের ঐক্য স্থাপন, বাক্য ও কার্য্যের সমতা রক্ষা করা, পার্থিব প্রশংসা অনুসন্ধান পরিত্যাগ করা, কর্তৃত্ব গ্রহণে বিরত থাকা, ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা, এবং প্রবৃত্তিকে সংযত রাখা।"

২৭। মহর্ষি আবুবাকার কেতানী বলিয়াছেন, "প্রায়শ্চিত্ত একটী শব্দ, তন্মধ্যে ছয়টী ভাব আছে;—পূর্ব্বকৃত পাপের নিমিত্ত আত্ম গ্লানি; যাহাতে

আর পাপে প্রবৃত্ত না হওয়া যায়, তজ্জন্য সচেষ্ট থাকা; ঈশ্বরও নিজের মধ্যে যে সকল কর্ত্তব্যের অপচয় হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করা; লোকের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহার প্রতি দান করা; যে কিছু বসা ও মাংস অবৈধ ভোগে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ক্ষয় করা; এবং যেমন পাপের মিষ্টতা আস্বাদন করা হইয়াছে, তদ্রূপ শরীর মনকে সাধনার তিক্তত্বা ভোগ করান।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্ত বিষয়ক।

১। মহাত্মা আবু হোরেরা (রাজ) প্রেরিত মহাপুরুষকে বলিতে শুনিয়াছেন, "যে দিন অন্য কোন স্থানে ছায়ার লেশ মাত্রও থাকিবেনা, সেই ভীষণ কেয়ামতের দিন সাত প্রকার লোক ঈশ্বরের আসনের ছায়ায় শান্তি ভোগ করিবে;—সুবিচারী রাজা; যে যুবক ঈশ্বর উপাসনায় বদ্ধিত; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম জপ করিতে করিতে আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে; যে ব্যক্তির মন মসজিদের দিকে এমন নিযুক্ত যে, সে তথায় না যাইয়া পারেনা; যে ব্যক্তি এমন ভাবে দান করে, যে, দক্ষিণ হস্ত প্রদান করিলে বাম হস্ত টের পায়না; যে দুই ব্যক্তি কেবল ঈশ্বরোদ্দেশ্যে পরস্পর মিত্রতা স্থাপন করে; এবং যে ব্যক্তি, তাহাকে কোন দুশ্চরিত্রা রমণী অসদভিপ্রায়ে আহ্বান করিলে বা প্রলোভন দেখাইলেও তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলে যে, আমি ঈশ্বরকে ভয় করি।"

২। মহাত্মা আবুবকর সিদ্দিক (রাজ) বলিয়াছেন, "কৃপণের সাতটী বিপদ, তাহার একটী অনিবার্য্য;—শীঘ্রই কাল-কবলে পতিত হইবে ও তাহার উত্তরাধিকারিগণ তাহার ধন সম্পত্তি নানা কুকার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলিবে; অথবা ঈশ্বর তাহার বিরুদ্ধে কোন নৃশংস দুর্দ্দমনীয় ক্ষমতাবান্ পুরুষকে

প্রেরণ করিবেন; অথবা তাহার কুপ্রবৃত্তি এত প্রবলা হইবে যে তাহা চরিতার্থ করিতে যাইয়া সর্ব্বস্ব হারাইবে, অথবা ঘর-দ্বার দালান কোঠা নির্ম্মাণের এমত বলবতী ইচ্ছা জন্মিবে যে, সমুদয় সম্পত্তি তাহাতেই ব্যয় হইবে, অথবা এমন কোন দুর্ঘটনা (যেমন চুরি, দাহ, জলমগ্ন) ঘটিবে, যাহাতে সকল ধন বিনষ্ট হইবে; অথবা এমন কোন চিরস্থায়ী রোগগ্রস্ত হইবে, যে তাহার চিকিৎসার সমুদয় অর্থ ফুরাইয়া যাইবে; অথবা তাহা এমত স্থানে পুতিয়া রাখিবে, যে কেহ তাহা প্রাপ্ত হইবে না।"

৩। মহাত্মা ওমর (রাজি) বলিয়াছেন "যাহার হাসি অধিক হয়, তাহার প্রতি লোকের ভয় থাকেনা; যে ব্যক্তি অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, লোকে তাহাকে ঘৃণা করে; যে ব্যক্তি যে কোন কার্য্যে অভ্যস্ত হয়, সে সেই কার্য্যে পরিচিত হইয়া থাকে; যে বহুভাষী, সে অনেক নিরর্থক কথা বলে; যে অনেক নিরর্থক কথা বলে, তাহার লজ্জা কম হয়; যাহার লজ্জা কম হয়, তাহার পবিত্রতা থাকেনা; যাহার পবিত্রতা না থাকে, তাহার ধর্ম্ম থাকেনা; যাহার ধর্ম্ম না থাকে, তাহার অন্তর শুকাইয়া যায়; সে জীবন্মৃত জড় পদার্থ বিশেষ।"

৪। মহাত্মা ওসমান (রাজী) বলিয়াছেন, "সেই প্রাচীরের নিম্নভাগে সেই দুই পিতৃ মাতৃ হীন বালকের জন্য এক গোলাবাড়ী আছে (তাহাদের পিতা মাতা ধার্ম্মিক ছিল)" এই কোরানোক্ত বচনের ব্যাখ্যা এই;— সেই গোলা স্বুবর্ণ খচিত পেটীকা বিশেষ। তাহাতে সাতটী কথা সাত পংক্তিতে লিখিত আছে, "যে ব্যক্তি মৃত্যুকে চিনে, অথচ হাসি পরিত্যাগ করেনা, যে ব্যক্তি সংসারকে চিনে, অথচ তাহাতেই লিপ্ত থাকে, যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে, যে কোনও কার্য্যই ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট ভাগ্য-লিপির বহির্ভূত নহে, অথচ কোন বস্তু হারাইলে বিষণ্ণ হয়, যে ব্যক্তি পরকালের নিকাশ সত্য বলিয়া জানে, অথচ পার্থিব ধন সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে, যে ব্যক্তি নরকাগ্নি চিনিতে পারে, অথচ পাপ কার্য্যে লিপ্ত থাকে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে চিনে, অথচ পাপ কার্য্যে লিপ্ত থাকে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে চিনে, অথচ অপরের নাম স্মরণ করে, যে ব্যক্তি স্বর্গ ধাম চিনে, অথচ সংসারেই শান্তি বোধ করে; যে ব্যক্তি শয়তানকে চিনে, অথচ তাহারই আজ্ঞাবহ হয়, সেই সকল লোক আমার বিস্ময়ের স্থল" (ইহারা অদ্ভুত জীব।)

৫। মহাত্মা হজরত আলীর (রাজি) নিকট কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, কোন্ বস্তু আকাশাপেক্ষা গুরুভার, কোন্ বস্তু পৃথিবী হইতেও প্রশস্ত, কোন্ বস্তু সাগর হইতেও বিস্তৃত, কোন্ বস্তু পাথর হইতেও কঠিন, কোন্ বস্তু আগুণ হইতেও উষ্ণ, কোন্ বস্তু 'জম্‌হারীর' (শীতল বায়ু) অপেক্ষাও শীতল? কোন্ বস্তু গরল হইতেও কটু? তখন মহাত্মা হজরত আলী (রাজি) তাহার উত্তরে বলেন "লোকের উপর অপবাদ দেওয়া আকাশ অপেক্ষাও ভারী; সত্য নিষ্ঠা পৃথিবী হইতেও প্রশস্ত; যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট থাকে, তাহার মন সাগর হইতেও বিস্তৃত; কপট (মোনাফেক) লোকের মন পাথর হইতেও কঠিন; অত্যাচারী রাজা আগুণাপেক্ষাও উষ্ণ; কৃপণের নিকট কোন প্রত্যাশা করা 'জম্‌হারীর' অপেক্ষাও শীতল এবং সহিষ্ণুতা বা বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন গরল অপেক্ষাও কটু ও তিক্ত।

৬। প্রেরিত মহাপুরুষ (দ) বলিয়াছেন, "পৃথিবী সেই ব্যক্তির গৃহ, যাহার গৃহ নাই; সেই ব্যক্তির ধন, যাহার ধন নাই; সেই ব্যক্তি পৃথিবীতে ধন সংগ্রহ করে, যাহার জ্ঞান নাই; সেই ব্যক্তি তাহাতে মগ্ন থাকে, যাহার বুদ্ধি নাই; সেই ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়, যাহার বিদ্যা নাই; সেই ব্যক্তি তাহার জন্য হিংসা করে, যাহার কাণ্ডজ্ঞান নাই; এবং সেই ব্যক্তি তাহার জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করে, যাহার বিশ্বাস (১) নাই।"

৭। মহাত্মা জাবের (আব্দুল্লার পুত্র) প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দ) কে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছেন যে "জিব্রিল আমাকে প্রতিবেশীদের জন্য সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন; তাহাতে আমার মনে উদয় হইত যে, ঈশ্বর বুঝি তাহাদিগকে আমার ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) করিয়া দিবেন। স্ত্রীলোকদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন, আমার বোধ হইত, স্ত্রী তালাক দেওয়া (পরিত্যাগ করা) বুঝি শীঘ্রই হারাম (অবৈধ) হইবে। দাসদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন; আমার বোধ হইত তাহাদিগকে বুঝি একেবারে স্বাধীন করিয়া দিতে হইবে। সর্ব্বদা মেস্‌ওয়াক (দাঁতন) করিতে উপদেশ দিতেন; আমার বিবেচনা হইত, দাঁতন করা বুঝি ফরজ (অতি কর্ত্তব্য) হইবে। আমাতে

---

(১) বিশ্বাস—ইমান।

(একত্রে) নামাজ পড়িতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন; আমি বোধ করিতাম, জামাতে নামাজ না পড়িলে বুঝি তাহা খোদাতাআলার নিকট গৃহীত হইবেনা। রাত্রি জাগিয়া উপাসনা করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন; আমি বিবেচনা করিতাম, রাত্রি যোগে নিদ্রা যাওয়া বুঝি হারাম হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন, আমার মনে হইত; ঈশ্বরের নাম লওয়া ব্যতীত আর কোন কথায় বুঝি কোন লাভ হইবেনা।" (১)

৮। প্রেরিত মহাপুরুষ (দ) বলিয়াছেন "সাত ব্যক্তির দিকে ঈশ্বর কেয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করিবেন না। তাহাদিগকে কোন পুরস্কার ও দিবেন না; এবং তাহাদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিবেন; অস্বাভাবিক (পুরুষে) অভিগমনকারী ও কৃত ব্যক্তি; যে ব্যক্তি স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে অভিগমন করে; যে ব্যক্তি কোন স্ত্রী ও তাহার (স্ত্রীর) কন্যাকে বিবাহ করে; যে ব্যক্তি প্রতিবাসীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে এত যাতনা দেয় যে, সে প্রতিবেশী তাহাকে অভিসম্পাত করিয়া থাকে।"

৯। প্রেরিত মহাপুরুষই বলিয়াছেন যে "শহিদ (২) (ঈশ্বরের পথে নিহত) সাতজন (ধর্ম্ম যুদ্ধে নিহত ব্যতীত) (১);—যে ব্যক্তি কেবল দাস্ত হইতে হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; যে ব্যক্তি জলে মগ্ন হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি জাতোল জাম্ব (এক প্রকার রোগ) (৩) হইয়া মৃত্যু

---

(১) অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের জন্য জিব্রিল সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন, তাহাতে হজরতের মনে ভয় হইত যে, ঐ সকল ফরজ না হইয়া যায়। ইহাতে ঐ সকল কার্য্য সম্বন্ধে যে বিশেষ তাকিদ হুকুম আছে, তাহাই বুঝা যাইতেছে। অর্থাৎ ফরজ না হইলেও ফরজের কাছাকাছি।

(২) ধর্ম্ম-যুদ্ধে নিহত মুসলমানই প্রকৃত শহিদ। মুসলমান ধর্ম্ম বিধানানুসারে এই শহিদ বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে অন্যান্য মৃত লোক ও শহিদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। শহিদের শব ধৌত করিতে হয় না। মূল উপদেশ লিখিত অন্যান্য শহিদ, পরকালে শহিদের পদ পাইয়া বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবেন এরূপ বলা যায়। কিন্তু ইহকালে তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে সেরূপ হুকুম নাই।

(৩) জাতোল দুই পাঁজরের কোন একটীতে এক প্রকার স্ফোটক হয়; ইহা বড় ভয়ানক রোগ। ইহাতে অনেক লোকই কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে।

মুখে পতিত হয়; যে ব্যক্তি ওলাউঠা রোগে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়; যে ব্যক্তি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরে; যে ব্যক্তি গৃহ পতনে মৃত্যু হয়; এবং যে রমণী প্রসবকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।"

১০। মহাত্মা এব্নে আব্বাছ (রাজ) বলিয়াছেন, "বুদ্ধিমানের উচিত যে সাত বস্তুর উপর (ছাড়িয়া) সাত বস্তু মনোনীত করেন। দরিদ্রতা ঐশ্বর্য্যের উপর, নিকৃষ্টতা সম্মানের উপর, নম্রতা অহঙ্কারের উপর, ক্ষুধা তৃপ্তির উপর, চিন্তা আনন্দের উপর, হীনতা উচ্চতার উপর, এবং মৃত্যু জীবনের উপর।

১১। মহাত্মা সহল তস্তরী বলিয়াছেন, "নব সাধকদিগের প্রথম প্রয়োজন মন পরিবর্ত্তন; উহা আত্মগ্লানি ও মন হইতে কামনার মূল উৎপাটন এবং কদাচার হইতে সদাচারে গমন।, যে পর্য্যন্ত বাক্য সংযমের আশ্রয় গ্রহণ না হয়, সে পর্য্যন্ত মনঃ পরিবর্ত্তন হয়না; নির্জ্জনতার আশ্রয় না হইলে বাক্য সংযম হয়না, বৈধ ভোজনে রত না হইলে নির্জ্জনতার আশ্রয় হয়না; যে পর্য্যন্ত ঐশ্বরিক স্বত্ব পরিশোধ না করা যায়, সে পর্য্যন্ত বৈধ ভোজন হয়না; ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত ঐশ্বরিক স্বত্ব পরিশোধ করা যায়না; যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরানুকূল্য অবতীর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত এ সকল যাহা বলা হইল, ইহার কিছুই সাধন হয়না।"

১২। ঋষি প্রবর ইয়সফ আস্বাত বলিয়াছেন, "বিনয়ের লক্ষণ এই সাতটী,—যে যাহা কিছু বলুক না তাহা হইতে তুমি স্বত্ব গ্রহণ করিবে; অতি নিকৃষ্ট হইলেও তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করিবে; যিনি তোমা অপেক্ষা পদ-গৌরবে শ্রেষ্ঠ তাহাকে সম্মান করিবে; তুমি কিছু প্রাপ্ত হইলে তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবে; নিজে অপদস্থ হইলে ধৈর্য্য ধারণ করিবে; ক্রোধকে সংযত রাখিবে; ধন গর্ব্বিত লোকদিগকে উপেক্ষা করিবে; এবং তুমি যে স্থানে থাকনা কেন, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের শরণাপন্ন থাকিবে।"

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্ট বিষয়ক।

১। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত রসুল করিম (স) বলিয়াছেন, "আট বস্তু আট বস্তুতে তৃপ্ত হয়না ;—চক্ষু দৃষ্টিতে, মৃত্তিকা বৃষ্টিতে, রমণী পুরুষে, বিদ্বান্ বিদ্যায়, যাচঞাকারী যাচঞায়, লোভী সংগ্রহ করায়, সাগর জলে, এবং আগুণ কাষ্ঠে।"

২। মহাত্মা আবুবাকার সিদ্দিক (রাজ) বলিয়াছেন, "আট বস্তু আট বস্তুর ভূষণ ;—পবিত্রতা সন্মানের ভূষণ, কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত বিষয়ের ভূষণ, ধৈর্য্য গুণ বিপদের ভূষণ, সহিষ্ণুতা বিদ্যার ভূষণ, বিনয় শিক্ষার্থীর ভূষণ, অনেক রোদন ভয়ের ভূষণ, নিঃস্বার্থপরতা উপকারের ভূষণ, একাগ্রতা উপাসনার ভূষণ।"

৩। মহাত্মা ওমর ফারুক (রাজ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অধিক কথা না বলে, সে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ; যে ব্যক্তি অধিক দৃষ্টি না করে, সে একাগ্রতা লাভ করিতে পারে ; যে ব্যক্তি অপরিমিত আহার না করে, সে উপাসনার আস্বাদ প্রাপ্ত হয় ; যে ব্যক্তি অধিক হাস্য পরিত্যাগ করে, তাহার প্রতি লোকের ভয় ও আস্থা জন্মে ; যে ব্যক্তি উপহাস বিদ্রূপ পরিত্যাগ করে, সে আলোক প্রাপ্ত হয় ; যে ব্যক্তি জগতের মমতা পরিত্যাগ করে, সে পরকালের মমতা প্রাপ্ত হয় ; যে ব্যক্তি পরদোষ অন্বেষণে প্রবৃত্ত না হয়, সে নিজ দোষ সংশোধন করিতে পারে ; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অবস্থা অনুসন্ধান পরিত্যাগ করে, সে কুটিলতা হইতে মুক্ত থাকে।"

৪। মহাত্মা ওস্মান (রাজী) বলিয়াছেন, "সাধুর লক্ষণ আটটী,—তাহার মন আশা ও ভয়ের সহিত থাকে ; তাহার জিহ্বা (মুখ) হামদ (ঈশ্বর গুণ কীর্ত্তন ও তাহারই কৃতজ্ঞতা) ও সানা (প্রেরিত মহাপুরুষের প্রশংসার) সহিত থাকে ; তাহার চক্ষুদ্বয় লজ্জা ও রোদনের সহিত

থাকে; তাহার ইচ্ছা পরিত্যাগে (পার্থিব বিষয়) ও সন্তুষ্টির (ঈশ্বরের) সহিত থাকে।" (১)

৫। মহাত্মা আলী (রাজী) বলিয়াছেন, "যে নমাজে বিনয় নাই, তাহাতে কোন ফল নাই; যে রোজায় অনর্থক কথা ও কার্য্য হইতে নিবৃত্তি নাই, তাহাতে কোন লাভ নাই; যে কোরান পাঠে চিন্তা নাই, তাহাতে কোন ইষ্ট নাই; যে বিদ্যায় সাধুতা নাই, তাহার কোন গুণ নাই; যে ধনে দাতব্য নাই, তাহার কোন গৌরব নাই; যে বন্ধুত্বের রক্ষকতা নাই, তাহার স্থায়িত্ব নাই; যে ধনের স্থায়িত্ব নাই, তাহার কোন মূল্য নাই; এবং যে প্রার্থনায় একাগ্রতা নাই, তাহাতে কোন সিদ্ধি নাই।"

৬। মহাত্মা ইয়সফ আস্‌বাত বলিয়াছেন, "লজ্জার লক্ষণ এই আটটী;—মানসিক সঙ্কোচ, বলিবার পূর্ব্বে কথার পরিমাণ করা, যাহা করিয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে, সেই কার্য্য হইতে দূরে থাকা, যে বিষয়ে লজ্জা হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা পরিত্যাগ করা, নেত্র, কর্ণ ও রসনা সংযত রাখা, ভোজনে ও ইন্দ্রিয় সেবনে সাবধানতা অবলম্বন; পার্থিব বিষয়ের পারিপাট্য সাধনে নিবৃত্তি এবং শব ও সমাধি স্মরণ করা।"

৭। তাপস আবুবকার অর্‌রাক বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর লোকের নিকট হইতে এই আটটী বিষয় চাহেন;—তাহার অন্তর হইতে দুইটী। সে দুইটী এই:—ঈশ্বরের আদেশের প্রতি সম্মাননা, সৃষ্টি ও জীবের প্রতি প্রেম স্থাপন। তাহার রসনা হইতে দুইটী চাহেন;—একত্ববাদ অঙ্গীকার করা ও লোকের সহিত নম্র কথা বলা। তাহার দেহ হইতে দুইটী;—ঈশ্বরের আনুগত্য স্থাপন করা, এবং বিশ্বাসী লোকদিগকে সাহায্য দানে নিযুক্ত রাখা। তাহার চরিত্র হইতে দুইটী;—ঐশ্বরিক আদেশে ধৈর্য্য-ধারণ ও লোকের সঙ্গে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা।"

(১) অর্থাৎ সাংসারিক বিষয় বিভব পরিত্যাগ ও খোদাতাআলার সন্তোষ কামনা করে।

অষ্টম অধ্যায়।

নব বিষয়ক।

১। শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ (দ) বলিয়াছেন, "খোদা এমরান তনয় মহাপুরুষ হজরত মুসার (আলা) এর প্রতি তোরীত গ্রন্থে অহি প্রেরণ করিয়াছেন যে, প্রধান পাপ তিনটী;—অহঙ্কার, হিংসা ও লোভ। এই তিনটী হইতে আর ছয়টী উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নয়টী হইল। সে ছয়টী এই:—উদর পূর্ণ করা, নিদ্রা, বিশ্রাম-সুখ, ধনের প্রতি মমতা, আত্ম-প্রশংসা ভালবাসা, ও প্রভুত্বলাভ কামনা।"

২। মহাত্মা আবুবাকার সিদ্দিক (রাজ) বলিয়াছেন, "খোদার বান্দা (১) তিন প্রকার। প্রত্যেকের তিনটী করিয়া লক্ষণ আছে। এক প্রকার লোক আছেন যাঁহারা খোদাতাআলার দয়ার আশা করিয়া সৎকার্য্য করেন, এক প্রকার লোক আছেন যাঁহারা খোদাতাআলার বিরক্তির ভয় করিয়া উপাসনা করেন, আর এক প্রকার লোক আছেন যাঁহারা খোদার প্রতি ভালবাসা রাখিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। প্রথম প্রকার লোকের লক্ষণ এই যে তাঁহারা নিজেকে অতি হীন জ্ঞান করেন, নিজের সৎকার্য্য অল্প জ্ঞান করেন, এবং স্বীয় কৃত পাপ অধিক বলিয়া জানেন। দ্বিতীয় প্রকার লোকের লক্ষণ এই যে তাঁহারা সকল সময়ের মধ্যে অগ্রগণ্য হন, সকল লোকের অপেক্ষা অধিক দাতা হন, সমুদায় লোক অপেক্ষা খোদাতাআলার প্রতি অধিক নির্ভর করেন। তৃতীয় প্রকার লোকের তিনটী লক্ষণ এই যে, তাঁহারা যাহা ভাল বাসেন তাহাই দান করেন, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে তাঁহাদের আর কোন চিন্তা থাকেনা, এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখিতে তাঁহারা নিজে মনের বিরক্তির কার্য্য করেন,

---

(১) খোদার বান্দা, ঈশ্বরের দাস অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা উপাসনা আরাধনা ও অন্যান্য সৎকার্য্য সদাচরণে প্রবৃত্ত ও কুকার্য্য ও পাপ কার্য্যে বিরক্ত ও নির্লিপ্ত থাকেন।

তাঁহারা সকল সময় প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ;—খোদাতাআলা যেরূপ আদেশ ও নিষেধ করিয়াছেন, সেইরূপ করিয়া থাকেন।"

৩। মহাত্মা হজরত ওমর ফারুক (রাজ) বলিয়াছেন, "শয়তানের বংশধর বা সন্তান নয়জন, যথা :—জালিতুন, অসিন, লকুছ, আ'ওয়ান, হাফ্‌ফাফ, মোররা, মোছাওয়েৎ, দাছেম, ও অলহান। জালিতুন বাজারে বাস করে। তথায় তাহার ঝাণ্ডা উঠাইয়া দেয় (১)। অসিন বিপদ আদি আনয়ন করে। আওয়ান, বাদশাহদের বয়স্য ; বাদশাহদিগের মনে নানা প্রকার কুমন্ত্রণার আবির্ভাব করে। হাফ্‌ফাফ মদ্য রক্ষক। মোররা বাদ্য যন্ত্রধারী। লকুস অগ্ন্যুপাসকদিগের বন্ধু। মোছাওয়েৎ অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লোকের নিকট তাহারই আলোচনা করে ; কিন্তু সে কথার কোন মূল বা সত্যতা নাই। দাসেম লোকের গৃহে থাকে, গৃহকর্ত্তা গৃহে আসিয়া যদি গৃহস্থ লোকদিগকে ছালাম না করে ও আল্লাহতাআলার নাম স্মরণ না করে, তবে দাসেম উক্ত পরিবারের মধ্যে এরূপ মনোবাদ ও বিবাদ বিসম্বাদ আনয়ন করে যে, তাহাতে হয়ত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে তালাক (স্ত্রী পরিত্যাগ) খোলা (স্ত্রীর অর্থদ্বারা স্বামীকে বাধ্য করিয়া পত্নীত্ব হইতে মুক্তি লাভ করা) অথবা পরিবারের মধ্যে মারামারী কাটাকাটি ইত্যাকার অশান্তিপাত ঘটিয়া যায়। অলহান ওজু (অঙ্গ-শোধন) ও নামাজ ও অন্যান্য উপাসনা কার্য্যে লোকের মনে দ্বিধার (অছওয়াছা) সঞ্চার করিয়া দেয়।

৪। মহাত্মা ওস্‌মান (রাজী) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সময়মতে পাঁচটী নামাজ আদায় করেন ও এই কার্য্য নিয়মিতরূপে করেন ও পরিত্যাগ না করেন, খোদাতাআলা তাঁহাকে নয়টী পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন—ঈশ্বর তাঁহাকে ভাল বাসেন, তাঁহার শরীর সর্ব্বদা সুস্থ থাকে, ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহার রক্ষকতা করেন, তাঁহার গৃহে বরকতের (লক্ষ্মী) আবির্ভাব হয়,

---

(১) ইহার ফল এই যে, লোকে বাজারে যাইয়া নানারূপ অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, দোকানদারেরা ছল ও প্রতারণায় ক্রেতাদিগকে ঠকায়, ক্রেতারা ও বিক্রেতাদিগকে ঠকাইতে চেষ্টা করে। নানা অসংগত ঘটনা, নানা কুৎসিত কার্য্য ও ব্যবহার বাজারে দেখা যায় ; যাহা দেখিবার, করিবার ও শুনিবার নহে, তাহা সম্মুখে পড়ে। এই জন্য হজরত রসুল (দঃ) বিনা আবশ্যকে বাজারে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

তাঁহার চেহারায় সাধু লোকের চিহ্ন প্রকাশ পায়; ঈশ্বর তাঁহার অন্তঃ-করণ কোমল করিয়া দেন; পুল-সিরাতের উপর দিয়া তিনি বিদ্যুতের ন্যায় যাইতে পারিবেন; ঈশ্বর তাঁহাকে নরকাগ্নি হইতে মুক্তি দিবেন এবং ঐ সকল লোকের নিকট তাঁহার স্থান করিবেন—যাঁহাদের কোন ভয় নাই ও যাঁহারা চিন্তিত ও দুঃখিত নহেন।"

৬। মহাত্মা আলী (রাজ) বলিয়াছেন, "রোদন তিন প্রকার,—প্রথম ঈশ্বরের দণ্ডের ভয়ে, দ্বিতীয় ঈশ্বরের বিরক্তির ভয়ে, তৃতীয় ঈশ্বরের বিচ্ছেদের ভয়ে। প্রথম প্রকার রোদন পাপের প্রায়শ্চিত্ত, দ্বিতীয় প্রকার রোদন দোষের সংশোধন, তৃতীয় প্রকার রোদন বন্ধুর সন্তোষের সহিত বন্ধুত্ব। পাপের প্রায়শ্চিত্তের ফল কঠিন দণ্ড হইতে মুক্তিলাভ, দোষ সংশোধনের ফল ঈশ্বর দত্ত চিরস্থায়ী সামগ্রী ও উচ্চ পদ লাভ, এবং বন্ধুর সন্তুষ্টির সহিত বন্ধুত্বের ফল ঈশ্বর হইতে ঈশ্বর দর্শন লাভ, ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ ও শ্রেষ্ঠত্বের সুসংবাদ প্রাপ্তি।"

৭। তাপস প্রবর ইয়সফ আস্‌বাত বলিয়াছেন, "পাপ নিবৃত্তির লক্ষণ এই নয়টী—পাষণ্ড লোক হইতে দূরে থাকা, অসত্য বর্জ্জন করা, অহঙ্কারী লোকের সংসর্গ হইতে বিরত থাকা, প্রেমাস্পদ ঈশ্বরে সমাবর্ত্তন, কল্যাণের দিকে প্রধাবন, পাপ পরিত্যাগের সঙ্কল্প সুদৃঢ় করা, পাপ নিবৃত্তিতে স্থিরতা রক্ষা করা, কৃত অত্যাচারের বিনিময় প্রদান করা এবং দৈহিক শক্তির হ্রাস করা।"

৮। তিনিই বলিয়াছেন, "বৈরাগ্যের লক্ষণ এই নয়টী,—উপস্থিত বস্তুর বর্জ্জন, প্রনষ্ট বস্তুর জন্য বাসনা ত্যাগ, প্রভুর জন্য বাসনা ত্যাগ, আন্তরিক নির্ম্মলতা, প্রেমাস্পদের প্রিয়পাত্র হওয়া, বৈধ সামগ্রীতে বীতরাগ হওয়া, বিশ্রামে অল্পতা, ঈশ্বরেতে শান্তিলাভ, এবং প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন।"

৯। তিনি আরও বলিয়াছেন, "সাত্ত্বিকতার লক্ষণ এই নয়টী,—যে বিষয়ের তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা গ্রহণে উপেক্ষা করা, সন্দিগ্ধ বস্তু হইতে দূরে থাকা, ভাল না মন্দ তাহা অনুসন্ধান করা, ভাবনা চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হওয়া, ক্ষতি বৃদ্ধি বিষয়ে প্রণিধান করা, খোদাতাআলার প্রসংশার প্রতি স্থিরতা অবলম্বন করা, গচ্ছিত দ্রব্য সম্বন্ধে পবিত্র ভাবে যোগ রাখা, আপদ সঙ্কুল স্থান হইতে বিমুখ হওয়া, গৌরব প্রদর্শনে সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হওয়া।"

১। মহাত্মা জোন্নুন মিসরী (র) বলিয়াছেন, "নিকৃষ্ট ও নশ্বর জীবনের সহিত শত্রুতা করিয়া ঈশ্বরের বন্ধু হইয়া থাক, ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া নিকৃষ্ট জীবনের বন্ধু হইওনা, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম হইলেও কাহাকে নিকৃষ্ট মনে করিওনা, নিজের অন্তরকে ঈশ্বরের নিকট প্রেরণ করিও, বহির্ভাগ নর নারীকে দাও, (১) বিশ্বাসকে উপেক্ষা করিয়া সংশয়কে গ্রহণ করিওনা, শারীরিক জীবনের বশীভূত হইওনা, বিপদ উপস্থিত হইলে তাহা সহিষ্ণুতা যোগে বহন করিও, ঈশ্বরের মন্দিরের লোক হইয়া থাকিও।"

নবম অধ্যায়

দশ বিষয়ক।

১। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত রসুল করিম (সল) বলিয়াছেন, "হে মানবগণ, মেসওয়াক (দাঁতন) কর; তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য; কেননা তাহাতে দশটী ফল আছে;—মুখ পরিষ্কার হয়, খোদাতাআলা সন্তুষ্ট থাকেন, শয়তান বিরক্ত হয়, রহমান (২) ও রক্ষক ফেরেশতাগণ তাহাকে ভালবাসেন, দাঁতের গোড়া দৃঢ় হয়, কফ দমন হয়, মুখের গন্ধ সুগন্ধ যুক্ত হয়, পিত্ত দমন হয়, চক্ষু পরিষ্কার হয়; এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। এই মেসওয়াক করা সুন্নত।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "মেসওয়াকের সহিত এক নামাজ, বিনা দাঁতনে সত্তুর নামাজাপেক্ষা ভাল।"

২। মহাত্মা আবুবকর সিদ্দিক (রাজঃ) বলিয়াছেন, "ঈশ্বর যাঁহাকে দশটী অভ্যাস দান করিয়াছেন, তিনি সমুদয় আপদ বিপদ হইতে রক্ষিত থাকিবেন এবং মোকাররাবিন (ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র দিগের) পদে উন্নীত

(১) নর নারীর সেবা ও তাহাদের হিত সাধন কর।

(২) খোদাতাআলার অনুগ্রহ গুণবাচক নাম।

হইবেন এবং মোত্তাকিন (সাধুগণের) মর্য্যাদা লাভ করিবেন। সে দশটী অভ্যাস এই:—প্রথম, সর্ব্বদা সত্যবাদিতা তৎসঙ্গে অল্পে তুষ্ট অন্তঃকরণ; দ্বিতীয়, পূর্ণ ধৈর্য্যগুণ তৎসঙ্গে নিয়ত কৃতজ্ঞতা; তৃতীয় সর্ব্বদায় দীনতা তৎসঙ্গে অবিরাম সাধনা; চতুর্থ, নিয়ত চিন্তা তৎসঙ্গে ক্ষুধার্থ উদর; পঞ্চম, নিরবচ্ছিন্ন বিষাদ তৎসঙ্গে সর্ব্বদা ভয়; ষষ্ঠ, অবিশ্রান্ত চেষ্টা তৎসঙ্গে বিনয়ী শরীর; সপ্তম, সর্ব্বদা নম্রতা তৎসঙ্গে অকৃত্রিম দয়া; অষ্টম, অকপট বন্ধুত্ব তৎসঙ্গে সমুচিত লজ্জা; নবম, ফলপ্রদ বিদ্যা তৎসঙ্গে অনবরত সহিষ্ণুতা, দশম, অকৃত্রিম বিশ্বাস তৎসঙ্গে স্থায়ী জ্ঞান।"

৩। মহাত্মা ওমর ফারুক (রাজঃ) বলিয়াছেন, "দশ বস্তু দশ বস্তু ব্যতীত ঠিক বা সংশোধিত হয়না,—জ্ঞান ধর্ম্ম কার্য্য ব্যতীত, শ্রেষ্ঠত্ব, বিদ্যা ব্যতীত, পরিত্রাণ ভয় ব্যতীত, বাদশাহ, সুবিচার ব্যতীত, কুল গৌরব সৌজন্য ব্যতীত, আনন্দ শান্তি ব্যতীত, ধন দাতব্য ব্যতীত, দিনতা অল্পে তুষ্টি ব্যতীত উচ্চপদ নম্র ব্যতীত, এবং ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষমতা ব্যতীত।" (১)

৪। মহাত্মা ওস্মান (রাজঃ) বলিয়াছেন, "দশটী বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা অস্থায়ী ও অকর্ম্মণ্য;—সে পণ্ডিতের (আলেম) নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়না; যে বিদ্যানুযায়ী কার্য্য হয়না; যে সৎযুক্তি গৃহীত হয়না; যে অস্ত্র ব্যবহৃত হয়না; যে মস্‌জিদে নামাজ হয়না; যে কোরান পঠিত হয়না; যে ধন ব্যয়িত হয়না; যে ঘোড়ায় আরোহণ করা যায়না; যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব সম্মান চায় তাহার সন্ন্যাস ব্রত শিক্ষা; যে দীর্ঘায়ুতে পরকালের আয়োজন হয়না।"

৫। মহাত্মা আলী (রাজঃ) বলিয়াছেন, "বিদ্যা উত্তম স্বত্বাধিকার, সৌজন্য উত্তম ব্যবসায়, সাধুতা উৎকৃষ্ট আয়োজন (সম্বল), উপাসনা উৎকৃষ্ট মূলধন, সৎকার্য্য উত্তম আকর্ষণকারী (ঈশ্বরের দিকে), সচ্চরিত্রতা উত্তম শক্তি, সহিষ্ণুতা উত্তম মন্ত্রী, অল্পে তুষ্ট উত্তম ঐশ্বর্য্য, সাধ্য উত্তম সাহসী, এবং মৃত্যু উত্তম শিক্ষাদাতা।"

(১) ধর্ম্মযুদ্ধ—জেহাদ; ক্ষমতা—তৌফিক অর্থাৎ খোদাতাআলা ক্ষমতা দান না করিলে ধর্ম্মযুদ্ধ করা যায়না। বিশেষতঃ জেহাদে নানাবিধ যুদ্ধায়োজন যেমন অস্ত্র শস্ত্র, লোক জন, শিক্ষা আদির নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে যুদ্ধ হইতে পারেনা।

৬। প্রেরিত মহাপুরুষ (স) বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই মণ্ডলীর মধ্যে দশজন লোক কাফের, (১) কিন্তু তাহারা মনে করে যে তাহারা মুমেন (ধর্ম্ম-বিশ্বাসী)। সে দশজন এই;—যে ব্যক্তি বিনা কারণে হত্যা করে, যাদুকর, যে নির্লজ্জ ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর ব্যভিচারে উগ্র না হয়, যে ব্যক্তি জাকাত দেওয়া নিষেধ করে, মদ্যপায়ী, যে ব্যক্তি তাহার উপর হজ্জ ফরজ হওয়া সত্তেও হজ না করে; যে ব্যক্তি অশান্তি পাতের চেষ্টা করে, যে ব্যক্তি হরবীর (যাহার সহিত ধর্ম্ম যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য) নিকট অস্ত্র বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি স্ত্রীর গুহ্য দ্বারে অভিগমন করে, এবং জি মহরমকে (২) বিবাহ করে। আর যে ব্যক্তি এই সকল কার্য্য হালাল জানিবে সে কাফের হইবে।"

৭। তিনিই বলিয়াছেন, "আকাশে ও পাতালে কোন লোক মুমেন (ধর্ম্ম-বিশ্বাসী) হইবে না; যে পর্য্যন্ত সে (অন্তর) সম্পূর্ণ না হইবে; কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ হইবে না, যে পর্য্যন্ত মুসলমান না হইবে; কোন ব্যক্তি মুসলমান হইবে না, যে পর্য্যন্ত তাহার হস্ত ও মুখ হইতে লোকে বাঁচিয়া না থাকিবে (৩); কোন ব্যক্তি মুসলমান হইবে না, যে পর্য্যন্ত বিদ্বান্ না হইবে; কোন ব্যক্তি বিদ্বান্ হইবে না, যে পর্য্যন্ত বিদ্যানুযায়ী কার্য্য না করিবে; কখনই তাহার বিদ্যানুযায়ী কার্য্য হইবে না, যে পর্য্যন্ত সাধু না হইবে; কখনই সাধু হইবে না, যে পর্য্যন্ত সাধক না হইবে; কখনই সাধক হইবে না, যে পর্য্যন্ত বিনয়ী না হইবে; কখনই বিনয়ী হইবেনা, যে পর্য্যন্ত আপন আত্মা না চিনিবে; নিজ আত্মাকে চিনিতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত বুঝিয়া কথা না বলিবে।"

৮। মহাত্মা ইয়াহ্ইয়া রাজী (মায়াজের পুত্র) কোন পণ্ডিতকে পার্থিব বিষয়ে লিপ্ত দেখিয়া বলিয়াছেন, "হে বিদ্যাবান ও সুন্নত অবলম্বিগণ! দেখিতেছি, তোমাদের অট্টালিকা আদি কয়সারের ন্যায়, তোমাদের গৃহ

---

(১) কাফের—ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট বা বিধর্ম্মী। কাফেরের প্রকৃত অর্থ অকৃতজ্ঞ।

(২) জিমহরম এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যাহাদের সহিত বিবাহ হইতে পারে না, যেমন ভগ্নী, কন্যা, মাসী, পিসী ইত্যাদি।

(৩) হস্তদ্বারা লোকের অনিষ্ট ও মুখদ্বারা লোকের দুর্নাম বা মন্দ বলা, এই দুইটীই লোকের অনিষ্ট।

সকল নওসেরওয়াঁর ন্যায়, তোমাদের স্থান সকল কারুণের তোমাদের দ্বার সকল তালুত বাদশাহের ন্যায়, তোমাদের পরিচ্ছদ সকল জালুত বাদশাহের ন্যায়, তোমাদের ধর্ম্ম-পথ সকল শয়তানের ন্যায়, তোমাদের আয়োজন সকল অবাধ্যের ন্যায়; তোমাদের শাসন-কার্য্য ফেরাউনের ন্যায়, তোমাদের বিচারকগণ আধুনিক উৎকোচগ্রাহী পরমার্থ শূন্য, এবং তোমাদের মৃত্যু জ্ঞান হীন মূর্খের ন্যায়। কোথায় তোমাদের মোহাম্মদী ধর্ম্ম?" (১)

(ক) তিনিই বলিয়াছেন "হে মানব! তুমি যে নানা কথায় ঈশ্বরকে ডাকিতেছ, স্বর্গের গৃহে নিজের স্থান অন্বেষণ করিতেছ, এ বৎসর নয় আর বৎসর বলিয়া তোবা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছ এবং তুমি নিজের বিচার নিজে করিতেছনা; যদি তুমি সারাদিন রোজা রাখিতে পারিতে, যদি তুমি সারারাত্রি উপাসনায় দণ্ডায়মান থাকিতে পারিতে এবং অল্প পানাহারে তুষ্ট থাকিতে পারিতে, তবে তুমি ঈশ্বরের নিকট পদে উন্নত, সম্মানে উচ্চ ও তাঁহার সন্তোষ লাভের উপযুক্ত হইতে পারিতে।"

৯। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন, "খোদাতাআলা দশ ব্যক্তির দশটী অভ্যাস বড় ঘৃণা করেন;—ধনীর কৃপণতা, দরিদ্রের অহঙ্কার, বিদ্বানের লোভ, রমণীর নির্লজ্জতা, বৃদ্ধের সংসার-আশক্তি, যুবকের আলস্য, ভূপতির অত্যাচার, ধর্ম্ম যোদ্ধার সাহস হীনতা, সাধুর আত্মশ্লাঘা; উপাসকের দেখাইয়া উপাসনা করা।"

১০। শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ (স) বলিয়াছেন, "শান্তি দশটী। পাঁচটী ইহকালে, ও পাঁচটী পরকালে। ইহকালের পাঁচটী এই —বিদ্যা, উপাসনা, বৈধ জীবিকা, বিপদে ধৈর্য্য, ঐশ্বর্য্যে কৃতজ্ঞতা। পরকালের পাঁচটী এই,—যমদূত তাহার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের সহিত দেখা দিবে, মনকির

(১) মুসলমানী ধর্ম্ম আড়ম্বর শূন্য। এই ধর্ম্মে সাংসারিক মান মর্য্যাদা, পদগৌরব, অন্যায় অজ্ঞানতা নাই। এ ধর্ম্ম-পথে চলিতে হইলে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতে হইবে। মূল উপদেশে যে সকল ব্যবহারের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা কোন লোকের মধ্যে থাকিলে, তাহাকে প্রকৃত মুসলমান বলা যাইতে পারেনা।

নকির (১) তাহাকে ভয় দেখাইবেনা, বড় বিপদের সময় এবং কেয়া-মতের দিন ও স্থির এবং শান্ত থাকিবে, তাহার পাপ সকল ছাড়িয়া দেওয়া ও পুণ্য সকল গ্রহণ করা হইবে, পুল-সিরাতের উপর দিয়া সে বিদ্যুৎবেগে চলিয়া যাইবে, এবং স্বচ্ছন্দে স্বর্গে প্রবেশ করিবে।"

১১। মহাপণ্ডিত আবুল ফজল্ বলিয়াছেন, "আল্লাহতাআলা তাঁহার পবিত্র কেতাব (কোরান) কে দশটী নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোরান (২) (অবশ্য পাঠ্য), ফোরকান (৩) (কষ্টি পাথর), কেতাব (গ্রন্থ), তানজিল (৪) (অবতীর্ণ), হোদা (পথ-প্রদর্শক), নুর (আলোক), রহমৎ (ঈশ্বরানুগ্রহ), শেফা (স্বাস্থ্য), রুহ (আত্মা), জেকের ঈশ্বর স্মরণ। তন্মধ্যে কোরাণ, ফোরকান, কেতাব ও তাঞ্জীল নাম অনেকেই অবগত আছেন। অবশিষ্ট কয়েকটী নাম সকলে জানেন না। হোদা নুর, রহমৎ ও শেফা যেমন খোদাতাআলা কোরানে বলিয়াছেন, "ইয়া আইয়ো হান্নাসো কাদ্ জা আংকুম মওয়েজাতুন মেররব্বেকুম অ শেফাউল্লেমা ফিস সোদুরে অ হোদাঁও অ রহমাতুল্লেল মুমেনীন অ কাদ জাআকুম মেনাল্লাহে নুরোঁও অকেতাবোম মোবিন" (হে মানবগণ ঈশ্বর হইতে তোমাদের নিকট উপদেশ আসিয়াছে, তাহা তোমাদের অন্তরে যে রোগ আছে, তাহার শেফা (৫) এবং বিশ্বাসীদিগের তাহা হোদা (৬) ও রহমত (৭) এবং আল্লাহতাআলা হইতে তোমাদের নিকট নুর (৮) সত্য গ্রন্থ আসিয়াছে।) আর রুহ যেমন আল্লাহতাআলা বলিয়াছেন "কাজালেকা আওহায়না

---

(১) মনকির নকির নামক দুইজন ফেরেশতা। ইহারা প্রত্যেকের কবরে আসিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন।

(২) কোরান শব্দের দুইটী অর্থ (১), অবশ্য পাঠ্য (২) ঠিক বা সত্য বা অকাট্য।

(৩) ফোরকান অর্থ যাহা সত্য ও অসত্য প্রভেদ করিয়া দেয়।

(৪) তঞ্জীল অর্থ খোদাতাআলা হইতে বান্দার নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে।

(৫) শেফা—আরোগ্য, ঔষধ।

(৬) হোদা—পথ প্রদর্শন বা পথ-প্রদর্শক।

(৭) ঈশ্বরের কৃপাই রহমৎ।

(৮) নুর অর্থ জ্যোতিঃ।

এলায়কা রূহম্ মেন্ আমরেনা" (এইরূপ হে মোহাম্মদ (সল) তোমার নিকট পাঠাইয়াছি আমার হুকুমের রূহ)। আর জেকের সম্বন্ধে যেমন আল্লাহতাআলা বলিয়াছেন "অ আঞ্জাল্না এলায়কা জেক্‌রা লে তো বাই-য়েনা লেন্নাসে" (এবং অবতীর্ণ করিয়াছি জেকের (১) এই জন্য যে তুমি তাহা মানুষের নিকট প্রকাশ কর)।"

১২। মহাত্মা লোকমান হাকিম তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিয়াছেন";—"হে বৎস! দশটী অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়াই প্রকৃত হেকমাৎ (জ্ঞান):—মৃত লোকের (২) মনকে উপদেশ দ্বারা জীবিত করিবে; দরিদ্র লোকের সহিত বসিবে; রাজা বাদশাহের সভায় বসা পরিত্যাগ করিবে; নিকৃষ্ট লোককে ঘৃণা করিবেনা; দাসকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিবে; দরিদ্র নিরাশ্রয় পথিককে আশ্রয় দান করিবে; দীন জনকে ধনী করিবে; এবং শ্রেষ্ঠ লোকের শ্রেষ্ঠত্ব বাড়াইবে, এই সকল বস্তু ধন হইতে উত্তম, বিপদের উদ্ধার, যুদ্ধের আয়োজন, লাভ করিবার মূল ধন, যে সময় ভয়ের উদ্রেক হয় তখনকার পরিত্রাণ দাতা, যখন বিশ্বাস তোমার মনে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে তখনকার পথ প্রদর্শক, যখন কোন বস্তু তোমার লজ্জা রক্ষা করিতে না পারে তখনকার লজ্জা রক্ষক।"

১৩। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, তখন তাহার উচিত যে এই দশটী কার্য্য করে:—মুখে এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে, অন্তরে লজ্জিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পাপ হইতে বিরত থাকে, আর কখনও পাপ করিবেনা বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, পরকাল ভালবাসে, ইহকালের সহিত শত্রুতা রাখে, অল্প কথা বলে, পানাহার এরূপ কম করে যে, বিদ্যা ও উপাসনায় সচ্ছন্দে প্রবেশ করিতে পারে; এবং নিদ্রা কমাইয়া দেয়। খোদাতাআলা বলিয়াছেন "তাহারা (৩) রাত্রে অল্প নিদ্রা যাইত ও প্রত্যুষে ক্ষমা প্রার্থনা করিত।"

১৪। মহাত্মা আনস (রাজঃ) (মালেকের পুত্র) বলিয়াছেন, "পৃথিবী প্রত্যহ সকলকে এই দশ কথায় আহ্বান করিতেছে ও বলিতেছে

(১) জেকের ঈশ্বর স্মরণ বা জপনা।
(২) মৃত লোক অর্থাৎ ধর্ম্মে উদাসীন বা ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত লোক
(৩) ধার্ম্মিকগণ বা স্বর্গবাসিগণ।

হে মানব (আদমের সন্তান)! আজ তুমি আমার পৃষ্ঠে দৌড়াদৌড়ি করিতেছ, কাল তোমাকে আমার উদরে প্রবেশ করিতে হইবে; আজ তুমি আমার পৃষ্ঠে পাপ করিতেছ, আমারই উদরে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে; আমার পৃষ্ঠে হাস্য করিতেছ, আমারই উদরে ক্রন্দন করিবে; আমার পৃষ্ঠে আনন্দ উপভোগ করিতেছ, আমারই উদরে দুঃখ ভোগ করিবে; আমার পৃষ্ঠে ধন সংগ্রহ করিতেছ, আমারই পেটে তুমি লজ্জিত হইবে; আমার পৃষ্ঠে হারাম খাইতেছ, আমারই পেটে তোমাকে কীটে খাইবে; আমার পৃষ্ঠে তুমি অহঙ্কার করিতেছ, আমারই পেটে তুমি অবমানিত হইবে; আমার পৃষ্ঠে তুমি আনন্দে চলিতেছ আমারই পেটে তুমি দুঃখিত হইয়া পতিত হইবে; আমার পৃষ্ঠে তুমি আলোকে চলিতেছ, আমারই পেটে তুমি অন্ধকারে পড়িবে; আমার পৃষ্ঠে তুমি জন-সমাজে চলা ফেরা করিতেছ, আমারই পেটে তুমি জনহীন স্থানে একাকী থাকিবে।"

১৫। প্রেরিত মহাপুরুষ (দ) বলিয়াছেন, "যাহার হাসি অধিক হইবে, সে দশটী দণ্ডে দণ্ডিত হইবে:—তাহার মন মরিয়া যাইবে; তাহার মুখের লাবণ্য থাকিবে না; শয়তান তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে; খোদাতাআলা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন; কেয়ামতের দিন তাহাকে লইয়া টানাটানি হইবে (অনেকে তাহার শত্রুতা করিবে); কেয়ামতের দিন প্রেরিত মহাপুরুষ তাহা হইতে মুখ ফিরাইবেন; ফেরেশ্তাগণ তাহাকে 'লানত' (অভিসম্পাত) করিবেন; আকাশ ও ভূতলবাসী (মানুষ ও ফেরেশ্তাগণ) তাহার শত্রুতা করিবে; সে সকল কথাই ভুলিয়া যাইবে; এবং কেয়ামতের দিন নিতান্ত অপদস্থ ও যন্ত্রণাগ্রস্থ হইবে।"

১৬। মহর্ষি হাসন বসরী (রাজ) বলিয়াছেন, "একদা আমি বসরা নগরের কোন এক বাজারে এক যুবকের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে একজন চিকিৎসককে দেখিলাম যে, একখানি কুরসীর (চেয়ার) উপর উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সম্মুখে কতকগুলি স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা দণ্ডায়মান। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তেই এক একটী কারুরা (১)। এবং প্রত্যেকেই চিকিৎসকের ঔষধের প্রশংসা করিতেছে। আমার সঙ্গীয় যুবকটী

(১) কারুরা এক প্রকার কাচ পাত্র। ইউনানী চিকিৎসকগণ রোগীর প্রস্রাব তাহাতে রাখিয়া তদ্দর্শনে রোগ পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

তখন চিকিৎসকের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হে চিকিৎসক! আপনার নিকট এমন কোন ঔষধ আছে কিনা যে, সমুদায় পাপরূপ ময়লা ধৌত করে ও অন্তরের যাবতীয় ব্যাধি দূর করে।" চিকিৎসক কহিলেন, "হাঁ, আমার নিকট এমন ঔষধ আছে।" যুবক কহিলেন, "তবে তাহা আমায় কিঞ্চিৎ দান করুন।" চিকিৎসক কহিলেন, "আচ্ছা এই নিন, আপনাকে দিতেছি। এই দশটী বস্তু নিন, 'দীনতা-বৃক্ষের রস বিনয়-গাছের রসের সহিত লইয়া তাহাতে অনুতাপরূপ হরিতকী মিলাইবেন। তাহা ঈশ্বর তুষ্টির খলে রাখিয়া অল্পে তুষ্টির নোড়া দ্বারা চূর্ণ করত সাধুতারূপ কটাহে রাখিবেন। পরে তাহাতে লজ্জারূপ জল ঢালিয়া দিয়া প্রেমের আগুন দ্বারা তাপ দিবেন। অনন্তর তাহা কৃতজ্ঞতা রূপ পাত্রে রাখিয়া, আশারূপ পাখা দ্বারা ব্যজনে (বাতাস) ঠাণ্ডা করিয়া ঈশ্বর গুণ কীর্ত্তন রূপ চামুচ দ্বারা পান করিতে থাকিবেন। যদি এইরূপ করিতে পারেন, তবে দেখিবেন অল্পকাল মধ্যেই ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় আপদ বিপদ, রোগ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।" যুবক কহিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে।"

১৭। কথিত আছে যে, কোন এক বাদশাহ পাঁচ জন পণ্ডিত (হাকিম) একত্র করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট এক একটী হেকমতের কথা (জ্ঞানগর্ভ কথা) শুনিতে চাহেন। তাঁহারা প্রত্যেকে দুইটী করিয়া কথা কহেন, ইহাতেই দশটী কথা হয়। তাহা এই:—প্রথম হাকিম বলেন, "ঈশ্বরে ভয় করাই শান্তি ও ঈশ্বরে ভয় না করাই কাফেরত্ব (অধর্ম) এবং সৃষ্ট বস্তু ও লোক হইতে নিশ্চিন্ত ও অপ্রত্যাশী থাকাই স্বাধীনতা, ও মানুষের কর্ম্ম করা ও প্রত্যাশা করাই দাসত্ব।" দ্বিতীয় ব্যক্তি কহেন—"ঈশ্বরের নিকট আশা রাখা এমন ধন যে, দরিদ্রতা তাহা নষ্ট করিতে পারেনা এবং ঈশ্বর হইতে নিরাশ হওয়া এমন দারিদ্রতা যে, ঐশ্বর্য্য তাহা নিবারণ করিতে পারে না।" তৃতীয় ব্যক্তি কহেন "মন ধনী হইলে দরিদ্রতায় তাহার ক্ষতি করিতে পারেনা এবং মন নির্ধন হইলে ঐশ্বর্য্য তাহার কোন লাভ করিতে পারে না।" চতুর্থ ব্যক্তি বলেন, "মন ধনী হইলে দাতব্যগুণ তাহার ঐশ্বর্য্যই বৃদ্ধি করে এবং মন দরিদ্র হইলে কার্পণ্য তাহার দরিদ্রতাই বৃদ্ধি করে।" পঞ্চম ব্যক্তি বলেন, "ভালর অল্প গ্রহণ করা মন্দের অধিক পরিত্যাগ অপেক্ষা ভাল এবং মন্দের সমুদায় পরিত্যাগ করা ভালর অল্প গ্রহণ অপেক্ষা ভাল।"

১৮। মহাত্মা এবেন্ আব্বাস (রাজঃ) প্রেরিত মহাপুরুষকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, "আমার মণ্ডলীর এই দশ জন লোক তৌবা ব্যতীত বেহেশ্তে যাইতে পারিবে না,—কাল্লা, জয়ুফ, কাত্তাত, দবুব, দয়ুস, সাহেবে আরতাবা, সাহেবে কুবা, ওতোল, জানিম, আল্ আক লেওয়ালেদায হে।" কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো ইহারা কি লোক। খোলাসা না বলিলে বুঝিতে পারি না।" হজরত কহিলেন, "কাল্লা ঐ ব্যক্তি, যে বড় লোকের নিকট যাতায়াত করে; জয়ুফ ঐ ব্যক্তি যে গোর হইতে মৃত শবের কাফন চুরী করে; কাত্তাত ঐ ব্যক্তি যে কোটনামী করে; দবুব ঐ ব্যক্তি যে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য (জেনা করিবার নিমিত্ত) যুবতী রমণীদিগকে সংগ্রহ করে; দয়ুস ঐ ব্যক্তি যে নিজের স্ত্রীর ব্যভিচারে ক্রুদ্ধ হয়না; ছাহেবে আরতাবা ঐ ব্যক্তি যে তবলা বাজায়; ছাহেবে কুবা ঐ ব্যক্তি যে তানপুরা বাজায়; ওতোল ঐ ব্যক্তি যে কেহ অপরাধ করিলে তাহা ক্ষমা করেনা ও তাহার আপত্তি গ্রহণ করেনা; জানিম ঐ ব্যক্তি যে জেনায় জন্ম লাভ করিয়াছে (জারজ) এবং রাস্তায় বসিয়া পরের গ্লানি করে; এবং আক ঐ ব্যক্তি যে তাহার পিতা, মাতার কথা শুনেনা।"

১৯। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "দশ ব্যক্তি এরূপ আছে, খোদা-তাআলা তাহাদের নামাজ গ্রহণ করেন না। প্রথম যে ব্যক্তি বিনা কেরাতে একাকী নামাজ পড়ে। দ্বিতীয় যে ব্যক্তি জাকাত আদায় না করে। তৃতীয় যে ব্যক্তি জামাতের এমাম হয়, কিন্তু জামাতের লোক তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট। চতুর্থ পলাতক দাস। পঞ্চম যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মদ্য পান করে। ষষ্ঠ যে রমণী নিশি প্রভাত করে অথচ তাহার স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট। সপ্তম যে স্বাধীনা (১) রমণী বিনা মুখাবরণে নামাজ পড়ে। অষ্টম যে ব্যক্তি সুদ খায়। নবম অত্যাচারী ভূপতি। দশম ঐ ব্যক্তি যাহার নামাজ নির্লজ্জতা ও অপকার্য্য হইতে তাহাকে দূরে না রাখে। এমন লোকের ঈশ্বর হইতে দূরত্ব ব্যতীত নৈকট্য লাভ হয় না।

২০। তিনিই বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মসজেদে প্রবেশ করিতে চাহে, তাহার এই দশটী কার্য্য করা কর্ত্তব্য,—নিজের পাদুকা অথবা মুজার দিকে

(১) স্বাধীনা রমণী অর্থ যে রমণী কাহারও দাসী নয়।

দৃষ্টি রাখিবে। দক্ষিণ পদ পূর্ব্বে আগে বাড়াইবে, প্রবেশ করিয়াই এই দোওয়া পড়িবে 'বিসমিল্লাহে অ সালামুন আলা রসুলেল্লাহে অ মালায়েকাতেল্লাহে আল্লা হুম্মাফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতেকা ইন্নাকা আন্তাল্ অহ্‌হাব' (১) যাঁহারা মস্‌জেদে আছেন তাঁহাদিগকে সালাম জানাইবে। যদি মসজিদে কেহ না থাকে, তবে এই কথা কহিবে, "আসসালাম আলায়না অ আলা এবাদিল্লাহেসসালেহীন আশ্‌হাদো আঁল্লায়েলাহা ইল্লাল্লাহো অ আন্না মোহাম্মাদার্ রসুলুল্লহে (২)। কোন নামাজে উপবিষ্ট লোকের সম্মুখে যাইবে না। সাংসারিক কোন কথা কহিবে না। অজু না করিয়া মস্‌জেদে প্রবেশ করিবে না। দুই রেকাত নামাজ না পড়িয়া মসজিদ হইতে বাহির হইবে না। এবং নামাজে দাঁড়াইয়া এই দোওয়া পড়িবে,— সোব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা অ বেহাম্‌দেকা আশ্‌হাদো আল্লা লায়েলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্‌ফেরোকা অ আতুবো এলায়কা।" (৩)।

২১। মহাত্মা আবু হোরেরা (রাজ) প্রেরিত মহাপুরুষকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছেন যে, নামাজ ধর্ম্মের খুঁটি; নামাজে দশটী গুণ আছে;— মুখের লাবণ্য, অন্তরের আলোক, শরীরের স্ফূর্ত্তি, কবরে মনোনিবেশ, ঈশ্বর কৃপা অবতীর্ণ হওয়া, আকাশের (স্বর্গের) চাবী, মিজানের (তুলাদণ্ডের) ভারীত্ব, ঈশ্বরের সন্তুষ্টি, স্বর্গের মূল্য প্রাপ্তি, এবং নরকের আগুনের অবরোধ (পরদা)। যে ব্যক্তি নামাজ স্থাপন করিল, সে নিজ ধর্ম্ম স্থাপন করিল; যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করিল, সে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিল।"

(১) আল্লাহতাআলার নামে প্রবৃত্ত হইতেছি; খোদার প্রেরিত মহাপুরুষ ও তাঁহার ফেরেস্তাগণের উপর সালাম (ঈশ্বরের কৃপা হউক), হে আল্লাহ, তোমার কৃপার দ্বার সকল আমার প্রতি খুলিয়া দাও, অবশ্য তুমিই দয়ালু ও কৃপাবান্।

(২) আমার উপর ও যাঁহারা ধার্ম্মিক বান্দা তাঁহাদের উপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং মোহাম্মাদ (দ) খোদার প্রেরিত।

(৩) হে পবিত্র আল্লাহতাআলা, তোমার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার পবিত্রতা বর্ণন করিতেছি। তোমা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারদিকে অগ্রসর হই।

২২। রমণীকুল শ্রেষ্ঠ পরম পূজনীয়া জগজ্জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাজ) প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট শুনিয়াছেন যে, খোদাতাআলা যখন স্বর্গ প্রাপ্তির যোগ্য ধার্ম্মিক লোকদিগকে স্বর্গ রাজ্যে স্থান দান করিবেন; তখন তাঁহাদের নিকট একজন ফেরেশ্তাকে প্রেরণ করিবেন। সেই ফেরেশ্তার নিকট (স্বর্গ-বাসীদিগকে দিবার জন্য) একখানি বস্ত্র থাকিবে, সেই বস্ত্রের মধ্যে দশটী অঙ্গুরীয়ক; যখন তাঁহারা বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইবেন, তখন ফেরেশ্তা ডাকিয়া কহিবেন "আপনারা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া এই ঈশ্বর দত্ত পুরস্কার লইয়া যান।" তাঁহারা দেখিতে চাহিলে ফেরেশ্তা আংটী দশটী বাহির করিয়া দিবেন তাহার একটীতে লিখিত আছে;—"হে স্বর্গবাসিগণ! তোমাদের উপর সালাম" (ঈশ্বর কৃপা অবতীর্ণ হউক); দ্বিতীয়টীতে আছে তোমরা উত্তম লোক। অতএব তোমরা অনন্তকালের জন্য বেহেশ্তে প্রবেশ কর; তোমাদের সকল কষ্ট বিদূরিত হইল; তৃতীয়টীতে "তোমরা যে সকল সৎকার্য্য করিয়াছ, তাহার পরিবর্ত্তে এই স্বর্গরাজ্য তোমাদের স্বত্বাধিকার"; চতুর্থটীতে "তোমাদিগকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধান করিতে দিলাম"; পঞ্চমটীতে "সুন্দরী অপ্সরাগণের (হুর) সহিত তোমাদের বিবাহ দিলাম"; তোমরা যে জগতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলে, আমি এখন তাহার ফল প্রদান করিলাম তোমাদের সকল আশা পূর্ণ হইল;" ষষ্ঠটীতে "পৃথিবীতে যে উপাসনা করিয়াছিলে ইহা তাহারই ফল," সপ্তম টীতে "তোমরা যুবক হইয়া রহিলে; আর কখনও বৃদ্ধ হইবে না;" অষ্টমটীতে, "তোমরা নিরাপদ হইলে, তোমাদের আর কোন ভয় নাই।" নবমটীতে "তোমরা নবী ও সত্যবাদী ও শহিদ ও সাধুগণের বন্ধু ও সঙ্গী হইলে;" দশমটীতে "তোমরা তোমাদের ধর্ম্মপথ প্রদর্শক উচ্চ আরশের কর্ত্তা পরম দয়ালু খোদাতাআলার নৈকট্য লাভ করিলে"। অনন্তর ফেরেশ্তা কহিবেন "আপনারা এখন নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গে প্রবেশ করুন।" তখন তাঁহারা প্রবেশ করিয়া বলিবেন, "সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা সেই পরম করুণাময় খোদাতাআলার- যিনি আমাদের সকল দুঃখ কষ্ট দূর করিলেন। অবশ্য আমাদের প্রতিপালক প্রভু ক্ষমাশীল কৃতজ্ঞতা গ্রহণকারী এবং সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা আল্লাহতাআলার যিনি তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিলেন ও আমাদিগকে এই স্বর্গ-রাজ্যের স্বত্বাধিকারী করিলেন, যেখানে ইচ্ছা স্থান লইতে পারি।" অতএব দেখাগেল কার্য্যকারীদের জন্য কি আশ্চর্য্য পুরস্কার!!"

২৩। আর যখন নরকগামীদিগকে নরকে যাইবার আদেশ হইবে, তখন ঐরূপ দশটী অঙ্গুরীয়ক লইয়া এক ফেরেশ্‌তা উপস্থিত হইবেন তাহার একটিতে লিখিত আছে "হে নারকিগণ! তোমরা নরকে গমন কর, এই নরকে তোমাদের আর মৃত্যু নাই—আর কখনও জীবিতও হইবেনা এবং কখন ইহা হইতে বাহিরও হইতে পারিবে না।" দ্বিতীয়টীতে আছে "কেবল অনন্ত যন্ত্রণা ও শাস্তির মধ্যে তোমরা প্রবেশ কর, আর তোমাদের উদ্ধার নাই"; তৃতীয়টীতে আছে "তোমরা আমার অনুগ্রহে একেবারে বঞ্চিত হইলে"; চতুর্থটিতে "চিরদিনের জন্য কষ্ট যন্ত্রণা ও চিন্তা লইয়া নরকে প্রবেশ কর"; পঞ্চমটীতে "তোমাদের পরিধান বস্ত্র আগুন, তোমাদের খাদ্য জকুম, তোমাদের পানীয় জল হামিম (উষ্ণ জল), তোমাদের শয্যা ও তোমাদের ছত্রিও আগুণ"; ষষ্টটিতে "তোমরা পৃথিবীতে যে পাপ করিয়াছিলে ইহা তাহারই ফল"; সপ্তমটিতে "নরকে তোমাদের উপর আমার চিরন্তন বিরাগ রহিয়া গেল"; অষ্টমটিতে "তোমাদের উপর আমার লানত (অভিসম্পাত) কেননা তোমরা জানিয়াও গুরুতর পাপ কার্য্য করিয়াছ এবং তৌবা কর নাই ও অনুতপ্ত হও নাই"; নবমটীতে "শয়তানগণ তোমাদের চিরকালের প্রতিবাসী হইল"; দশমটিতে "তোমরা শয়তানের পদানুসরণ করিয়াছিলে, ইহা এখন তাহারই প্রতিফল।"

২৪। কোন জ্ঞানী বলিয়াছেন "আমি দশ বস্তু দশস্থানে অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু তথায় না পাইয়া তাহা অন্য দশ স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি। শান্তি লোভে অন্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু তাহা সাধনায় প্রাপ্ত হইয়াছি। উচ্চতা অহঙ্কারে অন্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু তাহা বিনয়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। উপাসনা নমাজে অন্বেষণ করিয়াছি; তাহা নির্দ্দোষিতায় (পরহেজগারী) প্রাপ্ত হইয়াছি। মনের আলোক দৈনিক নামাজে অন্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু তাহা গোপনভাবে নৈশ নামাজে প্রাপ্ত হইয়াছি। কেয়ামতের নূর (আলোক) দাতব্য ও বদান্যতায় অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে না পাইয়া রোজার অনাহার যন্ত্রণা ভোগে প্রাপ্ত হইয়াছি। পুলসেরাতের উপর পার হওয়া কোরবাণী দেওয়ায় অন্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু তাহা সাদ্‌কা দেওয়ায় প্রাপ্ত হইয়াছি। নরক হইতে পরিত্রাণ হালাল বস্তুতে অন্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু তাহা নিবৃত্তিতে (প্রবৃত্তি পরিত্যাগ) প্রাপ্ত হইয়াছি। ঈশ্বর প্রেম জগতে অন্বেষণ

করিয়াছি; কিন্তু তাহা কেবল ঈশ্বর স্মরণে প্রাপ্ত হইয়াছি। শান্তি সু লোকের মধ্যে বাস করায় অন্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু তাহা নির্জ্জনতায় প্রাপ্ত হইয়াছি। মনের আলোক, উপদেশ ও কোরান পাঠে অন্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু তাহা চিন্তা ও রোদনে প্রাপ্ত হইয়াছি। (১)।

২৫। মহাত্মা এবে্ন আব্বাস (রাজ) "অ এজাব্‌তালা এব্রাহিমা রব্বোহু বেকালেমাতেন্ ফা আতাম্মাহুন্না (২)।" এই আয়তের (শ্লোক) ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "সেই কালেমা (কথা) দশটী অভ্যাস। তাহা সুন্নত্। পাঁচটী মস্তকে ও পাঁচটী সর্ব্বাঙ্গে। মস্তকের পাঁচটী এই:—দাঁতন করা, কুল্লী করা, নাকে জল দেওয়া, গোঁপ ছাটিয়া ফেলা। ও মাথা মুণ্ডন করা, এবং সর্ব্বাঙ্গের পাঁচটী এই:—বোগলের পশম দূর করা, হস্তপদের নখ কাটিয়া ফেলা, নাভীর নিম্নদেশের লোম দূর করা, খাৎনা করা, এবং এস্তেঞ্জা—(৩) করা।"

২৬। (৩) তিনিই বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি প্রেরিত মহাপুরুষের প্রতি একবার দরুদ (ঈশ্বরানুগ্রহ প্রার্থনা) করিবেন; খোদাতাআলা তাহাকে দশবার কৃপা বর্ষণ করিবেন; যে ব্যক্তি প্রেরিত মহাপুরুষকে একবার গালি দিবে, ঈশ্বর তাহার দশবার মন্দ করিবেন।

২৭। মহর্ষি এব্রাহিম আদহমকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহর্ষি, পরম দয়াময় খোদাতাআলা পবিত্র কোরান শরিফে বলিয়াছেন যে, "তোমরা আমাকে ডাক ও আমার নিকট প্রার্থনা কর। আমি তাহা শুনিব ও প্রার্থনা

(১) তাই বলিয়া ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবেনা।

(২) এই আয়েতের অনুবাদ এই:—যখন আল্লাহ তাআলা মহাপুরু-এব্রাহিমকে কয়েকটী কথার দ্বারা পরীক্ষা করেন, তখন এব্রাহিম তাহা সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন করেন।

(৩) বাহ্য বা প্রস্রাব করিয়া পূর্ব্বে মৃত্তিকা দ্বারা মূত্রনলী, গুহ্য দ্বার পরিষ্কার করতঃ পরে জলদ্বারা ধৌত করাকে এস্তেঞ্জা কহে। মৃত্তিকা দ্বারা পরিষ্কার করাকে কুলুখ লওয়া কহে। যাহাদের খুব বিশ্বাস আছে যে, কুলুখ না লইয়া কেবল জলদ্বারা ধৌত করিলে আর প্রস্রাব নির্গত হইবে না তাহাদের কেবল ধৌত করিলেই চলিবে।

(৪) এই কথাটী দশ বিষয়ক উপদেশ শ্রেণীভুক্ত করা সঙ্গত বোধ হয়না। কিন্তু আমি অনুবাদক। সুতরাং মহাত্মা এবে্ন হাজরের পদানুসরণ করিয়া তিনি যে স্থানে লিখিয়াছেন, সেই স্থানেই অনুবাদ করিয়াছিলাম।

গ্রহণ করিব" তদনুসারে আমরা তাঁহাকে কত ডাকি ও সর্ব্বদা তাঁহার নিকট কত প্রার্থনা করি; কিন্তু কৈ তিনি ত আমাদের ডাক শুনেননা ও আমাদের প্রার্থনা ও গ্রহণ করেন না?" মহর্ষি এব্রাহিম তখন কহিলেন, "তোমাদের মন দশটী কারণে জীবন হীন হইয়া পড়িয়াছে (এই জন্য কিছু শুনিতে ও জানিতে বা বুঝিতে পারনা)। সে দশটী কারণ এই:—তোমরা খোদাতাআলাকে চিনিয়াছ; কিন্তু তাঁহার স্বত্ব আদায় করনা। তোমরা খোদাতাআলার প্রেরিত গ্রন্থ পবিত্র কোরান শরিফ পাঠ করিয়াছ; কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য করনা। তোমরা ইব্লিসের সহিত শত্রুতার দাবী কর বটে; কিন্তু তাহারই সহিত প্রণয় স্থাপন ও ভালবাসা রাখিতে কুণ্ঠিত হওনা। স্বর্গলোক ভালবাসার দাবী কর; কিন্তু তাহা প্রাপ্তির কার্য্য করনা। প্রেরিত মহাপুরুষকে ভালবাসার দাবী কর; কিন্তু তাঁহার রীতি নীতি পরিত্যাগ কর। নরক ভয়ের দাবী কর, কিন্তু পাপকার্য্যে বিরত থাকনা। মৃত্যু বা মরণ সত্য নিশ্চিত বলিয়া জান; কিন্তু তাহার আয়োজন করনা। পরের দোষান্বেষণে প্রবৃত্ত থাক; কিন্তু নিজের দোষ দর্শন করনা। খোদাতাআলার দত্ত সামগ্রী ভক্ষণ কর; কিন্তু তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করনা। এবং তোমাদের মৃত লোকদিগকে দফন কর (মাটিতে পুঁতিয়া রাখ); কিন্তু তাহা দেখিয়াও ভীত হওনা।"

২৮। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "যে পুরুষ অথবা যে রমণী আরফার (১) দিন এই দশ কথা বিশিষ্ট দোওয়া এক সহস্রবার পাঠ করিবে, সে খোদাতাআলার নিকট যাহাই চাহিবে, তিনি তাহাকে তাহাই দান করিবেন——যে পর্য্যন্ত সে আত্ম পরিজনের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ ও পাপ করিতে অগ্রসর না হইবে। সে দোওয়াটী এই:—সোবহানাল্লাজি ফিস্ সামায়ে আরশোহু সোবহানাল্লাজী ফিল্ আরজে মোলকোহু অ কোদ্‌রতোহু, সোবহানাল্লাজী ফিল্ বাররে সাবিলোহু সোবহানাল্লাজী ফিল্ হাওয়ায়ে রুহোহু, সোবহানাল্লাজী ফিন্নারে সাল্‌তানোহু সোব্‌হানাল্লাজী ফিল্ আর্‌হামে

(১) চান্দ্র বৎসরের জেলহজ্জ মাসের নবম তারিখে হজ্জ হয়; সেই দিন আরফার ময়দানে সমবেত হইয়া হজকার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়; সেই দিনই আরফার দিন।

এল্‌মোহ্‌, সোব্‌হানাল্লাজী ফিল্ কবুরে কাজাওহু সোবহানাল্লাজী রাফাআস্-সামায়া বেলা আমাদেন্ সোব্‌হানাল্লাজী অজাআল্ আর্জা সোবহানাল্লাজী লা মালজায়া মেনহু ইল্লা এলায়হে। ইহার অনুবাদ এই :—যাঁহার আরশ (সিংহাসন) আকাশ-মণ্ডলে বিদ্যমান সেই মহান্ ঈশ্বর পবিত্র। যাঁহার রাজ্য ও ক্ষমতা ভূমণ্ডলে বিস্তৃত, সেই মহান্ ঈশ্বর পবিত্র। যাঁহার পথ বা রাস্তা মাঠ ও জঙ্গলে প্রশস্ত, সেই মহান্ ঈশ্বর পবিত্র। যাঁহার সৃষ্ট আত্মা বা রুহ্ নামক ফেরেশ্‌তা বায়ু সাগরে পরিব্যাপ্ত, সেই মহান্ ঈশ্বর, পবিত্র। যাঁহার প্রভুত্ব আগুণে ক্ষমতাবান্ সেই মহান্ ঈশ্বর পবিত্র; যাঁহার জ্ঞান সমুদায় উদরে পরিব্যাপ্ত, সেই মহান্ ঈশ্বর পবিত্র। যাঁহার আজ্ঞা কবর সমূহে বিঘোষিত, সেই মহান্ ঈশ্বর পবিত্র। যিনি অনন্ত আকাশকে বিনা স্তম্ভে স্থাপিত রাখিয়াছেন, সেই মহান্ ঈশ্বর পবিত্র। যিনি বিশ্ব জগতকে স্থিত রাখিয়াছেন, সেই মহান্ ঈশ্বর পবিত্র। যাঁহার নিকট ব্যতীত আর কাহারও নিকট আশ্রয় নাই, সেই মহান্ ঈশ্বর পবিত্র।"

২৯। মহাত্মা এবে্ন আব্বাস (রাজ) বলিয়াছেন যে, কোন মহাপুরুষ একদিন শয়তানকে জিজ্ঞাসা করেন "হে ইব্লিস! আমার মণ্ডলীর কোন্ কোন্ লোক তোমার প্রিয় পাত্র?" ইব্লিস বলে "দশজন লোক :—অত্যাচারী রাজা; সেই অহঙ্কারী ধনী যে চিন্তা করেনা যে তাহার ধন কোথা হইতে অর্জ্জিত হয় এবং কি কার্য্যে তাহা ব্যয় করা হয়; যে বিদ্বান্ বাদশাহের অত্যাচারেও তাহাকে ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ বলে (অর্থাৎ বাদশাকে অত্যাচার ক্ষান্ত দিতে অনুরোধ করেনা); বিশ্বাসঘাতক (খায়েন) ব্যবসায়ী; যে ব্যক্তি মহার্ঘ্য হইলে অধিক লাভে বিক্রয় করিবে বলিয়া শস্যাদি বদ্ধ করিয়া রাখে (বিক্রয় করেনা); পরস্ত্রী গমনকারী; যে ব্যক্তি সুদ খায়; যে কৃপণ এ চিন্তা করেনা যে তাহার ধন কোথা হইতে সংগৃহীত হয়।"

৩০। তাপস য়্যুসফ আসবাত বলিয়াছেন,—ধৈর্য্যাবলম্বনের লক্ষণ এই দশটী;—নিকৃষ্ট প্রকৃতিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা, প্রেম অন্বেষণে ধৈর্য্যাবলম্বন, অধীত বিষয় দৃঢ়রূপে আয়ত্তাধীন রাখা, ব্যস্ততার নিবৃত্তি, সাত্ত্বিকতার অনুমত্যাভিলাষ; সাধনায় দৃঢ়তাবলম্বন; সমুচিত বিষয়ে পূর্ণ বেষ্টন; আচার ব্যবহারে সত্যনিষ্ঠা, বহু প্রয়াসে চিরস্থিতি; এবং অশুদ্ধতার সংশোধন।"

৩১। তিনি আরও বলিয়াছেন, "নির্ভরের লক্ষণ এই দশটী ;—ঈশ্বর যে বিষয়ে প্রতিভূ হইয়াছেন, তাহাতে সন্তোষ লাভ করা ; স্বর্গ ও মর্ত্ত হইতে তোমার নিকট যাহা উপস্থিত হয় তাহাতে স্থির থাকা ; যাহা ভবিতব্য তাহা গ্রাহ্য করা ; দাসত্বে পদ স্থাপন করা ; প্রভুত্ব হইতে বহির্ভূত হওয়া অর্থাৎ আমিত্বের স্পর্দ্ধা পরিত্যাগ করা ; আত্ম-ক্ষমতা পরিহার ; সাংসারিক সম্বন্ধ বর্জ্জন ; সত্যে প্রবেশ ; তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা ; এবং মনুষ্য সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া (১)।"

দশম অধ্যায়।

বহু বিষয়ক। (২)

১। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত রসুল মকবুল (স) শয়তানকে জিজ্ঞাসা করেন "আমার মণ্ডলীর মধ্যে তোমার শত্রু কয়জন ?" শয়তান উত্তর করিল "বিংশতি জন ;—প্রথমই আপনি ; কেননা আপনাকে আমি গুরুতর ও ভয়ানক শত্রু মনে করি ; আপনার জন্যই আমার সকল বাসনা ও সকল চেষ্টা সাধন হয়না। দ্বিতীয় যে আলেম (পণ্ডিত) শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করেন। তৃতীয় কোরান মজিদের হাফেজ (কণ্ঠস্থকারী) যদি সে

(১) এ অধ্যায়ের শেষ দুইটী, ১ম অধ্যায়ের ২৬নং হইতে শেষ পর্য্যন্ত, ২য় অধ্যায়ের ৫৫নং হইতে শেষ পর্য্যন্ত, ৩য় অধ্যায়ের ৩৮নং হইতে শেষ পর্য্যন্ত, ৪র্থ অধ্যায়ের ১৯নং হইতে শেষ পর্য্যন্ত, ৫ম অধ্যায়ের ১৮নং হইতে শেষ পর্য্যন্ত ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ দুইটী, ৭ম অধ্যায়ের শেষ দুইটী, ৮ম অধ্যায়ের শেষ চারিটী উপদেশ "তাপসমালা" হইতে উদ্ধৃত (গ্রন্থকার)

(২) মহাত্মা এব্‌নে হাজর আস্কোলানী নয় অধ্যায়ে তাঁহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। তাঁহার নবম অধ্যায়েই এ সকল বহু বিষয়ক উপদেশ গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমি তাঁহার সেই বহু বিষয়ক কথা কয়েকটী এবং আরও কয়েকটী বহু বিষয়ক কথা অন্যান্য কেতাব হইতে সংগ্রহ করিয়া, এক পৃথক অধ্যায় সাজাইয়া দশম অধ্যায় নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম। (গ্রন্থকার)

কোরানের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করে। চতুর্থ যে ব্যক্তি পাঁচ নামাজের সময় কেবল খোদা উদ্দেশে বিনা স্বার্থে পাঁচবার আজান দিবার জন্য নিযুক্ত হয় ও তাহা করে। পঞ্চম যে ব্যক্তি পিতৃহীন বালক ও দীন দুঃখীদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসে। ষষ্ঠ যে ব্যক্তির মন দয়া-প্রবণ হয়। সপ্তম বিনয়ী ব্যক্তি। অষ্টম যে যুবক ঈশ্বরোপাসনায় বর্দ্ধিত হয়। নবম যে ব্যক্তি বৈধ-জীবিকা (হালাল রুজি) দ্বারা আহার চালায়। দশম যে দুই যুবক কেবল ঈশ্বরোদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব করে। একাদশ যে ব্যক্তি নিশি-যোগে সকলে যখন শুইয়া থাকে, তখন নমাজ পড়ে (উপাসনা করে); দ্বাদশ যে ব্যক্তি জামাতে (একত্রে) নমাজ পড়িবার জন্য সদাই ব্যস্ত। ত্রয়োদশ যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে অবৈধ খাদ্য (হারাম) হইতে ফিরাইয়া রাখে। চতুর্দ্দশ যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থ উপদেশ দান করে (অন্যত্র আছে যে ব্যক্তি সকল ভ্রাতাকেই) আহ্বান করে অর্থাৎ কাহারও সহিত শত্রুতা রাখেনা)। পঞ্চদশ যে ব্যক্তি অজুর (অঙ্গশুদ্ধি) সহিত থাকে। ষোড়শ দাতা ব্যক্তি। সপ্তদশ সচ্চরিত্র ব্যক্তি। অষ্টাদশ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের জিম্মায় যাহা আছে (জীবিকা), তাহার জন্য কোন চিন্তা করেনা, বরং তাহার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। উনবিংশ যে ব্যক্তি অবরোধ বাসিনী অসহায়া বিধবা রমণী দিগের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করে ও তাহাদের সাহায্য করে। বিংশতি যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।"

২। মহাত্মা অহাব (মোনাব্বেহের পুত্র) বলিয়াছেন, "তৌরাত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ইহকালের সম্বল সংগ্রহ করিল, সে পরকালে খোদাতাআলার বন্ধু মধ্যে গণ্য হইল। যে ব্যক্তি ক্রোধ ত্যাগ করিল, সে খোদাতাআলার প্রতিবেশী হইল। যে ব্যক্তি সংসারে সুখ সম্ভোগের আসক্তি পরিত্যাগ করিল, সে কেয়ামতের দিন খোদাতাআলার কঠোর শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইল। যে ব্যক্তি প্রাধান্য ভালবাসা পরিত্যাগ করিল, সে সাধু লোকের সহিত শান্তি লাভের ভাগী হইল। যে ব্যক্তি সংসারে লোকের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ করিল, সে কেয়ামতের দিন সকলের মনোমত পাত্র বা ভালবাসা হইল। যে ব্যক্তি কৃপণতা পরিত্যাগ করিল, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন সর্ব্ব সমক্ষে সাদরে উল্লিখিত হইবে। যে ব্যক্তি সংসারে আরাম (সুখভোগ পরিত্যাগ) করিল, সে কেয়ামতের

দিন অতি প্রফুল্ল হইবে। যে ব্যক্তি জগতে হারাম (অবৈধ খাদ্য ও কার্য্য) পরিত্যাগ করিল, সে কেয়ামতের দিন পয়গাম্বরদিগের প্রতিবেশী হইবে। যে ব্যক্তি ইহকালে হারাম বস্তুতে দৃষ্টি পরিত্যাগ করিল, কেয়ামতের দিন খোদাতাআলা তাহার চক্ষু তৃপ্ত করিবেন। যে ব্যক্তি ইহকালে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া দীন ভাবাপন্ন হইল, পরকালে খোদাতাআলা তাহাকে পয়গম্বর ও সাধুদিগের সহিত স্বর্গে প্রেরণ করিবেন। যে ব্যক্তি লোকের আবশ্যক ও আশা পূর্ণ করিয়া দিতে দণ্ডায়মান হইল, খোদাতাআলা তাহার ইহকাল ও পরকালের সকল অভাব পূরণ করিয়া দিবেন।"

৩। তিনিই বলিয়াছেন, (তৌরীত গ্রন্থে লিখিত আছে) "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে কবরে তাহার কোন সঙ্গী হয়, সে যেন অন্ধকার রজনীতে রাত্রি জাগরণ করিয়া নামাজ পড়ে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে খোদাতাআ-লার আরশের ছায়ায় তাহার স্থান হয়, সে যেন পাপে নির্লিপ্ত থাকিবার চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে তাহার পরকালে পাপ পুণ্যের হিসাব সংক্ষিপ্ত বা অল্প হয়, সে যেন নিজ আত্মা ও অপর ভ্রাতাগণকে উপদেশ প্রদান করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে ফেরেশ্‌তাগণ তাহার জিয়ারত (সাক্ষাৎ) করে, সে যেন সর্ব্বদা সৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে স্বর্গের মধ্যস্থলে তাহার বাসস্থান হয়, সে যেন দিবা রাত্রি ঈশ্বর স্মরণে নিযুক্ত থাকে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যায়, সে যেন তৌবায়ে নসুহা (১) করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে ধনবান হয়, সে যেন খোদাতাআলা তাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে খোদাতাআলার নিকট পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়, সে যেন বিনয়ী হয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে জ্ঞানী হয়, সে যেন বিদ্বান্ হয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে লোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ

(১) পাপ পরিত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্প। তৌবায়ে নসুহার কয়েকটী নিয়ম আছে। একবার যে পাপ হইয়াছে তাহা আর কখনই করিবনা এবং অন্য কোন পাপ ও করিবনা বলিয়া দৃঢ় সংকল্প করা। যে পাপ একবার হইয়াছে, তাহার জন্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে লজ্জিত থাকা, তাহার জন্য নিয়ত অনুতাপ করা, সর্ব্বদা আস্তাগফার কলেমা মুখে জপ করা এবং সাধ্যমতে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সাদকা দেওয়া।

পায়, সে যেন ভাল ব্যতীত কাহার মন্দ কথা মুখে না আনে এবং ইহাও যেন চিন্তা করিয়া দেখে যে সে কি বস্তু দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং কি জন্যই বা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে ইহকালের সম্মান লাভ করে সে যেন ইহকালের উপর পরকালকে মনোনীত করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে স্বর্গের চিরস্থায়ী ও অক্ষয় ধন লাভ করে, সে যেন সংসারের কোলাহলে পড়িয়া জীবন নষ্ট না করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে ইহকাল ও পরকালে স্বর্গ লাভ করে, সে যেন দাতা হয়। কেননা স্বর্গ দাতার অতি নিকটবর্ত্তী ও নরক, দাতা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে তাহার অন্তর আলোকপূর্ণ হয়, সে যেন সর্ব্বদা চিন্তা করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে তাহার শরীর কষ্ট সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল হয় ও মুখ ঈশ্বর স্মরণকারী ও মন বিনয়ী হয়, সে যেন সমুদায় মুমেন (বিশ্বাসী) ও মুসলমান ভাই ভগিনীর জন্য কায়মনে ক্ষমা ও মঙ্গল প্রার্থনা করে।"

৪। (১) সম্রাট্ আওরঙ্গজেব আলমগীর তদীয় মধ্যম পুত্র মোহাম্মদ আজম শাহকে লিখিয়াছিলেন, "হে প্রিয় উচ্চপদস্থ বৎস! একদা আমি আলা হজরতের (শাহজাহান বাদশাহ) বেয়াজে (নোটবুক) কয়েকটী কথা লিখিত দেখিয়াছি। সে কথা কয়েকটী অতি মূল্যবান। তাই তোমাকে তাহা অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কথা কয়েকটী এই:—মন্দ লোককে কখনও প্রশ্রয় দিওনা; কোন বাসনা পূর্ণ না হইলে তজ্জন্য দুঃখিত বা বিরক্ত হইওনা; সচ্চরিত্র ও সুশীল লোককে কখনও কষ্ট দিওনা। অতি আবশ্যক ও অভাব হইলেও কাহারও নিকট যাচ্‌ঞা করিওনা; পরকাল প্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গ ধরিও; অভিজ্ঞতা লব্ধ কৃষিবিদ্য যোগ্য লোক অন্বেষণ করিও; নিজের নিকট অজ্ঞ লোককে স্থান দিওনা; যে সকল দরিদ্র লোক দান পাইবার উপযুক্ত, প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে দান করিও; জ্ঞানবান ও বিদ্বান্ লোকদিগকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিও; সুবিচার করিতে স্বীয় মনকে নিযুক্ত করিও; ধর্ম্ম বহির্ভূত কথার প্রতি মনোযোগ দিওনা; অকপটে ঈশ্বর নির্ভরকারী তপস্বীদিগের অবস্থায়

(১) এই অধ্যায়ের ৪ ও ৫ নম্বর উপদেশ দুইটী 'রোকায়াতে আলমগীরী' হইতে সংগৃহীত।

অমনোযোগী বা উদাসীন থাকিওনা; যে সকল ঈশ্বর প্রেমিক সাধু, লোকের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব সৌভাগ্য জ্ঞান করিও; এবং যে সকল জ্ঞানী লোকের দ্বারা ইহকাল ও পরকালের সকল উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে, এরূপ বহু লোককে নিজের নিকট রাখিও।”

৫। একদা মহাত্মা সাতল্লা খাঁ (শাহ্‌জাহান বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী—যিনি পৃথিবীতে একজন অতি ধার্ম্মিক, জ্ঞানী ও উপযুক্ত মন্ত্রী বলিয়া বিখ্যাত) বাদশাহের দরবারে নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে কিছু বিলম্বে আসিয়াছিলেন। বাদশাহ বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সাতল্লা খাঁ বলিলেন যে, অদ্য একটী বেয়াজে (নোটবুক) কয়েকটী মূল্যবান্ কথা দেখিতে পাইলাম, অতি ফলপ্রদ বিবেচনায় আপনাকে দেখাইবার অভিপ্রায়ে কথা কয়েকটী নকল করিয়া আনিতে এই বিলম্ব হইয়াছে, সে কথা কয়েকটী এই:—সুবিচারে বাদশাহীর (রাজত্ব) ভিত্তি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়; বীরত্ব ও দাতব্যে ধন ও রাজ্য বৃদ্ধি হয়; বিদ্বান ও জ্ঞানী লোকের সংসর্গে বাস করা এবং অজ্ঞ ও মূর্খ লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা জ্ঞানীর লক্ষণ; ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; অত্যন্ত বিপদের সময়েও ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত; সাংসারিক কার্য্যেও চেষ্টা ও যত্ন হইতে বিরত থাকা চাই না; অদৃষ্টের প্রতি সম্মত ও কৃতজ্ঞ থাকা আবশ্যক, পিতৃ মাতৃ হীন অসহায় বালক বালিকাদিগের প্রতি দয়াবান থাকিলে বংশের স্থায়ীত্ব থাকে; প্রত্যাশী ও অভাবগ্রস্ত লোকের আশা পূর্ণ করিয়া দিতে আলস্য ও উদাসীনতা প্রকাশ অতি অন্যায়; বুদ্ধিমান মন্ত্রীদিগের পরামর্শ ও সৎযুক্তি অনুযায়ী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা বিধেয়; ফকির দরবেশগণের (তপস্বী ও সাধুগণের) আশীর্ব্বাদের সাহায্যে বিজয়ী হওয়া চাই; ব্যথিত ও দুঃখিত লোকদিগের দুঃখ নিবারণ মানসে যত্ন থাকা প্রয়োজন; অপরাধী দিগের অপরাধ মার্জ্জনা দ্বারা ঈশ্বরের নিকট তাহার দয়ার আশা রাখা কর্ত্তব্য।

মহাত্মা শেখ এব্নে হাজর আস্কোলানী রহমাতুল্লা আলায়হের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

মহাত্মা এব্নে হাজর (রঃ) এর প্রকৃত নাম আহ্মদ। তাঁহার কুনিয়ত (১) আবুল ফজল ও এবনে হাজর। পশ্চিম আসিয়ার আস্কোলান নগরে হিজরী ৭৭৩ সনে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে সামান্য লেখা পড়া শিখিলেই পদ্য ও কবিতা রচনায় তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে। সামান্য আয়াসে অতাল্পকাল মধ্যে কবিতা রচনায় বেশ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। তিনি যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন সে সমস্তই অতি সুন্দর লালিত্য ময় ও কবিত্ব পূর্ণ। এই জন্য প্রথম বয়সে তিনি কবি বলিয়াই পরিচিত ও বিখ্যাত হন। অনন্তর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের গতিরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। অচিরে তিনি কোরাণ, হাদিস, ফেকা, দর্শন, গণিত ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তিনি অতুল ধীশক্তি সম্পন্ন ও অসামান্য প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই অনন্ত হাদিস শাস্ত্ররূপ মহাসাগর সন্তরণ করিয়া উত্তীর্ণ হন। হাদিস শাস্ত্রে সম্যক অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা লাভ করিয়া পরে তিনি তৎসমুদয় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। মানুষের পক্ষে ইহা অসাধ্য সাধনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোকে কেবল ত্রিশ সিপারা (খণ্ড) কোরাণ-শরিফ হেফ্জ্ বা কণ্ঠস্থ করিতে যাইয়া ব্যতিব্যস্ত ও অক্ষম হইয়া পড়ে। যিনি কৃতকার্য্য হন, তিনি "হাফেজ" নামে পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়া থাকেন। কিন্তু সমুদয় হাদিস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। মহাত্মা এব্নে হাজর সমস্ত হাদিসই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই জন্য বিদ্বান্ সমাজে তিনি হাফেজে এরাকী ও "এমামোল হোফ্ফাজ" (সমস্ত হাফেজের অগ্রগণ্য) বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই মহা ব্যাপার সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ধীমান্ এবনে হাজর অন্যান্য বিদ্যাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। যেমন অসামান্য প্রতিভা ও ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন,

(১) পিতা বা পুত্র বা মাতা অর্থ বোধক শব্দযুক্ত নামকে কুনিয়ত কহে।

তেমনই সে শক্তিকে সম্যক্ পরিস্ফুট ও কার্য্যকরী করিতে যত্নের ত্রুটি হয় নাই; সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই তিনি সমস্ত বিদ্যায় মহা পণ্ডিত হইয়া উঠেন। কি তফসীর (কোরাণের ব্যাখ্যা শাস্ত্র), কি হাদিস, কি ফেকাহ, কি অসুল, কি বালাগাত, কি দর্শন, কি গণিত——তদানীন্তন কালে যে সকল বিষয় প্রচলিত ছিল ও অধীত হইত, তৎ সমস্তই এব্‌নে হাজর আয়ত্ত করিয়া লয়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। যে বিদ্যারই দেখুননা কেন এবং যে বিষয়ই ধরুননা কেন, দেখিবেন তাহাতে তাঁহার আসন সর্ব্বোপরি। তৎকালে জগতে যে সকল বিদ্যা প্রচলিত ছিল, তাহার এমন একটীর নাম করা যায়না, যাহাতে তাঁহার পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা না ছিল, এবং এমন কোন বিষয় দেখা যায়না, যাহাতে তিনি রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা না করিয়াছেন।

অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থাবলীর কোনটীই অনাদরণীয় নহে। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই বিদ্বজ্জন সমাজে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। প্রায় সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও অগাধ বিদ্যার পরিচায়ক। কত গ্রন্থ যে তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার নিশ্চিত সংখ্যা করা সাধ্যাতীত। কিন্তু নিম্ন-লিখিত কয়েক খানি অতি উচ্চ দরের ও বিশেষ প্রসিদ্ধ।

১। দোর্‌রে কামেনা, এখানি হিজরী অষ্টম শতাব্দীর বিস্তৃত ইতিহাস। এই গ্রন্থ দেখিয়া যেমন তাঁহার অগাধ বিদ্যা ও অতুল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার অতুল উদ্যম, অদম্য অধ্যবসায় ও অসাধারণ কার্য্য ক্ষমতা ও সফলতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২। মাজমায়ে মোওস্‌সাস্। এখানি জীবন চরিত গ্রন্থ।

৩। তাহজ্বিবোত্তাহজিব ও তাকরিবোত্তাহজিব। (জীবনী বিষয়ক)

৪। লেসানুল মিজান। (জীবনী বিষয়ক)

৫। এসাবা ফি আহওয়ালে সাহাবা। এখানি হজরত রসুলে করিমের (দঃ) আসহাব দিগের বৃত্তান্ত।

৬। নখ্‌বাতুল ফেকর। (হাদিস দর্শন বিষয়ক)

৭। শরহে নখ্‌বাতুল ফেকর। (ব্যাখ্যা পুস্তক)

৮। তালখিছল জির-কি-তাখরিজে আহাদিসোল শারহে অজিজেলি কবির। (হাদিস বিষয়ক)

৯। আল্ কাকোশাফ্-কি তাখরিজে আহাদিসেল কাশ্শাফ। এখানি কোরাণের ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় হাদিস গ্রন্থ।

১০। দেরায়া কি তখরিজে আহাদিসেল হেদায়া। এখানি ফেকা ও ধর্ম্ম-নীতি সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

১১। তখরিজ আহাদিসেল আজকার। (হাদিস বিষয়ক)

১২। বজলোল মাউন। (ধর্ম্মনীতি বিষয়ক)

১৩। আল কওলোল মোসাদ্দাদ। (ন্যায় বিষয়ক)

১৪। ফৎহোলবারী শরহোল বোখারী। এখানি অতি প্রকাণ্ড অমূল্য হাদিস গ্রন্থ। ইহা সর্ব্ব প্রধান ও বৃহৎ হাদিস গ্রন্থ সহি বোখারি শরিফের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পুস্তক। এই গ্রন্থ ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডই এক এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ।

১৫। মোকদ্দমাতুল হোদাল বারী। (হাদিস ও ন্যায় বিষয়ক)

১৬। আল খেসালোল মোকাফ্ফারা। (নীতি ও দর্শন বিষয়ক)

১৭। শরহে মোকাদ্দমাতুল এব্নেস্সালাহ। (সাহিত্য ও নানা বিষয়ক প্রকাণ্ড গ্রন্থ)

১৮। রেজালুল আরবায়া। (জীবন চরিত)

১৯। তকরিবোল মনহাজ। (ন্যায় বিষয়ক)

২০। রেসালা ভিত্তায়াদ্দোদেল জোমা।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থ আছে; তৎসমস্তই তাঁহার অসীম বিদ্যা বুদ্ধি ও অতুলনীয় প্রতিভার পরিচায়ক। এই সকল কার্য্যেও গুণেই মহাত্মা এব্নে হাজর জগদ্বিখ্যাত মহা পণ্ডিত। তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্ ও তাঁহার ন্যায় মহা পণ্ডিত জগতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।